অনুবাদ সিরিজ—২৬



নিকোলাস নিকলবি

লাষ্ট ডেজ অব পম্পেই, ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট, এ টেল অব টু সিটিজ, সেক্সপীয়ারের কমেডি, ট্রাজেডি অব সেক্সপীয়ার, রব রয়, লক্ষ টাকার হীরা, মায়ের ডাক প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীসুধীন্দ্র নাথ রাহা

অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

নভেম্বর
১৯৪৪

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯


উপহার

এই বইয়ের লেখক

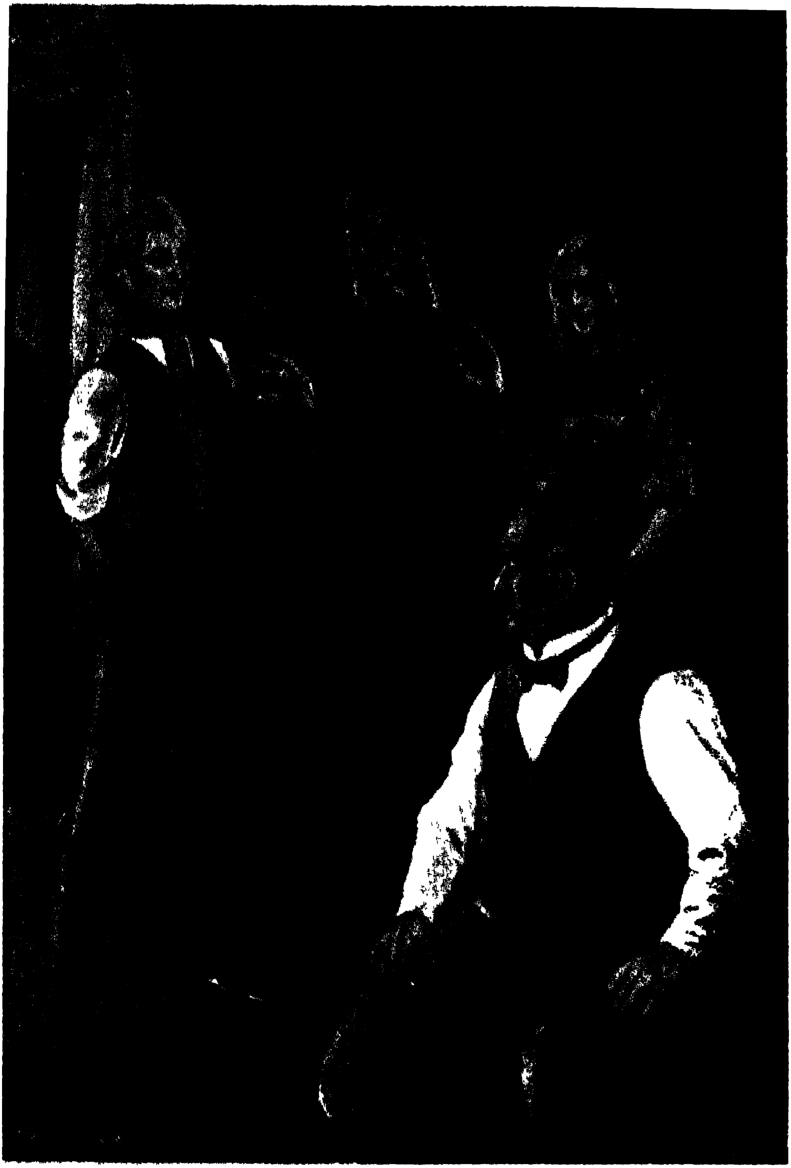
ইংরেজী সাহিত্যের দিক্‌পাল লেখকদের ভিতর চার্লস ডিকেন্স একজন। প্রায় দেড়শো বছর আগে তাঁর জন্ম হয়।

ছেলেবেলায় বড় কষ্টে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। পেটের জ্বালায় পথে পথে ঘুরতে হ'ত। পরিচিতের কাছে পেতেন শুধু অবহেলা, অপরিচিতের কাছে অপমান। সেদিনকার সে দৈন্যের জ্বালা সারাজীবন তিনি ভুলতে পারেন নি। তাঁর নানা বিখ্যাত বইয়ের শিশু ও কিশোর চরিত্রের ভিতর দিয়ে সেই জ্বালাই ফুটে বেরিয়েছে নানান ভাবে।

লেখক হিসাবে তাঁর প্রথম খ্যাতিলাভ হয় 'ক্রিসমাস কেরল' প্রকাশিত হবার পরে। বইখানি এখনও এত জনপ্রিয় যে কিছুদিন আগে এক মার্কিন ধনকুবের দু'লক্ষ টাকারও বেশী দাম দিয়ে তার পাণ্ডুলিপিখানি কিনে নিয়েছেন।

গত শতাব্দীর ইংরেজ লেখকদের ভিতর ডিকেন্স-এর আসন অতি উচ্চে। এ টেল অব টু সিটীজ, পিকউইক পেপার্স, অলিভার টুইষ্ট, ডেভিড কপারফিল্ড—তাঁর এ সব বই সারা পৃথিবীতে সমাদর লাভ করেছে। প্রশ্ন হ'তে পারে—কোন্ বিশেষ গুণে ডিকেন্স-এর লেখা লোকের এত ভাল লাগে? সে-প্রশ্নের উত্তর হবে এই—দলিত নিপীড়িতের উপর গভীর সমবেদনার জন্যই তাঁর লেখা হৃদয় স্পর্শ করে পাঠকের। যখন যে-বই তিনি লিখেছেন, তারই ভিতর ঐ একটা জিনিস সর্বদাই জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে—দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার—শিশুর উপর বয়স্কের, বা গরিবের উপর ধনীর বা প্রজার উপর রাজার। এমনভাবে তিনি প্রাণের দরদ ঢেলে দিয়েছেন দলিত দুর্বলের উপরে যে তারই গুণে তাঁর রচনা হয়েছে কালজয়ী।

যে শ্রমশীলতা আর অধ্যবসায় ডিকেন্সকে সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়েছিল, তা সকল দেশের সর্ব কালের কিশোরগণের অনুকরণীয়।



“নিকলাই নিনা হাত নেড়ে কেবলই ছেলেকে চুপ করে থাকতে বলেন … আর বাপ
কেবলই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন নিকোলায়ের মুখের দিকে …”



নিকোলাস নিকল্‌বি

লণ্ডন রাজধানীর একটা বনেদী পাড়া। নাম তার সোনালী চক বা গোলডেন স্কোয়ার।

তারই একটা বড় বাড়ির মালিক রাল্‌ফ নিকল্‌বি। দুই একটি ঝি-চাকর নিয়ে বাড়িতে তিনি একাই থাকেন।

একা থাকা ছাড়া উপায় নেই, কারণ সংসারে একান্তই একা তিনি।

কী যে তিনি করেন, তা বাইরে থেকে বোঝবার কোন উপায় নেই। ব্যবসা, না চাকরি? মোটেই না! তবে ওকালতি, ডাক্তারি কিংবা ঐরকম কিছু? তাও তো কই মনে হয় না।

তবু একটা-কিছু যে করেন ভদ্রলোক, তাতে ভুল নেই। কারণ, বাইরের দিকের একটা ঘরের দেওয়ালে পিতলের প্লেট বসানো আছে,—তাতে লেখা 'অফিস'। আর সেই ঘরের সমুখে বারান্দার ওমাথায় ডেস্ক সমুখে নিয়ে টুলে বসে থাকে একটি অদ্ভুত চেহারার মানুষ, সে এই অফিসের কেরানী। নাম তার নিউম্যান নগ্‌স।

আধাবয়সী মানুষটি, লম্বাটে একহারা চেহারা, মুখখানা বিশ্রী, লাল টুকটুকে একটি নাক আর গোল ড্যাবডেবে দুটি চোখ। সেই দুটি চোখের একটি আবার পাথরের মত অনড়, মনে যখন যে ভাবই ফুটুক,

তার একটুও ছায়া সে চোখে ফোটে না, সে চোখের চাউনি দেখলে ভয় করে।

অতি পুরানো জামা-কাপড় তার পরনে, গায়ের আন্দাজে ছোট মাপের। বোতাম নেই বললেই হয়, কী করে যে গায়ে দাঁড়ায় ওগুলো, সে এক অবাক্ কাণ্ড।

লম্বা লম্বা কয়েকখানা খাতা সব সময়ই থাকে নিউম্যানের ডেস্কের ওপরে, কিন্তু তাতে লিখতে তাকে কদাচিৎই দেখা যায়। বসে থাকে চুপচাপ চোখ পাকিয়ে, আর ঘন ঘন আঙুল মটকায়। একটা দুটো নয়, পর পর দু'হাতের দশটা আঙুলই মটকে যায়। শব্দ হয় যেন পটাপট মেসিনগানের গুলি ছুটছে। পথ চলতে চলতে পথের লোক চমকে ওঠে সে পটপটি শুনে।

যেমন মনিব, তেমনি কেরানী। নিউম্যানেরও একার সংসার। তিনকুলে তার কেউ নেই।

কেউ নেই, কিন্তু পয়সাকড়ি একদিন ছিল। তখন রাল্‌ফ তার মনিব ছিলেন না, ছিলেন বন্ধু।

পয়সাকড়িগুলো যেন কোন্ ম্যাজিকে নিউম্যানের পকেট থেকে আস্তে আস্তে রাল্‌ফের পকেটে ঢুকে গেল। তখন একদিন নিউম্যান এসে রাল্‌ফের কাছে বলল—"কিছু ধার দাও।"

রাল্‌ফ উত্তর দিলেন—"ধার ততদিন দিয়েছি, যতদিন সুদে-আসলে ধারের টাকা উসুল হওয়ার আশা ছিল। এখন সে আশা আর নেই। কাজেই ধার আর দিতে পারি না। তবে তুমি খেতে পাচ্ছ না, চাকরি দিতে পারি একটা। ভাল-মন্দ বিচার না করে আমার হুকুম তামিল করবে, এই যদি স্বীকার কর—আমার কেরানীগিরিতে বহাল হয়ে যেতে পার। দু'বেলা দু'মুঠো জুটে যাবে কোনমতে।"

সেই থেকে বন্ধু নিউম্যান হয়ে গেল বান্দা নিউম্যান। উঠতে বসতে রাল্‌ফের ধমকানি। পায়ে হেঁটে সারা শহর ছুটোছুটি। একে ডেকে আনা, তাকে খবর পৌঁছানো! সব-কিছুর বদলে দু'বেলা দু'মুঠো! আর কিছু নয়।

*

*   *

সেদিন সকাল বেলাতেই একটা মিটিংয়ে যেতে হয়েছিল রাল্‌ফকে। ফিরে এসে ঘরে বসতেই নিউম্যান এনে দিল একখানা চিঠি, তার উপরে কালো বর্ডার।

"কালো বর্ডারের চিঠি?" একবার তাকিয়ে দেখেই রাল্‌ফ বলে ওঠেন—"ভাইটা যদি মরে গিয়ে থাকে, আমি মোটেই আশ্চর্য হব না।"

"না না, আশ্চর্য কেন হবে।" এ উক্তি নিউম্যানের।

রাল্‌ফ চটে ওঠেন—"এ কথা বললে কেন?"

"এমনি!" উদাসীন ভাবেই নিউম্যান বলে—"তুমি তো কিছুতেই আশ্চর্য হও না কিনা।"

একবার রাগতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে খামখানা ছিঁড়ে ফেলেন রাল্‌ফ।

"যা ভেবেছি, তাই। ভাইসাহেব মারাই গিয়েছেন দেখছি। আর মারা গিয়েছেন মবলগ দেনা রেখে, যা শোধ করবার জন্য ভাইবৌকে বাড়ি ঘর খামার সব বেচে দিতে হয়েছে। দিয়ে, দেনাশোধের পর হাতে যা দু'চার পয়সা ছিল, তা পথ-খরচায় খতম করে দিয়ে বুদ্ধিমতী ভাইবৌটি আমার, ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে লণ্ডনে এসে হাজির হয়েছেন। কী চমৎকার! বাঃ! বুঝেছ হে নিউম্যান? তিন তিনটি মনিষ্যি, কানাকড়িটি পকেটে নেই, হাজির হলেন এসে লণ্ডন শহরে যেখানে নিশ্বাস নেবার হাওয়াটুকুও পয়সা দিয়ে না কিনলে পাওয়া যায় না। কীরকম আজগবি বুদ্ধি দেখেছ?"

বুদ্ধিটা আজগবি কিনা, সে প্রশ্নে না ঢুকে নিউম্যান বলল—"ছেলেমেয়ে দুটি বুঝি?"

মাথা নাড়লেন রাল্‌ফ।

"দুটিই বেঁচে বুঝি ?"

রাল্‌ফ রেগে উঠলেন—'তুমি একটা আকাট মুখ্যু। শুনছ দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাদের মা—আচ্ছা এ কীরকম যুক্তির কথা বল দেখি নিউম্যান, আমি ওদের সাহায্য করব—এরকম প্রত্যাশা ওরা করে কেন ?"

"খুবই আজগবি প্রত্যাশা, তাতে সন্দেহ কি ?" বলে নিউম্যান।

সেদিকে কান না দিয়ে রাল্‌ফ বলতেই থাকেন—"কী সম্বন্ধ আমার সঙ্গে ওদের ? আমার ছোটভাইয়ের স্ত্রী, ছোটভাইয়ের ছেলে, ছোট-ভাইয়ের মেয়ে। আমার কী ? কেউ না। ছোটভাই নিজেই আমার কেউ ছিল না, এই প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে। আমি লণ্ডনে চলে এসেছি বাবা বেঁচে থাকতেই। সে প্রায় পঞ্চাশ বছরই হতে চলল বইকি ! এর মধ্যে ভাইয়ের কথা ভাবিনি। তার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিনি। বাবা মরার পরে একবার ছাড়া তার সঙ্গে চোখোচোখিও হয়নি। আর আজ কিনা, সেই ভাই পটল তুলেছে বলে তারই সম্পর্কের তিন তিনটে মনিষ্যি আশা করছে কিনা--"

এ আশা যে কতবড় আজগবি আশা তাই বোঝাবার জন্যেই বুঝি রাল্‌ফ নাকটা সিঁকেয় তুলে ঠোঁটটা বাঁকিয়ে, একটা অপরিসীম ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে তুললেন নিজের চোখে-মুখে। তারপর টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, ঐ বেয়াক্কেল লোক তিনটাকে আক্কেল দেওয়ার জন্যে। রাল্‌ফ নিকল্‌বির কাছে সাহায্য চাইতে এসেছ ? ছেলের হাতের মোয়া আর কি !

প্রায় পঞ্চাশ বছর ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, ভাইয়ের ভাবনা একবারও ভাবেননি রাল্‌ফ। আজ ভাবিয়ে দিল ভাইটা, মরে গিয়ে ভাবিয়ে দিল।

পথ চলতে চলতে ভাইয়ের কথা না ভেবে পারেন না। নিকোলাস তাঁর ছোটভাই। ছেলেটি ছিলও ভারী মিষ্টি। রাল্‌ফের মত কাটখোট্টা হিসেবী নয়। রাল্‌ফ ভালবাসতেন ওকে। একসঙ্গে স্কুলে যেতেন, একসঙ্গে স্কুল থেকে ফিরতেন। অবশ্য নিকোলাস স্কুলে যেত পড়তে,

রাল্‌ফ যেতেন দাদনের ব্যবসা করতে। সেই নেহাত ছেলেবেলা থেকেই দাদনের কারবারে হাত পাকিয়েছেন রাল্‌ফ। তখন আর কিসের লেনদেন করবেন ? দু' এক পেনী তো সম্বল, জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচানো। সেই দুই এক পেনীই সুদে খাটাতেন রাল্‌ফ। তা ছাড়া ধর একটা স্লেট-পেনসিল বা একটা মারবেল। চাইলেই ছেলেরা পেত রাল্‌ফের কাছে, কিন্তু শোধ দিতে হত সুদ সমেত। সুদের হিসেব ছিল সোজা। এক পেনী নিলে দু'পেনী দিতে হবে। একটা মারবেল নিলে দুটো মারবেল। এক হপ্তার জন্যেও যা সুদ, এক দিনের জন্যেও তাই— সোজা হিসেব।

বাপ বেঁচে থাকতেই রাল্‌ফ লণ্ডনে চলে এলেন। তখন চোদ্দ-পনেরোর বেশী বয়স নয় তাঁর। ইস্কুলের তেজারতি কারবারে যা জমিয়েছিলেন, তাই নিয়ে চলে এলেন রাজধানীতে ভাগ্য ফেরাবার জন্যে। ভালই করলেন। পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকলে তাঁর প্রতিভাটাই মাঠে মারা যেত।

লণ্ডনে থাকতে থাকতেই খবর পেলেন, বাবা মারা গিয়েছেন। আগেই তিনি বাবাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বাস করা তাঁর পোষাবে না। তাই বাবা বাড়িটা দিয়ে গিয়েছেন ছোটছেলেকে, আর নগদ টাকা যা কিছু তা রেখে গিয়েছেন বড় ছেলের জন্যে। একবার গ্রামে গিয়ে সেই তিন হাজার পাউণ্ড নিয়ে এলেন রাল্‌ফ। সেই তাঁর শেষ দেখা ছোটভাইয়ের সঙ্গে। তারপর তিনি আর গ্রামে যাননি।

ছোটভাই সব দিক্ দিয়েই ছিল রাল্‌ফের উলটো। স্কুলে সে পড়াশুনা করত মন দিয়েই। পয়সাকড়ি নিয়ে মাথা ঘামাত না। বুঝতই না পয়সার দাম। বড় যখন হল, বাপ যখন মারা গেলেন, বাড়িটার আর ক্ষেত-খামারের মালিক হয়ে চাষবাস নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবার মতলব করল। বিয়ে হয়ে গেল যথাসময়ে; বরাত মন্দ বেচারার, বৌ স্বামীর সংসারে এল কিছু নগদ টাকা নিয়ে।

ভাসুর বড়মানুষ হয়ে উঠেছেন লণ্ডনে, গ্রামে বসেও নিকল্‌বি-গিন্নী

শুনতে পান সে সব কথা। কিসে বড়মানুষ হলেন ?—না, ব্যবসাতে। নিকল্‌বি-গিন্নীর ঝোঁক হল, তিনিও বড়মানুষ হবেন। স্বামীকে জুলুম করে নামিয়ে দিলেন ব্যবসাতে। মূলধন তাঁর নিজস্ব টাকাগুলি। স্বামী বেচারা ব্যবসা-বুদ্ধিতে একেবারে নিরেট, দুই দিনেই দারুণ লোকসান দিয়ে ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। এত লোকসান গিয়েছিল যে দেনার দায়ে নিকল্‌বিদের বাড়িঘর ক্ষেত-খামারও বিক্রি হয়ে গেল।

এই সর্বনাশের জের গড়াল আরও অনেক দূর। মনটা এমন ভেঙে গেল নিকোলাসের যে তিনি কঠিন অসুখে পড়ে গেলেন। এবং সেই অসুখেই একদিন তিনি পৃথিবী থেকে সরে পড়লেন সব হিসাবনিকাশ চুকিয়ে দিয়ে।

ছেলেবেলায় দেখা দাদাটির সঙ্গে সকল সম্পর্কই চুকে গিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তবু সরল নিকোলাসের মনে মনে একটা ধারণা ছিল যে যত দূরেই যাক, ভাই কখনও পর হতে পারে না, বিপদের খবর পেলে সে এসে পাশে দাঁড়াবেই। তাই মরবার আগে স্ত্রীকে তিনি বলে গিয়েছিলেন—"কোনরকমে আমার দাদার কাছে গিয়ে পড়, তাহলে আর তোমাদের কোন অসুবিধে থাকবে না।"

তাই ছেলেমেয়ের হাত ধরে নিকল্‌বি-গিন্নি আজ লণ্ডনে এসে হাজির।

বাড়িওয়ালী লা-ক্রিভির ধারণা তিনি ছবি আঁকতে পারেন, এবং বেশ ভালই পারেন। লণ্ডনের যাবতীয় শৌখিন লোক যে কেন নিজেদের ছবি আঁকবার জন্যে তাঁরই কাছে আসে না, তা তিনি কোনমতেই ভেবে পান না।

সেদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ ভদ্রমহিলা নিজের দোতলার ঘরে বসে রং-টং গুলছেন, এমন সময় রাল্‌ফ নিকল্‌বি এসে দেখা দিলেন সিঁড়ির মুখে। লা-ক্রিভি আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন—এসেছে বুঝি খদ্দের একজন। মনের আগ্রহটা চেপে রেখে বাইরে খুবই উদাসীন ভাব দেখাবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।

"কাকে চাই ?"

"মিসেস-নিকল্‌বি। ডেভনশায়ারে বাড়ি। আছেন তো এখানে ?"

"আছেন। আপনিই বুঝি তার সেই আত্মীয়? মানে, বাড়ি আমারই। মানে, বাড়ির মালিক নই, মূল ভাড়াটে। আমারই একটা ঘর এক হপ্তার জন্যে ভাড়া নিয়ে—"

"ভাড়াটা নগদ পেয়েছেন?" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন রাল্‌ফ।

থতমত খেয়ে লা-ক্রিভি বলেন—"তা পেয়েছি। আমি আগামই নিয়ে থাকি সবাইয়ের কাছে। তবে আপনি যদি তাঁর আত্মীয় হন, আর আপনি যদি জামিন থাকেন—"

বাধা দিয়ে রাল্‌ফ বলে ওঠেন—"না না, কক্ষনো না। জামিন আমি থাকব না। উলটে আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—আগাম টাকা না পেয়ে আপনি ওদের একদিনও ঘর জুড়ে বসে থাকতে দেবেন না। দিলে আপনার টাকাই মারা যাবে, ভাড়া দেবার উপায় নেই ওদের। নিজের ভাল চান তো এই হপ্তাটি কাবার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের বিদায় করবেন"

ততক্ষণে এক দাসী এসে দাঁড়িয়েছে রাল্‌ফকে তেতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। নিকল্‌বি-গিন্নী তেতলাতেই আছেন।

কালো পোশাক পরা এক মহিলা, বছর চল্লিশ বয়স। আর দুটি ছেলেমেয়ে, ছেলেটি বছর উনিশ-কুড়ি, মেয়েটি বছর সতেরো-আঠারো। দুটিরই ভারি সুন্দর চেহারা। কালো রঙের শোকের পোশাকের ভিতর থেকে তাদের রূপ যেন আরও ফুটে বেরুচ্ছে।

মহিলাটির যেন উঠে এসে অতিথিকে স্বাগত জানাবারও শক্তি নেই। তিনি মেয়ের গায়ে ভর দিয়ে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাল্‌ফকে অভ্যর্থনা করল ছেলেটিই। এগিয়ে এসে বলল—"আসুন জেঠামশাই!"

রালফ্ যেন বুনো শুয়োরের মত ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন—"তুমিই আমার ভাইপো নিকোলাস বুঝি?"

ভাই নিকোলাস নিজের ছেলেটির নামও নিকোলাস রেখেছেন, খবরটা জানা ছিল রাল্‌ফের।

"হ্যাঁ, জেঠামশাই।"

মাথার টুপিটা নিকোলাসের হাতে দিয়ে রাল্‌ফ ভাইবৌ-এর দিকে

ফিরলেন—"তারপর, বৌমা, কেমন আছ? দুঃখে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। আমি কখনও কোন দুঃখকে আমল দিই না।"

চোখে রুমাল চেপে ধরে নিকল্‌বি-গিন্নী বললেন—"আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল।"

"আর কারও হয় না নাকি?" ওভারকোটের বোতাম খুলতে খুলতে রাল্‌ফ নেহাত ঠাণ্ডা সুরেই বললেন—"মেয়েদেরও স্বামী মরে, পুরুষদের স্ত্রী মরে।"

এরকম হৃদয়হীন কথাবার্তা ভাল লাগল না নিকোলাসের। সে রাল্‌ফের কথার পিঠেই বলে ফেলল—"আর ভাইদেরও ভাই মরে।"

রাল্‌ফ রেগে গেলেন তার কথার সুর শুনে। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন—"মরে খেঁকি কুকুরের বাচ্চারাও।" তারপর নিকোলাসের মাকেই জিজ্ঞাসা করলেন আবার—"ভাই মারা গেল কিসে?"

"ডাক্তাররা তো বলল হৃদয়টা ভেঙে যাওয়াতেই উনি মারা গিয়েছেন।"

রাল্‌ফ নাক সিঁটকে, ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁট বাঁকিয়ে মুখখানার চেহারা অদ্ভুত করে তুললেন। তারপর বললেন—"মানুষের ঘাড় ভেঙে গেলে সে মরতে পারে। কিন্তু হৃদয় ভেঙে কেউ মরতে পারে, তা বিশ্বাস করিনে।"

নিকোলাস শান্তভাবে বলল—"যাদের হৃদয় আছে, তাদের হৃদয় ভাঙতেও পারে, আর হৃদয় ভাঙলে তারা মরতেও পারে। তবে ও জিনিস যাদের নেই—"

নিকোলাসের এ ধরনের কথা আর বোধ হয় সইতে পারলেন না রাল্‌ফ! ঘড়াং করে চেয়ারটা ঘুরিয়ে, কথার সুরে অপরিসীম ঘৃণা ফুটিয়ে তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"এই ছোঁড়াটার বয়স কত হল, শুনি?"

ওর মা উত্তর করলেন—"এই উনিশ।"

"উ—নি—শ!" রাল্‌ফ যেন আকাশ থেকে পড়লেন—"তবু তুমি—যাকগে! এইবার নিজের পেটটা কি করে চালাবে কিছু ভেবেছ?"

"মায়ের উপর বোঝা হয়ে থাকব না, এটা নিশ্চয় জানবেন।" কথা বলতে গিয়ে নিকোলাসের গলা যেন ধরে আসে।

"মায়ের ভাঁড়ারে কী আছে যে তার উপরে বোঝা হয়ে থাকবে?" আবার রাল্‌ফের কথার ভিতরে সেই বিশ্রী ঘৃণার সুর ফুটে ওঠে।

"মায়ের ভাঁড়ারে কিছু নেই, তা জানি। আর এও জানি যে আপনার ভাঁড়ার থেকে কিছু পাওয়ার ভরসাও মায়ের নেই।"

নিকল্‌বি-গিন্নী ঝগড়ার সূচনা দেখে ভয়ে ভয়ে বলে ওঠেন—"বাবা নিকোলাস নিজেদের অবস্থার কথা ভুলে যাসনি বাবা!"

"চুপ কর দাদা, চুপ কর"—বলে ওঠে সুন্দরী মেয়েটি।

রাল্‌ফ তেতো সুরে টিপ্পনী কাটেন—"গোড়াপত্তন তো ভালই হচ্ছে দেখছি।"

এরপর কথা আর কারও মুখেই যোগায় না, মনের ভাব ফোটে ভাবে ভঙ্গীতে, ইশারায়। নিকল্‌বি-গিন্নী হাত নেড়ে কেবলই ছেলেকে চুপ করে থাকতে বলেন, আর রাল্‌ফ কেবলই আগুন চোখে তাকাতে থাকেন নিকোলাসের মাথা থেকে পা অবধি। নিকোলাসের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ একটুও নেই। নিষ্পাপ সরল তার প্রাণ, আর নির্ভীক তার চাউনি।

গরম চাউনি দেখে ভয় পাওয়ার ছেলে এ নয় বুঝতে পেরে রাল্‌ফ শুধু নিজের মনে বলে উঠলেন—"ছোঁড়া—"

তারপরই ভাইবৌয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—"এখন তাহলে এখানে কী মনে করে? পয়সা খরচ করে লণ্ডনে এসে লাভটা কী হল?"

নিকল্‌বি-গিন্নী কাতর হয়ে বললেন—"আপনার ভাইও বলে গিয়েছিলেন, আমিও ভাবলাম—ছেলেমেয়ে দুটোর কিছু কাজ যদি আপনি জুটিয়ে দিতে পারেন—ওদের তো আর সহায়-সম্বল কেউ নেই!"

"কাজ? কী কাজ জানে ওরা? কী কাজ করতে পারবে?"

রাল্‌ফের এ প্রশ্নের উত্তরে নিকোলাস জানাল, স্কুলের পড়া শেষ

পর্যন্ত সে পড়েছে। আর কেটও বলল, সে ফরাসী ভাষাটি মোটামুটি শিখেছে, তা ছাড়া সেলাইটেলাই, গান-বাজনা-টাজনা—

"ছাই হবে ওতে! ঝি-চাকরানীর কাজটাজ যদি করতে রুচি থাকে তো যোগাড় করার চেষ্টা করতে পারি।"

কেট কেঁদে ফেলল। তবু কাঁদতে কাঁদতেই বলল—"নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেবার জন্যে দরকার হলে আমি চাকরানীর কাজও করব।"

"তুমি? তুমি কী করবে?" নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে রাল্‌ফ বললেন—"লম্বা লম্বা কথাতে অন্ন হবে না। খাটতে পারবে? তাহলে একটা সন্ধান বাতলে দিই।"

নিকোলাস খুশী হয়ে উঠল—"খাটতেই চাই আমি। পারবও খাটতে। স্বাস্থ্য আমার খুব ভাল। কাজ পেলে প্রাণপণে পরিশ্রম করতে রাজী আছি আমি। আপনি যদি একটা কাজ আমাকে জুটিয়ে দেন—আমি কেনা হয়ে থাকব আপনার কাছে।"

"আসল কথা হল ওইখানে। খাটা চাই। খাটা চাই। খাটতে পারলেই বরাত খুলে যাবে। এই দেখ একটা সুযোগ। আজই এই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েছে আমার—শোন।" এই বলে পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে রাল্‌ফ পড়তে লাগলেন—

"শিক্ষা—ইয়র্কশায়ারে গ্রেটা ব্রিজের নিকটে ডাথবয়েজ গ্রামে ডাথবয়েজ হল্‌। সেই হলে মিস্টার ওয়াকফোর্ড স্কুইয়ার্সের বিদ্যালয়। বালকদের আবাসিক বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। তারা খেতে পায়, কাপড়-চোপড় পায়, বই-খাতা পায়, পকেট খরচা পায়। যা কিছু দরকার হতে পারে, সবই পায়। জ্যান্ত এবং মৃত সব ভাষা, গণিত, বানান, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, ভূগোল, কেল্লা-গঠন, প্রাচীন সাহিত্য—সবকিছু শেখানো হয়। বৎসরে মাত্র কুড়ি গিনি দিতে হবে একটি ছেলের জন্য। তার উপরে এক পয়সাও নয়। ছুটি নেই। খাদ্য অতুলনীয়। মিস্টার স্কুইয়ার্স এখন লণ্ডনেই আছেন। স্নো-হিল পল্লীর সারাসেন-হেড হোটেলে রোজ একটা থেকে চারটা পর্যন্ত তাঁর দেখা পাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভাল একজন সহকারী দরকার! বার্ষিক বেতন পাঁচ পাউণ্ড। এম-এ বাঞ্ছনীয়।"

কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিয়ে রাল্‌ফ বললেন—"দেখ যদি এই চাকরিটা পাও। পেলে বরাত খুলে গেল।"

"কিন্তু ও তো এম-এ পাস নয়—" আপত্তি করেন নিকল্‌বি-গিন্নী।

"সে জন্যে যাতে না আটকায়, তা আমি করতে পারব হয়ত।" আশ্বাস দেন রাল্‌ফ।

"কিন্তু মাইনে মোটে পাঁচ পাউণ্ড এক বছরে? আর অতদূরে?" কেট জোর গলায় আপত্তি করে।

রাল্‌ফ মোটে কানেই তোলেন না সে আপত্তি—"আমি বলছি, এই চাকরিটা যদি ও পায়, তা হলে ওর বরাত খুলে যাবে। আজ মাইনে কম আছে, তা ঠিক। একদিন তো বাড়তেও পারে! একদিন তো মালিকের অংশীদারও হতে পারে ও! আর মালিকটা ধরো যদি দৈবাৎ মরেই যায়, তাহলে গোটা স্কুলটাই তো ওর হয়ে যেতে পারে! এখন পাঁচ পাউণ্ড দেখে ঘাবড়ানোটা একদম বোকামি হবে।"

নিকল্‌বি-গিন্নী ছেলেকে বলেন—"তুই যে বলছিস না কিছু?"

নিকোলাস মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে ছিল, মায়ের কথা শুনে মুখ তুলল, সম্বোধন করল জেঠাকেই—"ধরুন আমি যদি ওই কাজটা নিয়ে ইয়র্কশায়ারে চলেই যাই, আমার মায়ের আর বোনের কী হবে?"

রাল্‌ফ ভরসা দেন—"তুমি চলে গেলে ওদের ব্যবস্থা আমি করব। কেটকে এমন কিছু কাজ জুটিয়ে দেব যাতে দু'জনের কোনরকমে চলে যাবে এখন। কিন্তু তুমি যদি একাজ না নাও, তা হলে তোমার জন্যে বা তোমার মা-বোনের জন্যে আমার আর করবার কিছু থাকবে না, তা আমি সাফ বলে দিচ্ছি।"

আশা কুহকিনী। বছরে পাঁচ পাউণ্ডের চাকরির আশা পেয়েই নিকোলাস সোনার স্বপন দেখতে লাগল। কত রকমে কত উন্নতি হতে পারে ওখানে গেলে। হয়ত ডাথবয়েজ হলে কোন জমিদারের ছেলে পড়ছে। হয়ত তারই প্রাইভেট টিউটর হয়ে নিকোলাস তার বাড়িতে

চলে গেল। হয়ত সে সাবালক হয়ে নিকোলাসকেই করল তার ম্যানেজার। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেল, মা-বোনকে নিয়ে আবার সে সুখের সংসার পাতল নতুন জায়গায়—

সব আপত্তি সব সন্দেহ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিকোলাস জেঠার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। তক্ষুনি রওনা হয়ে পড়ল স্যারাসেন-হেড হোটেলে স্কুইয়ার্সের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

ওর চাকরির চেষ্টা করবার জন্যে রাল্‌ফ নিজেই চললেন ওর সঙ্গে। কেট আর তার মা ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলেন রাল্‌ফের উপরে। না না, লোকটা মন্দ নয়। কথাবার্তা কাঠখোট্টার মত হলেও মনটা খাঁটী, আপনার জনের উপর দরদ আছে বিলক্ষণ।

*

*   *

স্নো-হিল আসলে কোন বরফে ঢাকা পাহাড় নয়। লণ্ডন শহরের মাঝখানেই একটা ঘিঞ্জি পাড়া। ওর এক পাশে নিউগেটের জেল, তার সামনে বারোমাস ফাঁসিকাঠ খাড়াই আছে।

হোটেলটার সামনে সাইনবোর্ড রয়েছে। তাতে আঁকা একটা হিংস্র দাড়িওয়ালা আরবের মাথা। তাই থেকে 'স্যারাসেন-হেড' নাম হয়েছে হোটেলের।

এই হোটেলের সমুখ থেকেই ইয়র্কশায়ার যাওয়ার ডাকগাড়ি ছাড়ে। ঘোড়ার গাড়িতে ডাক যায়, যাত্রীও যায়। আড়াই শো মাইল রাস্তা, তার মাঝে মাঝে ঘোড়া বদল না করলে চলে না। কখনও কখনও কোচোয়ান সহিসও বদল হয়। রাস্তায় বন্দোবস্ত আছে ঘোড়া ও চালক বদলাবার।

স্যারাসেন-হেড থেকে এই ডাকগাড়ি ছাড়ে বলেই হোটেলটাতে এত ভিড়। ইয়র্কশায়ারের মানুষ লণ্ডনে এসে এই হোটেলেই থাকে। স্কুইয়ার্সও আছে। ডাকগাড়ির টিকেট ঘর যেটা, তারই পাশের ঘরে সে আড্ডা নিয়েছে। এইখানেই সে মক্কেলদের দেখা দেয় রোজ একটা থেকে চারটা পর্যন্ত। এইখানেই অভিভাবকেরা এসে ছেলে গছিয়ে যায় তার কাছে। গুনে দিয়ে যায় টাকা। কেউ নগদ কুড়ি গিনিই এক সাথে দিয়ে পাপ মিটিয়ে যায়, কেউ আবার কিস্তিবন্দিও করে।

দেখে খুশী হওয়ার মত চেহারা ওয়ার্কফোর্ড স্কুইয়ার্সের নয়! চোখ মোটে একটাই তার, সেটার রং আবার সবুজ। মুখের যেদিকে চোখ নেই, সেদিকটা এমন কোঁচকানো আর তোবড়ানো যে দেখলে গা ঘিনঘিন করে। বিশেষ করে লোকটা হাসে যখন! সে সময়ে যে-কেউ তাকে দেখবে নিঃসন্দেহে স্কুইয়ার্সকে একটা ধাড়ী বদমাশ বলে

ঠাওরাবে। লোকটার বয়স বায়ান্ন-তিপান্নর মত। গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা, ঢং-ঢাং অসভ্যের মত। আকারে বেঁটে, কালো পোশাকের উপরে সাদা গলাবন্ধ, কোটের হাতা বেমানান লম্বা, পেন্টালুনের পা বেমানান খাটো, তার উপরে মানুষটার চালে-চলনে সর্বদাই একটা অসোয়াস্তির ভাব, যেন ভদ্রগোছের জামা-কাপড় পরতে সে আদপেই অভ্যস্ত নয়।

স্কুইয়ার্স দাঁড়িয়ে আছে আগুনের ধারে। আর ঘরের ওদিক্‌কার কোণে একটা ছোট্ট কাঠের বাক্সের উপরে ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে বসে আছে অতি ছোট্ট একটা ছেলে; মুখে তার এমন একটা ভয় ভয় ভাব, যেন মাস্টারটা তাকে এক্ষুনি গিলে ফেলে দেবে বলে তার ধারণা।

"সাড়ে তিনটে বেজে গেল" বিড়বিড় করে ওঠে স্কুইয়ার্স—"আজ আর কেউ এল না তা হ'লে।"

জিনিসটা এতই বিরক্তির যে মেজাজ খিঁচড়ে গেল মাস্টারের। তিরিক্ষে মেজাজ নিয়ে কোণের বাচ্চাটার দিকে তাকাল সে—দেখে নিল ও এমন কিছু করছে কিনা, যার দরুন ওকে কষে ছু'ঘা মারা যায়। কিন্তু কী মুশকিল, ছেলেটা করছে না একদম কিছুই। অগত্যা মারা আর চলল না। শুধু কানটা জোরসে মলে দিয়ে স্কুইয়ার্স এক ধমক দিল—"খবরদার, আর অমন করবি না বলছি—।"

আবার বিড়বিড় শুরু করে স্কুইয়ার্স—গরমের সময় দশটা ছেলে নিয়ে গিয়েছিলাম। দশ কুড়িং দু'শো গিনি! কাল সকালে আটটাতে চলে যাচ্ছি এ যাত্রা। পেয়েছি মোটে তিনটে ছেলে। তিন শূন্যয় শূন্য, আর তিন দু'গুণে ছয়! ছয়এর পিঠে শূন্য, হল ষাট। ছেলেগুলো গেল কোন্ চুলোয়? বাপ-মাগুলো ভাবল কী? মানে কী এ সবের?"

বাচ্চা ছেলেটা হঠাৎ দারুণ জোরে হেঁচে ফেলল।

চট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাস্টার হেঁকে উঠল—"ও কীরে? ওটা কী হল?"

ছেলেটা বলল—"আজ্ঞে না, কিছু না।"

"কিছু না?" ভয়ানক যেন অবাক্ হয়ে যায় মাস্টার।

"আজ্ঞে সার, আমার হাঁচি পেল কিনা, তাই!" ছেলেটা এমন কাঁপছে যে বাক্সটা নড়ছে ঠকঠক করে!

"ওঃ হাঁচি। তবে যে বললি কিছু না?"

এর আর উত্তর যোগায় না ছেলেটার মুখে, চোখের জল রুখবার জন্যে দু'হাত মুঠো করে দু'চোখে ঢুকিয়ে দেয়। স্কুইয়ার্স এগিয়ে গিয়ে তার ডান গালে এমন এক চড় মারে যে সে গড়িয়ে পড়ে যায় বাক্সের নীচে। তারপরে স্কুইয়ার্স তার বাঁ গালে আর এক চড় মারে এমন জোরে যে সে টলতে টলতে আবার উঠে পড়ে বাক্সর মাথায়।

"এখন এই পর্যন্ত থাক" বলে স্কুইয়ার্স—"বাকীটা তোলা রইল। ইয়র্কশায়ারে পৌঁছে তারপর ঝাড়ব তোর মাথায়। থামবি তুই?"

"আ-আ-আজ্ঞে-এ-এ" জবাব আসে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে।

হোটেলের বেয়ারা এসে খবর দিল একটি ভদ্রলোক দেখা করতে চান মিস্টার স্কুইয়ার্সের সঙ্গে।

"নিয়ে এস রিচার্ড, নিয়ে এস" বলে ওঠে স্কুইয়ার্স। তারপর বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলে—"তুই কান্না থামাবি কিনা? ওদের সামনে ফের যদি—খুন করে ফেলব একেবারে খুন!"

চোখটা তেরছা করে একবার ও পাশটা দেখে নেয়, ভদ্রলোকটি আসছে কিনা। হ্যাঁ আসছে।

যেন তাকে দেখেনি, যেন তার আসবার কথা কানেই যায়নি—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে স্কুইয়ার্স বক্তৃতা শুরু করে সমুখের বাচ্চাটাকে সম্বোধন করে—

"আহা, বাছারে! বড্ডো মন কেমন করছে, নয়? হয়, এমন হয়। এই কচি বয়েস, আপনার জনদের ছেড়ে দূরে চলে যেতে হলে কষ্ট না হয় কার? কিন্তু ভেবে দেখ বাবা, সত্যি সত্যি কাঁদবার মত ব্যাপার কিছুই নয় এটা। এক বাড়ি ছেড়ে আর এক বাড়িতে যাচ্ছিস, এই মাত্র। বাপ-মা ফেলে যাচ্ছিস এখানে, কিন্তু সেখানেও নতুন বাবা-মা পাবি! আমি হব তোর বাবা, মিসেস স্কুইয়ার্স হবেন তোর মা। আর বাড়ি? সেখানকার বাড়ির সঙ্গে কি এই ঘিঞ্জি শহুরে বাড়ির কোন তুলনা হয়?

চল্‌ না, দেখবি—কী সুন্দর জায়গা, গ্রেটা ব্রিজের কাছে ডাথবয়েজ গ্রামে ডাথবয়েজ বিদ্যালয়—যেখানে ছেলেদের আবাসিক বন্দোবস্ত অতি সুন্দর, যেখানে তারা খেতে পায়, কাপড়-চোপড় পায়, বই খাতা পায়, পকেট খরচা পায়—"

বিজ্ঞাপনের বয়ান স্কুইয়ার্সের মুখে শুনেই আগন্তুক চিনে ফেলল তাকে—"আপনিই তো মিস্টার স্কুইয়ার্স, কি বলেন ?"

স্কুইয়ার্স ওর দিকে ফিরল, যেন খুবই আশ্চর্য হয়ে—"হ্যাঁ, মশাই !"

"আপনিই তো টাইম্‌স কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন ?"

"শুধু টাইম্‌স নয়, মর্নিং পোস্ট, ক্রনিক্‌ল, হেরাল্ড, অনেক কাগজে। ডাথবয়েজ হলের বিজ্ঞাপন—ইয়র্কশায়ারের গ্রেটা ব্রিজের নিকটে—হ্যাঁ, আমার কাছে দরকার আছে আপনার, কি বলেন ? আপনার সঙ্গের ঐ সুন্দর ছেলে দুটিকে দেখে মনে হচ্ছে সেইরকম। কেমন আছ, বাবারা ? আপনিই বা কেমন আছেন, মশাই ?" এই বলেই স্কুইয়ার্স ছেলে দুটোর হাড্ডিসার মাথায় আদরের চাপড় মারতে লাগল।

"তেল আর রঙের ব্যবসা আমার" বলে আগন্তুক—"নাম আমার স্নলি। এই ছেলে দুটিকে আপনার স্কুলে পাঠাতে চাই।"

"নিজের মুখে আর কি বলব মশাই ! তবে এইটুকু শুনে রাখুন, এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত আপনি আর কিছুই করতে পারতেন না।"

"বছরে কুড়ি পাউণ্ড ?"

"পাউণ্ড নয়, গিনি" একটু মিষ্টি হাসি স্কুইয়ার্সের মুখে।

"একসঙ্গে দু'জন যখন, গিনির বদলে পাউণ্ডই হোক না।"

"কী করে হয়, বলুন।"

"ওরা বেশী খাবে না।"

"খাওয়ার কথা ছেড়ে দিন। ইয়র্কশায়ারে আমরা ছাত্রদের খাওয়ার কথা মোটেই চিন্তা করিনে। এত ভাল ভাল জিনিস—যাকগে, আপনার কথাতেই আমি রাজী। কিন্তু একটা সার্টিফিকেট আমায় লিখে দিন আপনি—লিখবেন যে এমন সুশিক্ষক, এমন স্নেহশীল, এমন কর্তব্যনিষ্ঠ, এমন ধার্মিক—"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, এখুনি দিচ্ছি—!" বলে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে স্মলি প্রশংসা-পত্র লিখতে লাগল।

হঠাৎ স্কুইয়ার্স চোখা নজরে তাকাল স্মলির দিকে—"ছেলে ছুটো আপনার ?"

"ঠিক আমার নয়। মানে আমার স্ত্রীর আগের পক্ষের ছেলে ওরা।"

"ঐরকমই একটা কিছু হবে, তা আমি আগেই ভেবেছিলাম। ঐ যে ছেলেটি দেখছেন ঐ কোণে—টণ্টন থেকে আসছে, বেলিং ওর নাম। ওর বাপ—মানে ওর বাপের পরিচয়—"

একটা ইশারা করে স্কুইয়ার্স। স্মলি হেসে বলে—"তাই নাকি ?"

"এই রকম কিছু না হলে কেউ কি অতদূরে ছেলে পাঠায় লেখাপড়া শিখবার জন্যে ?"

"আপনার ওখানে এই যে পাঠাচ্ছি আমার ছেলেদের—"

"ছয়টা প্যাণ্ট, ছয়টা শার্ট, দু'জোড়া জুতো—একখানা ক্ষুর—"

"ক্ষুর ? ক্ষুর কী হবে ?"

"কামাবে। কামাবার বয়স হবে তো একদিন !"

"ততদিন রাখবেন ওদের ?" স্মলি একসঙ্গে অবাক্ ও উৎফুল্ল।

"নিয়মিত টাকা পেলেই রাখব।"

"বাড়ি আসতে দেবেন নাকি ঘন ঘন ?"

"এই যে চলল, আর আসবে না। ছুটি নেই আমার স্কুলে। চিঠি লেখার রেওয়াজ পর্যন্ত নেই। টাকাটা শুধু ঠিক সময়ে পাঠাবেন, আপনার স্ত্রী যাতে আগের পক্ষের ছেলেদের কথা ক্রমে ভুলে যেতে পারেন, তা করব আমি।"

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—"মিস্টার স্কুইয়ার্স ?"

স্কুইয়ার্স উত্তর দেবার আগেই রাল্‌ফ নিকল্‌বি ঘরে ঢুকলেন ভাইপো নিকোলাসকে নিয়ে।

"মিস্টার স্কুইয়ার্স ?"

আগুনের ধারে চেয়ারখানা আবার দখল করে স্কুইয়ার্স জবাব দেয়—"এই যে !"

"একটু কাজ ছিল" বলেন রাল্‌ফ—"আজই সকালে আপনি একজন শিক্ষকের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন? সেই চাকরিটার জন্যে এসেছে আমার ভাইপো, নিকোলাস নিকল্‌বি।"

"কেমন আছেন?" স্কুইয়ার্স জিজ্ঞাসা করে নিকোলাসকে। নিকোলাস করে নমস্কার। মুখ দিয়ে নিকোলাসের কথা সরে না, ডাথবয়েজ হলের মালিকের চেহারা দেখেই তার আক্কেল গুড়ুম।

রাল্‌ফ জিজ্ঞাসা করেন—"আমায় কি চিনতে পারছেন না?"

"পারছি বোধ হয়" জবাব দেয় স্কুইয়ার্স—"কয়েক বছর পর্যন্ত আপনি কিছু কিছু অর্থসাহায্য করেছিলেন আমাকে—ঠিক কী কারণে মনে পড়ছে না কিন্তু···হ্যাঁ, ঠিক ঠিক! ডর্কার নামে একটা ছেলের জন্যে—তা ছেলেটা—"

"দুর্ভাগ্যক্রমে মারা যায় আপনার ওখানেই।" বলেন রাল্‌ফ।

"হ্যাঁ, মারাই যায় বটে! কী যত্ন যে করা হয়েছিল ছেলেটিকে, তার জন্যে কত যে খরচ হয়েছিল ওষুধে আর পথ্যে, আর কত যে তার জন্যে কেঁদেছিল আমার স্ত্রী কী আর বলব মশাই। কিছু গলা দিয়ে নামছে না ছেলেটার, কী করা যাবে?—গরম চা, গরম টোস্ট যত খরচাই হোক—খাওয়াও টোস্ট আর চা দু'বেলা মশাই। শুতে কষ্ট হচ্ছে ছেলেটার—সবচেয়ে মোটা ডিক্সনারীখানা এনে দেওয়া হল ওর মাথার তলায়। এমন যত্ন ইয়র্কশায়ারের গ্রেটা ব্রিজের কাছে ডাথবয়েজ গাঁয়ের ডাথবয়েজ বিদ্যালয় ছাড়া—।" হঠাৎ বাচ্চা তিনটির দিকে আঙুল দেখিয়ে স্কুইয়ার্স বলে—"এই তিনটি ছেলে আমার স্কুলে পড়তে যাচ্ছে।" স্নলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—"এঁর একারই এই দুটি ছেলে। কী প্রশংসা যে ইনি করেছেন আমার স্কুলের—এই দেখুন ওঁর সার্টিফিকেট।"

"সার্টিফিকেট দেখাতে হবে না, ও স্কুলের সব কথাই আমি জানি। অমন স্কুল আর হয় না।" বলেন রাল্‌ফ—"কিন্তু আমি যে কথার জন্যে এসেছি, সেটা হয়ে যাক। চাকরিটার জন্যে প্রার্থী আমার এই ভাইপো।

স্কুলের পড়া সবে শেষ করে বেরিয়েছে, ভুলে যাওয়ার সময় পায়নি এখনও।"

"এম-এ নয় বুঝি? তাহলে তো একটু অসুবিধে···!"—বলে স্কুইয়ার্স।

"এম-এ দিয়ে কী হবে? একে দিয়ে কাজ পাবেন কত, সেটা ভেবে দেখুন। এর ত্রিসংসারে আর কেউ নেই, আপনার চাকরিতে ঢুকে মন দিয়ে কাজ করলে তবেই ভবিষ্যতে উন্নতির একটা রাস্তা এর হতে পারে তা কি এ বুঝবে না?"

"তা হয়ত বুঝবে।" স্বীকার করে স্কুইয়ার্স।

"আসুন এদিকে, কানে কানে একটা কথা বলি।" এই বলে রাল্‌ফ স্কুইয়ার্সের কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে গেলেন অনেকটা দূরে। কানে কানে কথা শেষ হতে বেশী সময় লাগল না। আর সেটা শেষ হওয়ামাত্র স্কুইয়ার্স নিকোলাসকে জানাল—"চাকরি হল হে তোমার। আজ থেকেই। তোমার জেঠার সুপারিশ ফেলতে পারা গেল না।"

কৃতজ্ঞতায় নিকোলাস ফেটে পড়ে আর কি!

"কাল সকালে আটটায় আমরা বেরুচ্ছি। তুমি কিছু আগেই আসবে। ছেলেদের নিয়ে যাওয়া, হাঙ্গামা আছে তো খানিকটা!" এই বলে নিকোলাসকে বিদায় দেয় স্কুইয়ার্স।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে রাল্‌ফ বলেন—"আমার একটা কাজ কর দেখি বাপু! আমার বাড়িতে একবার যাও। সেখানে নিউম্যান নগ্‌সকে দেখতে পাবে, আমার কেরানী। তাকে এই কাগজগুলো দেবে। কোন উত্তর চাই না। পারবে?"

"কেন পারব না?" বলে কাগজগুলো হাত পেতে নিল নিকোলাস।

"গোলডেন স্কোয়ার। খুঁজে খুঁজে সহজেই যেতে পারবে। আমার একটা জরুরী কাজ আছে অন্য দিকে। হ্যাঁ, তোমার ইয়র্কশায়ারে যাওয়ার গাড়িভাড়া আমি স্কুইয়ার্সকে দিয়ে এসেছি। তোমায় ভাবতে হবে না সে জন্যে।"

রাল্‌ফ অন্য দিকে চলে গেলেন, নিকোলাসও গোলডেন স্কোয়ারের দিকে পা বাড়াল। সে ভাবছে—জেঠামশাই তো লোক তাহলে খারাপ নন। আমার চাকরির জন্যে নিজের কাজ লোকসান করে ছুটোছুটি করছেন, আমার গাড়িভাড়ার টাকা নিজের পকেট থেকে দিচ্ছেন। এমন স্নেহশীল জেঠার সম্বন্ধে আগে একটা খারাপ ধারণা করেছিল বলে অনুতাপই হয় নিকোলাসের।

মনিব হাজির নেই, তারই সুযোগ নিয়ে নিউম্যান নগ্‌স আজ ঘনঘন পাশের মদের দোকানটাতে উঁকি দিচ্ছে। এবার উঁকি দিয়ে এসে সে সবে অফিসঘরের তালা খুলছে, এমন সময় নিকোলাস এসে ধরল তাকে।

"আপনিই কেরানী মিঃ নিকলবির? আমি তাঁর ভাইপো।"

ভাইপো? অবাক্‌ হয়ে গেল নিউম্যান নগ্‌স।

"জেঠামশায় এই কাগজের প্যাকেটটা পাঠিয়েছেন, রাখুন। আর তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এখানে।"

জেঠামশাই? দরজা খুলেই নিকোলাসের হাত ধরে টানতে টানতে ভিতরে ঢোকাল নিউম্যান। একেবারে নিয়ে বসিয়ে দিল তাকে একটা চেয়ারে। তারপর ঠিক তার সমুখে উঁচু টুলের উপর খাড়া হয়ে বসে চোখা দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। সে তাকাবারই বা কী বাহার! একটা চোখ অনড় হয়ে আছে, আর একটা চোখে খেলে যাচ্ছে পরের পর নানা রকমের ভাবের ঢেউ। কখনও সে চোখ কৌতুকে নেচে উঠছে, কখনও বিভীষিকায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কখনও বা তার উপরে চোখের পাতা উঠছে আর পড়ছে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে।

নিকোলাস ভেবে পায় না—এ লোকটা এরকম করছে কেন। আর কিছু কথা খুঁজে না পেয়ে সে বলল—"প্যাকেটের রসিদ তিনি চাননি।"

এর উত্তরে নিউম্যান ঝুঁকে পড়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল নিকোলাসকে, যেন সে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখছে। নিকোলাস বিরক্ত হয়ে আর একবার বলে উঠল—"রসিদ দিতে হবে না।"

নিউম্যান তবু তাকিয়ে আছে দেখে এবার নিকোলাস উঠে পড়ল, তার একান্তই ধারণা হয়েছে যে এ লোকটা একটা বদ্ধকালা। তার কোন কথাই এর কানে পৌঁছোচ্ছে না।

নিকোলাস উঠেই যায় দেখে, নিউম্যান যা কখনও করে না, তাই করে বসল। ওকে জিজ্ঞাসা করে বসল—"তোমার জেঠা তোমায় নিয়ে কী করতে চান, কিছু বলেছেন কি ?"

নিকোলাসের মনে তখন কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ছে, সে জেঠার প্রশংসা করবার একটা সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল। বেশ ফলাও করে, বর্ণনা করতে বসল যে জেঠার চেষ্টায় ইয়র্কশায়ারের গ্রেটা ব্রিজের কাছে 'ডাথবয়েজ বিদ্যালয়ে সে কী রকম চমৎকার একটা চাকরি পেয়েছে, সেখানে গেলে কীরকম তুদ্দুড় করে তার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা—এইসব।

শুনতে শুনতে নিউম্যান এক আশ্চর্য কাণ্ড শুরু করল। একটার পর একটা আঙুল মটকাতে লাগল পটাপট পটাপট। আর সে কী ভয়ানক রকমের অঙ্গভঙ্গী তার! কাঁধ নাচিয়ে, মাথা দুলিয়ে, চোখ পাকিয়ে (একটাই চোখ অবশ্য) একাকার একেবারে।

ফলে নিকোলাসের সন্দেহ রইল না যে লোকটা বদ্ধ পাগল, সে এক লাফে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। আর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর পর্যন্ত নিকোলাসের কানে ঢুকতে লাগল মেসিনগানের গুলির মত ক্রমাগত পটপটপটপটপট শব্দ হচ্ছে তার জেঠার আফিসে।

আঙুল মটকাচ্ছে নিউম্যান তখনও।

বাড়িতে পৌঁছে—চাকরির খবর দেওয়া, মা-বোনের আনন্দ, তারপর নিকোলাসের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে বসে সকলে মিলে চোখেব জল ফেলা, আসন্ন ছাড়াছাড়ির কথা চিন্তা করে সারারাত প্রায় না ঘুমানো, তারপর ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে কারও কাছে বিদায় না নিয়ে চোরের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া। বিদায় নিতে গিয়ে ভোরবেলা আর কাঁদাতে চায় না সে মা-বোনকে।

স্যারাসেন-হেড হোটেলে এসে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হল

নিকোলাসকে। ছেলেগুলোকে গাড়িতে তোলা, তাদের বাক্স বিছানা জায়গামত রাখা—কাজের শেষ নেই তার। তাকে পেয়ে স্কুইয়ার্স একেবারে হাত গুটিয়ে বসেছে।

নিকোলাসের মা এলেন কেটকে নিয়ে, ওকে বিদায় দেওয়ার জন্যে। তাদের সঙ্গে কথা কইছে নিকোলাস, এমন সময় পিছন থেকে তার কাঁধে কে যেন হাত দিল। ফিরে তাকিয়েই নিকোলাস অবাক্। এ সেই নিউম্যান নগ্‌স।

নিউম্যান তার হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে সুট করে পালিয়ে গেল। আর ঠিক তক্ষুনি গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল ঢংঢং করে। কাগজখানা পকেটে রেখে মা-বোনকে মাথা ঝাঁকিয়ে শেষ সম্ভাষণ জানাল নিকোলাস, তারপরই ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠল।

*

* *

আড়াইশো মাইল রাস্তা। কত লোক উঠল মাঝপথে, কত লোক নেমে গেল। শৌখিন বাবুলোক যারা, তারা রাত্রি হতেই হোটেলে ঢুকে পড়ল, পরদিন সকালের গাড়িতে আবার যাত্রা শুরু করবে। নিকোলাসের দলের ওরকম বাবুগিরি করার কথাই উঠতে পারে না, তারা গাড়িতে বসে বসেই ঝিমুতে লাগল, গায়ে মাথায় কম্বল চাপা দিয়ে। অসহ্য ঠাণ্ডা হাওয়া, বৃষ্টিও আছে মাঝে মাঝে। বরফও পড়ছে কখনও কখনও।

একসময়, কাদায় একটা চাকা বসে গেল, আর গাড়িটা উলটে পড়ল নরদমায়। অল্প বিস্তর চোট সকলেরই লাগল, হেঁটে যেতে হল এক মাইল দূরের চটিতে। সেখানে আগুনের ধারে বসে গল্পগুজব, যতক্ষণ না নতুন ঘোড়া আর নতুন গাড়ির যোগাড় হয়। ঘোড়া এর আগেও বার দুই বদল হয়েছে, গাড়ি বদল এই প্রথম। আগের গাড়িটা আর চলবে না, তার চাকা ভেঙেছে।

অবশেষে এক সময়ে আবার রওনা হল সবাই নতুন গাড়িতে। রাত কাটল। দিনের আলো ফুটতেই পকেট থেকে নিউম্যানের চিঠিটা বার করে পড়ে ফেলল নিকোলাস, আগের দিন ও চিঠির কথা তার মনেই ছিল না।

চিঠি ছোট্ট "লণ্ডনে এসে যদি কোনদিন মাথা গুঁজবার ঠাঁইয়ের দরকার হয়, আমার কাছে এসো।"

তারপরই একটা ঠিকানা।

নিকোলাস আবার অবাক্ হয়। শুধু অবাক্ নয়, মুগ্ধও। ঐ বিকট চেহারার ভিতর এতখানি হৃদয় আছে? কতটুকু পরিচয় ওর নিকোলাসের সঙ্গে? অবশ্য লোকটা যে পাগল, তার পরিচয় এই দুই লাইনের চিঠির

ভিতরও ফুটে উঠেছে। নিকোলাস যাচ্ছে ইয়র্কশায়ারে, লণ্ডনে সে কতকালের মধ্যে আসবে না, তার ঠিক কী! এক্ষেও তার মা রয়েছেন এখানে, জেঠাও কিছু লোক মন্দ নন, তাঁর অত বড় বাড়ি—

মনে মনে হাসল নিকোলাস পাগলা নিউম্যানের কাণ্ড দেখে, তবু ঠিকানাটা ফেলল না। থাকুক। ক্ষতি কী!

সন্ধ্যার পর গ্রেটা ব্রিজে এসে থামল ডাকগাড়ি, বাচ্চাদের নিয়ে নিকোলাস নামল। নামল স্কুইয়ার্সও।

ডাথবয়েজ থেকে একখানা একঘোড়ার খোলা গাড়ি এসেছে। স্কুইয়ার্স তাইতে চড়ে বসল নিকোলাসকে নিয়ে। ছেলেগুলো বসে রইল হোটেলে। গাড়ি আবার আসবে, এসে নিয়ে যাবে ওদের। বন্দোবস্তটা নিকোলাসের পছন্দ না হলেও আপত্তি করবার সাহস সে পেল না। স্কুইয়ার্স নিজের রাজ্যে এসে পড়ে দেমাকে যেন ফেটে পড়ছে। তর্ক তুলতে গেলেই হয়ত ঝগড়া হয়ে যাবে।

মাইল তিনেক রাস্তা, বেশী দেরি হবার কথা নয়। কিন্তু হাড্ডিসার ঘোড়া এমনি মিনমিন করে চলে,—নিকোলাস বিরক্ত হয়ে এক সময় জিজ্ঞাসা করে বসে—"ডাথবয়েজ হল আর কতদূর, স্যার!"

উত্তর দিতে গিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে স্কুইয়ার্স—"বেশী দূর নয়, কিন্তু এখানে আর ডাথবয়েজকে 'হল' বলার দরকার নেই।"

"দরকার নেই? কেন?" নিকোলাস অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"দরকার নেই, কারণ এখানে কেউ ওকে 'হল' বলে না। হল বললে কেউ বুঝবে না। আসলে ওটা তো হলই নয় কিনা! এলোমেলো ভাঙাচোরা ঘর কতকগুলো।"

এই নির্ভীক স্পষ্ট কথা শুনে নিকোলাস খুশী হবে না অবাক্ হবে, হঠাৎ বুঝেই উঠতে পারে না।

এদিকে ডাথবয়েজে এসে থেমে যায় গাড়ি।

রাত বেশী হয়নি, এরই মধ্যে সব অন্ধকার। আলোর খরচা বাঁচাবার চেষ্টা আর কি। অনেক ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কির পর দরজাটা খুলে গেল, স্কুইয়ার্স ভিতরে ঢুকল নিকোলাসকে নিয়ে।

গাড়ি আবার ফিরে চলল গ্রেটা ব্রিজে। ঘোড়াটা কতদিন পেট ভরে খায় না, কে জানে। সে যেন ধুঁকছে ক্রমাগত।

অন্ধকার ঘরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক টুকরো মোমবাতি আবিষ্কার করে আলো জ্বালল স্কুইয়ার্স। সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে এসে পড়ল তার স্ত্রী, মিসেস স্কুইয়ার্স।

স্বামীর মত বেঁটেখাটো মানুষ মোটেই নয় এই নারীটি। লম্বা চওড়া শক্ত সমর্থ। বাজখাঁই গলার হাঁকডাক শুনলে খোদ স্কুইয়ার্সেরও বুকটা দমে যায় এক এক সময়।

স্ত্রীর সঙ্গে নিকোলাসের পরিচয় করিয়ে দিল স্কুইয়ার্স।

মাস্টার? সহকারী শিক্ষক?—শুনেই যেন হতবাক্ হয়ে গেল স্কুইয়ার্স-গিন্নী। স্কুইয়ার্স নিজেই তো মাস্টার রয়েছে। আবার কী হবে মাস্টার দিয়ে?

আছে! দরকার আছে! দরকার হবে! ছোট ছেলেদের নিয়ে জাপটে বসে থাকলে স্কুইয়ার্সের মত কাজের লোকের চলে না।—নানা ভাবে, আকারে ইশারায় বোঝাতে চায় স্ত্রীকে, স্ত্রী কিন্তু প্রসন্ন হয় না।

"আগেও তো ছিল সহকারী" শেষ পর্যন্ত ওজর দেয় স্কুইয়ার্স।

"ছিল, বেগও দিয়েছিল অনেক।" স্ত্রী বলে—"আবার এক আপদ এনে হাজির করলে, দেখ এ আবার কী করে।"

বলা বাহুল্য স্বামি-স্ত্রী একটু ওদিকে সরে গিয়েই চাপা গলায় কথা কইছে। তবু দুই একটা শব্দ ছিটকে কানে আসছে বইকি নিকোলাসের! কি যে অবস্থা, ঠিক মাথায় আনতেই পারছে না সে।

এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই নতুন চাকরির উৎসাহ একেবারেই দমে গিয়েছে বেচারার। স্কুল? কোথায় ছেলেরা? একটা শব্দও শোনা যায় না কোনখানে। ভাঙা ঘর, তেলচিটে পর্দা, খোঁড়া আসবাব! এ সে কোথায় এল? এইখানে চাকরি করে সে বরাত ফেরাবে? হঠাৎ যেন সে আশাকে মস্ত একটা দুরাশা বলে মনে হয় নিকোলাসের।

স্কুইয়ার্স বলছে—"ক্ষিদে পেয়েছে গো। খাওয়ার যোগাড় কর।

নিকল্‌বি রাতটা আমাদের সঙ্গেই খাবে, কাল থেকে সাধারণের হেঁশেলে।"

গিন্নী একবার বাইরে গিয়ে কাউকে বোধ হয় খাবার আনবার হুকুম দিয়ে এল। তারপর, ফিরে এসে আলাপ শুরু করে দিল স্বামীর সঙ্গে।

স্কুইয়ার্সের প্রথম জিজ্ঞাসা—"গরুগুলো কেমন আছে?" তার পরের জিজ্ঞাসা—"শুয়োরগুলো ভাল আছে তো?" এবং সর্বশেষে—"ছেলেগুলোর খবর কী?"

অন্য সব খবরই ভাল, কিন্তু ছেলেদের নিয়ে অশান্তির অন্ত নেই। কারও আমাশা, কারও জ্বর। শুনে রেগেই আগুন স্কুইয়ার্স।

"এই ছেলে ব্যাটাদের মত এমন নিমকহারাম আর দেখিনি। এত করে যত্ন করছি, তবু ওদের অসুখ আর বন্ধ হয় না। দাঁড়াও, অসুখের অ্যায়সা ওষুধ দিচ্ছি এবারে, বাপ-বাপ করে সব অসুখ দৌড়ে পালাবে। কয়খানা চাবুক ছিঁড়ি ওদের পিঠে—দেখ না!"

অসুখের এই অভিনব ওষুধের কথা শুনে নতুন করে আর একদফা অবাক্ হতে যাচ্ছিল নিকোলাস, কিন্তু তার আর সময় পেল না। ঘরে এসে ঢুকল একটি আজগবি চেহারা।

লম্বায় খুব কম নয় ছেলেটি. কিন্তু গায়ে তার মাংসের লেশও নেই। ঠিক যেন চামড়া দিয়ে ঢাকা পাঁকাটি। এক পা আবার খোঁড়া। চোয়ালের হাড় বার করা, চক্ষু কোটরে ঢোকানো। বয়স ওর উনিশকুড়ির কম মনে হয় না, কিন্তু গলার কাছে একটা জামার ফ্রিল দেখা যাচ্ছে, যা শিশুদের গলায় ছাড়া দেখা যায় না। হয়ত তার শৈশবের জামাটাই এখনও সে গায়ে দিচ্ছে। উপরে একটা ছেঁড়া-খোঁড়া কোটের মত জিনিসও আছে বটে। কিন্তু তার গায়ের আন্দাজে সেটাও অনেক ছোট, হাতের দিকেও, ঝুলের দিকেও। কেবল বুকে ছোট হতে পায়নি, শিশুর মতই বুকটা তার সরু বলে।

প্যাণ্টও ঝুলে ছোট, মোজার বালাই নেই, জুতোর মাথা ছিঁড়ে পায়ের ডগা বেরিয়ে আছে।

এই মূর্তি ঘরে ঢুকল কয়েক ডিশ খাবার নিয়ে। লম্বা ডেস্কের উপরে

সেগুলো সাজিয়ে রাখতে গিয়ে দেখতে পেল স্কুইয়ার্স পকেট থেকে এক তাড়া চিঠি বার করে ঐ ডেস্কের উপরেই রাখছে। সে যেন বড়ই ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে রইল চিঠিগুলোর দিকে।

"কী দেখছিস স্মাইক ?" ধমকে উঠল স্কুইয়ার্স।

স্মাইক কাঁচুমাচু হয়ে বলে—"ওর ভিতরে আমার কি কোন চিঠি—মানে কেউ কি আমার খোঁজ-খবর—মানে কিছুই কি জানতে পারেননি এবারও ?"

"যা যা যা, তোর আবার চিঠি, তোর আবার খোঁজ-খবর। ও সব ভুলে যা।" আর এক ধমক দিয়ে খেতে শুরু করে স্কুইয়ার্স।

চোখে জল এসে গিয়েছিল স্মাইকের, কোটের হাতা দিয়ে সেটা মুছতে মুছতে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

"স্মাইকটা এমন নিমকহারাম, বিনাপয়সায় খাচ্ছে-পরছে পড়াশুনা করছে, তবু কান্নার বিরাম নেই।" গজরাতে থাকে স্কুইয়ার্স।

"বিনা পয়সায় ?" অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে নিকোলাস।

"আরে বল কেন।" বড় এক টুকরো মাংস গালের ভিতর পুরে চিবোনোর ফাঁকে ফাঁকে গল্প শোনায় স্কুইয়ার্স—"ওর বয়স যখন সাত, তখন একটা লোক ওকে এইখানে রেখে যায়। কয়েক বছর টাকা নিয়মমতই দিয়েছিল, তারপর একেবারে বেপাত্তা। আর কোন খোঁজই নিলে না। আমি খোঁজ নিয়েছি অবশ্য, কিন্তু পাইনি লোকটাকে। যে ঠিকানা সে দিয়েছিল, সেটা ভুয়ো। আর কী, শ্রীমান স্মাইক ঘাড়ে পড়ে গেল আমার। সেই থেকে ওকে খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, পকেট খরচা দিচ্ছি, পড়াচ্ছি বানান, গণিত, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি—"

"এতদিন ধরে পড়ছে ?" নিজের মনেই যেন মন্তব্য করে নিকোলাস।

"মাথায় কিছু নেই, একদম নিরেট !" বড় আর একটুকরো মাংস মুখে পুরে দেয় স্কুইয়ার্স।

খাবার জিনিসের অভাব ছিল না, কিন্তু স্কুইয়ার্স-গিন্নী সবই ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে স্বামীর দিকে, নিকোলাসের দিকে বিশেষ কিছুই না।

শুকনো দুই টুকরো রুটি চিবিয়ে যখন সে খাওয়া শেষ করল, তখন আধ গেলাস মদ তাকে ঢেলে দিয়ে গোটা বোতলটাই স্কুইয়ার্স দখল করে বসল।

এদের কোন আচরণেই আর অবাক্ হবার কিছু নেই, তা এতক্ষণে বেশ বুঝে ফেলেছে নিকোলাস।

"আজ তুমি এই ঘরেই শুয়ে থাকো। কাল ছেলেদের মহলে দেখেশুনে একটা জায়গা তোমাকে করে দেব।" এই বলে স্কুইয়ার্স-গিন্নী একটা নোংরা তোশক এনে বিছিয়ে দিল মেঝেতে। তার পরে স্বামি-স্ত্রী চলে গেল নিজেদের জায়গায়। তারা ভিতর দিকে আলাদা একটা বাড়িতে থাকে দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে।

নোংরা বিছানা, দারুণ ঠাণ্ডা, ঘুম আর আসে না। বাইরেও ঠাণ্ডা, ভিতরেও ঠাণ্ডা। বুকের মাঝে আশার উত্তাপ একটুও বুঝি নেই। এ সে কোথায় এল ? মানুষের সমাজ কি এটা ? না, কোনও রাক্ষসের দেশ ?

ঘুম আসে না আসে না করেও শেষ রাত্রের দিকে একটু সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জেগে উঠল স্কুইয়ার্সের ডাকাডাকিতে--"ওঠো হে—ওঠো! সাতটা বাজে, স্কুলের কাজ সাতটায় শুরু। ছেলেরা ভিড় করবার আগে মুখটুখ ধুয়ে এস পাতকো থেকে।" তারপরই প্রস্থান স্কুইয়ার্সের।

কিন্তু পাতকোর ধারে আবার নিকোলাসের সঙ্গে তার দেখা—"হবে না হে, হবে না।"

"কী হবে না ?" নিকোলাস আশ্চর্য হয়ে জানতে চায়।

"মুখটুখ ধোয়া হবে না। পাতকোর জল জমে বরফ হয়ে গেছে রাত্রে। ঐ বরফ কেটে তুলে জল বার করা—যথেষ্ট সময় নেবে। তার চাইতে তোয়ালে দিয়ে মুখটা রগড়ে নাও ভাল করে।"

চমৎকার!—নিকোলাস নিঃশব্দে অফিসঘরে ফিরে এল। যেখানে সে রাত্রিবাস করেছিল, অফিসঘর ঐটাই।

শুধু নিকোলাস নয়, স্কুইয়ার্সও এল সেখানে, তারপর এল

স্মাইককে পিছনে নিয়ে স্কুইয়ার্স-গিন্নী। স্মাইকের কাঁধে একটা মস্তবড় গামলা।

গামলাটা যখন সে নামিয়ে দিল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় নিকোলাসের। গামলাটা ঝোলাগুড়ে ভরতি।

সাত-সকালে এত ঝোলা গুড়ের আমদানি কেন, তা কোনমতেই বুঝে উঠতে পারে না নিকোলাস। তার মনের কথা বুঝে নিয়ে স্কুইয়ার্স ভ্রূ কুঁচকে বলে ওঠে—"ছেলেদের স্বাস্থ্য যাতে ঠিক থাকে, এইজন্যে মাঝে মাঝে ওদের রক্ত পরিষ্কার করাই গন্ধক দিয়ে। এই গুড়ে-গন্ধকে মিশিয়ে এমন চমৎকার পানীয়টি তৈরী হয়—"

স্কুইয়ার্স-গিন্নী গুড়ের ভিতর গন্ধকগুঁড়ো মেশাচ্ছিল, সে স্বামীর কথা শুনে মাথা তুলে তাকাল। তারপর নিকোলাসের চোখের উপর ড্যাবডেবে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঝাঁজিয়ে বলে উঠল—"রক্ত পরিষ্কার না কচু! আসলে গন্ধক খাওয়ালে খিদে মরে যায়। একদিন এক কাপ খাইয়ে দাও, এক হপ্তার খানা বাঁচল। তাই হপ্তায় একদিন এই রক্ত পরিষ্কারের ব্যবস্থা এখানে। তুমি একজন মাস্টার, আমাদেরই দলের লোক, আসল কথা তোমার জানা দরকার। কী টাকা দেয় ছোঁড়ারা যে গণ্ডেপিণ্ডে খাবে?"

এ কথার কোন উত্তর হয় না, নিকোলাসের কাছে উত্তর কেউ আশাও করেনি। উত্তর দেবার চেষ্টাও করে না নিকোলাস।

স্মাইকের ঘাড়ে গুড়-গন্ধক চাপিয়ে সবাই এবার চলল স্কুলঘরে।

একটা লম্বা নীচু ঘর, স্যাঁতসেঁতে মেঝে, জানালা-ফানালার বালাই বড় নেই, এককালে কারও আস্তাবল ছিল হয়ত। সেইটে হল ডাথবয়েজ হলের স্কুলঘর। দু'খানা তেঠ্যাঙ্গা ডেস্ক আছে সেখানে, আর এবড়োখেবড়ো বেঞ্চি কয়েকখানা।

সেই সব বেঞ্চিতে বসে আছে গুটি চল্লিশ ছেলে। ছয় থেকে ষোল —সব বয়সের ছেলেই আছে তাদের ভিতর। কিন্তু তফাত যা কিছু, তা ঐ বয়সের দিক্ দিয়েই। অন্য সব দিকে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আশ্চর্য মিল। একই হাড্ডিসার পাঁকাটিপানা চেহারা, একই কোটরে

ঢোকানো চোখ, হাড় বার করা চোয়াল, একই ছেঁড়া জামা, মাপে খাটো পেণ্টুলুন, একই সেলাইশূন্য জুতো। আর প্রত্যেকটা ছেলের মুখে একই ভয় ভয় ভাব, নৈরাশ্যের ছাপ, কশাইয়ের ছোরার নীচে ছাগলের মুখে যে বিভীষিকা দানা বেঁধে ওঠে, সেই নিথর বিভীষিকা।

হাজিরা বই থেকে একটা একটা নাম ডাকে স্কুইয়ার্স, আর একটা একটা ছেলে এগিয়ে আসে, যেমন করে ফাঁসির আসামী এগিয়ে যায় ফাঁসিকাঠের দিকে। কাছে আসতেই স্কুইয়ার্স-গিন্নী বাঁ হাতে তার কপালটা চেপে ধরে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দেয়, আর ডান হাতে একটা বড় কাঠের হাতা করে পুরো এক হাতা ঝোলা গুড় ঢেলে দেয় তার মুখে। গন্ধকের গন্ধে মুখ বিকৃত করে ছেলেটা, গা গুলিয়ে ওঠে তার, হয়ত দুই একবার ওয়াকওয়াকও করে, কিন্তু স্কুইয়ার্স সম্মুখে থাকতে বমি করবার সাহসও নেই তার।

প্রাতরাশ এইভাবে শেষ হল সেদিনের মত। তারপর শুরু হল পড়ানো। স্কুইয়ার্স-গিন্নী গেরস্তালির কাজে গেল, স্মাইক গুড়ের গামলা হেঁশেল বাড়িতে রেখে এসে বসে পড়ল স্কুলঘরের এক কোণে।

স্কুইয়ার্স হাঁকে—"প্রথম শ্রেণী—!"

ফসল-ক্ষেতে পাখি তাড়াবার জন্যে যে জামা-পরা বাখারির কাগতাড়ুয়া খাড়া করা থাকে, ঠিক তারই মত চেহারার গুটি ছয় ছেলে এসে স্কুইয়ার্সের সম্মুখে দাঁড়াল। তাদেরই মধ্যে একজন একখানা বই রাখল স্কুইয়ার্সের ডেস্কের ওপরে। বইখানা যেমন ছেঁড়া, তেমনি নোংরা।

"ফার্স্টো বয় কই?" খেঁকিয়ে ওঠে স্কুইয়ার্স।

একজন চিঁচিঁ করে বলে—"সে আপনার শোবার ঘরের জানালা পরিষ্কার করছে।"

স্কুইয়ার্সের মনে পড়ে যায়। নিকোলাস পাশেই দাঁড়িয়ে আছে—তাকে লক্ষ্য করে বলে—"আমার এখানে শুধু কেতাবী শিক্ষা নয়, হাতে-কলমে দেখিয়ে দিই কিসের মানে কী। এই যে বইয়ে রয়েছে, 'ক্লীন দি উইণ্ডার'। মানে হল—জানালা সাফ কর। ব্যস! মানেটা মুখস্থ হল

তো অমনি তাকে গিয়ে দেখতে হবে যে জানালা কাকে বলে, আর তা সাফ করতে হয় কেমন করে। আচ্ছা বেশ, সেকেণ্ডো বয় কই?"

চিঁচিঁ গলায় আবার একজন জবাব দিল—"সে বাগানে আগাছা তুলছে।"

"ও, হ্যাঁ। বুঝলে নিকল্‌বি, এই যে বটিনি শব্দটা—বি-ও-টি-টি-আই-এন-ই-ওয়াই-বটিনি মানে তো গাছপালার বিদ্যে।"

নিকোলাস মনে মনে বলে—ও হোঃ, বোটানির কথা বলছ তুমি, বটে?

স্কুইয়ার্স বলেই চলেছে ওদিকে—"গাছপালার বিদ্যে বলতে সত্যি-সত্যি কী বোঝায়, তাই শেখবার জন্যে আমার সেকেণ্ড বয়কে বাগানে পাঠানো হয়েছে। কোন্ গাছটা কী, চিনে চিনে দরকারীটা রেখে দেবে, অদরকারীটা উপড়ে ফেলবে—এই হল আসল বটিনি শিক্ষা। এই হল আমাদের পড়াবার নিয়ম। কীরকম মনে হয়—এ নিয়মটা, অ্যাঁ নিকল্‌বি?"

নিকোলাস উত্তর দেয়—"নিয়মটা কাজ দেয় খুব।"

"থার্ডো বয়!" মুখ ফিরিয়ে হাঁকে স্কুইয়ার্স।

"আ-জ্ঞে-এ—"

"হর্স কাকে বলে?"

"একরকম পশু স্যার।"

"ঠিক। ঠিক বলেছিস। এখন চট করে যা, আমার ঘোড়াটাকে ভাল করে দেখে বুঝবার চেষ্টা কর যে হর্স ঠিক কী রকম পশু। ভাল করে দেখা মানে শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয়। তাকে দলাই মলাই করা, তার গায়ে কাদা-টাদা থাকলে তা ধুয়ে মুছে দেওয়া। যা এখন, নইলে আমিই তোকে এমন দলাই মলাই করব—"

কথা শেষ হওয়ার আগেই থার্ডো বয় ছুটে বেরিয়ে গেল।

"ক্লাসের বাকী সবাই যা এইবারে জল তোল। বরফ যদি না ভেঙে থাকে, তবে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভেঙে নিবি। কাল বাড়ির কাপড় ধোয়ার দিন, অনেক জল চাই। যা।"

ফার্স্ট ক্লাসকে এইভাবে বিদায় দিয়ে স্কুইয়ার্স নিকোলাসকে নিয়ে পড়ল—"বসে থাকলে তো চলবে না, ছেলেগুলোকে বানান শেখাও।"

গোটা চোদ্দ ছেলে গোল হয়ে বসল নিকোলাসকে ঘিরে। সুর করে বানান শিখতে থাকল বেলা একটা পর্যন্ত। তারপর এল খাবার। শক্ত শক্ত মাংসের টুকরো, তাতে মসলা বলতে শুধু নুন।

নিকোলাসেরও ঐ একই খাবার। সে নিজের অংশটা আলাদা করে নিয়ে ডেস্কতে বসে চিবুতে লাগল। ছেলেগুলোর এরকম খাওয়া অভ্যাস আছে, কিন্তু নিকোলাসের পক্ষে এ একেবারে নতুন। খেতে বসে চোখে জল আসতে চায়।

খাওয়ার পরে স্কুইয়ার্স সব ছেলেকে একত্র করে ডেস্কের উপর চেপে বসল। সে লণ্ডনে গিয়েছিল, প্রায় সব ছেলেরই অভিভাবক এসে ওর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে। কেউ দিয়েছে ছেলেদের নামে চিঠি, কেউ জামা-জুতো, কেউ কিছু নগদ অর্থ।

স্কুইয়ার্স এক একটা ছেলের নাম ডাকে, সে এসে সমুখে দাঁড়ায়। বাড়ির চিঠি তার হাতে দেওয়া হয় না, স্কুইয়ার্সই তা পড়ে শোনায়। টাকা যদি এসে থাকে কোন ছেলের জন্যে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে জমা হয়ে যায় স্কুইয়ার্স-গিন্নীর তহবিলে। ছেলেদের হাতে পয়সা দিলে তো নষ্ট করে ফেলবে তারা।

জামা-জুতো যার যা এসেছে, তাও জমা হয়। ছেলেদের তা পরিয়ে দেখারও দরকার বোধ করে না স্কুইয়ার্স। "এঃ, এ জামা তোর ছোট হবে। ওঃ, ও জুতো কখনও তোর পায়ে হয়? পুরো দেড় সাইজ বড়!" —সব জিনিস জমা হয় স্কুইয়ার্স-গিন্নীর কাছে। তিনি সেগুলো সব একটা একটা করে বার করেন তাঁর একমাত্র বংশধর ওয়ার্কফোর্ডের দরকার মত।

সেই ওয়ার্কফোর্ডের চেহারাও নিকোলাস দেখতে পেল বইকি! গজগিরির মত মোটা, সারা শরীরে মাংস থলথল করছে, গাল দিয়ে তেল চুইয়ে পড়ছে যেন। চল্লিশটা ছেলের খোরাকি ফাঁকি দিয়ে ঐ একটা ছেলে খাচ্ছে, সে মোটা হবে না?



নিকোলাস ক্ষেপে গেল সপাং সপাং করে চাবুক চালাতে লাগল স্কুয়ার্সের দেহে

যার বাপ চাহিদামত টাকা দিতে পারেনি, সে ছেলের কিন্তু দুর্গতির শেষ থাকে না। সকলের সমুখে দাঁড় করিয়ে, তাকে চাবুক মারতে থাকে স্কুইয়ার্স। বাপের দোষের সাজা পেতে হয় ছেলেকে।

ছেলেগুলো বেত খেয়ে কাতরায়, আর নিকোলাস দাঁতে ঠোঁট চেপে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে বলে—হায় ভগবান, এ কোন্ নরকে এনে ফেললে আমায়?

*   *
*

শুধু নিকোলাসকে ইয়র্কশায়ারে রওনা করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি রাল্‌ফ, কেটেরও একটা সুব্যবস্থা করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

দুই এক দিনের ভিতরেই তাকে এক চাকরি যোগাড় করে দিলেন মাদাম ম্যাণ্টালিনির দরজীখানায়। মাইনে সেখানে হপ্তায় পাঁচ শিলিং মাত্র। নয়টা থেকে নয়টা—পুরো বারো ঘণ্টা চাকরি।

এদিকে লা-ক্রিভির বাড়ি থেকে ওদের সরিয়ে এনেছেন রাল্‌ফ। নিজের একটা পড়ো বাড়ি আছে নদীর ধারে, জনপ্রাণী থাকে না সেখানে, তারই দুটো ঘর একটু পরিষ্কার করিয়ে সেইখানে ওদের আশ্রয় দিয়েছেন। নিউম্যান নগ্‌সই ওদের সে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে এল।

কেট সারাদিন দরজীখানার চাকরি করে, রাত্রিতে এসে মায়ের কাছে সেই বাড়িতে থাকে। দু'জনের দুঃখের কথা দু'জনে শোনে।

ওরই মাঝে একদিন রাল্‌ফ অবাক্ করে দিলেন কেটকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে। কেটের মায়ের সাংসারিক বুদ্ধি বলে যদি কিছু থাকত, তবে মাকে বাদ দিয়ে, একা তরুণী মেয়েকে এভাবে নিমন্ত্রণ করা তিনি গোড়াতেই অপছন্দ করতেন।

সে বুদ্ধি তাঁর নেই, তিনি আপত্তি করলেন না। বরং এই নিমন্ত্রণের ভিতর রাল্‌ফের স্নেহের পরিচয়ই পেলেন তিনি। খুশী হয়ে স্বীকার করলেন কেটকে তিনি যথাসময়ে পাঠাবেন রাল্‌ফের বাড়িতে।

একা একা অচেনা জায়গায় যেতে বেশ একটু ভয় ভয়ই করছিল কেটের, কিন্তু উপায় তো নেই! যেতেই হল তাকে। না গেলে ওদিকে রেগে যাবেন জেঠা, এদিকে রেগে যাবেন মা।

জেঠা বটে, কিন্তু সে জেঠা যে কত বড় পাষণ্ড, কত বড় অমানুষ, তা কেমন করে জানবে বেচারী কেট? জানলে, কারও অসন্তোষের ভয়ই সে করত না, সোজা অস্বীকার করত রাল্‌ফের বাড়ি যেতে।

ব্যাপারটা হল এই, রাল্‌ফের ব্যবসাই হল টাকা ধার দেওয়া আর তার দরুন অসম্ভব চড়া দরে সুদ আদায় করা! এখন অসম্ভব চড়া দরে সুদ দেয় কারা? দুই শ্রেণীর লোক। এক সেই শ্রেণীর ব্যবসায়ী যাদের ব্যবসা ফেল পড়বার মুখে এসে ঠেকেছে; আর সেই শ্রেণীর বড় ঘরের ছেলে, যাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় অনেক বেশী, আমদানির অর্থ হাতে আসবার আগেই খরচা হয়ে বসে থাকে।

এই রকম বড়লোক মক্কেল রাল্‌ফের একজন আছে, তার নাম লর্ড ফ্রেডারিক ভেরিসফ্‌ট। তার টাকা অনেক, কিন্তু তার খরচও অনেক। আয়ের চেয়ে তার ব্যয় অনেক বেশী। কাজেই তাকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয়। অনেক মহাজনই তার মত খাতককে ধার দিতে উৎসুক, অনেক মহাজনের কাছেই টাকা নেয় লর্ড ভেরিসফ্‌ট।

ওই অনেক মহাজনদের মধ্যে রাল্‌ফও একজন।

এ রকম শাঁসালো খাতককে ষোলআনা গ্রাস করা যায় কেমন করে —সেই একটা বিশেষ চিন্তা রাল্‌ফের। অন্য মহাজনেরা যে মুনাফাটা লুটছে ভেরিসফ্‌টের কাছ থেকে, সেটাও কেন রাল্‌ফের পকেটে আসে না?

ভেবে ভেবে উপায় একটা ঠাউরেছেন রাল্‌ফ।

উপায়টা মাথায় এসেছে সেইদিনই, যেদিন লা-ক্রিভির বাড়িতে কেটকে প্রথম দেখেন। এত সুন্দরী এই ভাইঝিটা? ভেরিসফ্‌টের সমুখে একে নিয়ে ফেলতে পারলে, এই লোভেই লর্ডের বাচ্চাটা রাল্‌ফের একেবারে গোলাম বনে যাবে।

যাতে মতলব হাসিল করার পথে বাগড়া না পড়ে, সেইজন্যেই অত তাড়াতাড়ি নিকোলাসকে আড়াইশো মাইল দূরে পাঠিয়েছেন রাল্‌ফ। ছেলেটা গোঁয়ার, তা এক আঁচড়েই বুঝেছিলেন রাল্‌ফ। ও কাছে থাকলে কেটকে নিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করা যাবে না।

নিকোলাসকে কৌশল করে সরানো গিয়েছে পথ থেকে, এইবারে ফাঁদ পাতা যেতে পারে। লর্ড ভেরিসফ্‌ট আর তাঁর পারিষদদের একদিন নিজের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন রাল্‌ফ। আগে থেকে একটুও আঁচ দিলেন না কাউকে যে ভোজের টেবিলে এক তরুণী মহিলার দেখা পাওয়া যাবে।

দেখা যখন পাওয়া গেল, সবাই অবাক্।

ভেরিসফ্‌টের পারিষদ কম নেই। যেখানে যান, পাঁচ-সাত দশজন সঙ্গে থাকেই। তাদের সবাইয়ের আজ এখানে ডাক পড়েছে। তারা সবাই বড় ঘরের ছেলে, বসে বসে খাওয়া আর বিলাসিতায় পয়সা ওড়ানো ছাড়া জীবনে কেউ কিছু করেনি। এদের ভিতর একজন আবার আছে সবাইয়ের প্রধান যে, সবাইয়ের মুরুব্বী, ভেরিসফ্‌টকেও সে ওঠায় বসায়, যেমন খুশি নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। নাম তার সার মালবেরি হক।

'সার' উপাধি থেকেই বোঝা যায় যে লোকটা জমিদার শ্রেণীর লোক। নিজেরও এক সময়ে যথেষ্ট অর্থ ছিল, সে সব উড়িয়ে দিয়ে এখন লর্ড ফ্রেডারিকের ঘাড়ে ভর করেছে। নিজে অসম্ভব দাম্ভিক, অসম্ভব বিলাসী; যতদূর বেপরোয়া আর উচ্ছৃঙ্খল হতে হয়। যত রকম কুকাজে ভেরিসফ্‌টকে দীক্ষা দিয়েছে এই মালবেরি লোকটাই। ভেরিসফ্‌ট ওকে ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন, সব ব্যাপারেই ওর উপরে নির্ভর করেন। তাছাড়া ওকে বোধহয় ভয়ও করেন।

আর মালবেরি? সে ভেরিসফ্‌টের ঘাড় ভেঙে বাবুগিরি করে, তার পয়সায় তিনবেলা খায়, উলটে তাকেই ধমকায় মাঝে মাঝে। ভেরিসফ্‌ট কখনও তার অবাধ্য হলে এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সে দেখায় যেন ভেরিসফ্‌ট একটা পাগল। তার কথায় যেন কান

দেবারই দরকার নেই। আশ্চর্য এই যে, মালবেরির আচরণে এই তাচ্ছিল্যভাব ফুটে উঠতে দেখলেই ভেরিসফ্‌ট একেবারে ঘাবড়ে যান, ওর কথার এতটুকু প্রতিবাদ করবার সাহসও আর তাঁর থাকে না।

ভেরিসফ্‌টের এই দুর্বলতা তাঁর সব পারিষদই জানে, তাই তারাও ভেরিসফ্‌টের চাইতে মালবেরিকেই খাতির করে বেশী। ওদের দু'জনের ভিতর কোন ব্যাপারে মতের অমিল দেখলে ওরা একবাক্যে সমর্থন করে মালবেরিকেই।

ভোজের টেবিলে অন্য কোন মহিলা নেই দেখে কেট রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ল, ভয়ও পেয়ে গেল একটু। সাধারণ অবস্থায় এতে ভয় পাবার তেমন কিছু কারণ হয়ত থাকে না, কিন্তু এখানকার অবস্থাটা বেশ একটু অসাধারণ। যতগুলি ভদ্রলোক টেবিলে উপস্থিত আছেন, সবাই মদ খেয়ে খেয়ে রীতিমত বেসামাল, অভদ্র হয়ে উঠেছেন।

এমন বিশ্রীভাবে তারা তাকাতে লাগল কেটের দিকে, আর এমন অসংযত ভাবে তারা কথা কইতে লাগল ওর সঙ্গে এবং ওর সম্বন্ধে যে, কেট মনে মনে বলতে বাধ্য হল—মা ধরণি, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার ভিতর ঢুকে পড়ে মান ইজ্জত রক্ষা করি।

মালবেরি তো এসে চেপে বসল ওর পাশে, আর নানাভাবে আলাপ জমাবার চেষ্টা শুরু করল। সে ধূর্ত লোক, কী উদ্দেশ্যে যে রাল্‌ফ নিকল্‌বি তার সুন্দরী ভাইঝিটিকে এই ভোজের টেবিলে এনে হাজির করেছে, তা বুঝতে মোটেই বাকী নেই তার। আর তা বুঝতে বাকী নেই বলেই কেটের সঙ্গে আচারে ব্যবহারে ভদ্রতা বজায় রাখবারও দরকার দেখছে না সে। ওর জেঠাই যখন ওকে অপমানের মুখে এনে ফেলে দিয়েছে তখন অন্যে কেন ওর মান রাখতে যাবে?

অবস্থাটা ক্রমেই কেটএর অসহ্য বোধ হতে লাগল। রাগে দুঃখে তার চোখে জল এসে যায় বারে বারে। কাতর ভাবে সে জেঠার দিকে তাকায়। চতুর রাল্‌ফ ওর থেকে যতটা সম্ভব দূরে বসেছেন। ওর

কাতরতা তিনি দেখেও না দেখার ভান করছেন। কেট কোনমতেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না।

অবশেষে মালবেরির অসভ্যতা যখন চরমে উঠে গেল, কেট হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে পড়ে চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল অন্য ঘরে।

এখন ভোজের টেবিলের রীতিই হল এই যে, খাওয়ার শেষ পর্যায়ে মেয়েরা উঠে অন্য ঘরে চলে যায়। আর পুরুষেরা তখন নিজেরা নিজেরা অনবরত মদ চালাতে থাকে।

কাজেই কেটএর হঠাৎ উঠে যাওয়াটাকে অস্বাভাবিক বলে বড় কেউ মনে করতে পারল না। পারল বোধহয় একমাত্র মালবেরি আর রাল্‌ফ। কিন্তু তারা দু'জনই তো ওর অসোয়াস্তির কারণ! কাজেই সব জেনে শুনেও তারা চুপ করে রইল, যেন কোথাও কিছু গোলমাল একেবারেই ঘটেনি।

টেবিলে হরদম মদ চলতে থাকল।

কেট তখন পাশের ঘরে বসে ভাবছে—রাল্‌ফকে কিছু না বলে বাড়ি চলে যাওয়া তার উচিত হবে কিনা। সাধারণ অবস্থায় কোন অতিথি গৃহস্বামীর কাছে বিদায় না নিয়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না, কিন্তু এ যা অবস্থা, এটা সাধারণ অবস্থা মোটেই নয়। একটুখানি দৃষ্টিকটু হবে তার পালিয়ে যাওয়া, কিন্তু তবু—হ্যাঁ, সে ভেবে দেখল তার যাওয়াই উচিত।

কিন্তু যাওয়া তার হল না। সে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল মালবেরি।

ভোজ সভায় দশজনের সমুখে যেটুকু বা আবরু রেখে চলছিল শয়তান, এখন খালি ঘরে একা কেটকে পেয়ে, সেটুকুও সে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। কেট বেচারীর ভাগ্যে কী লাঞ্ছনা সেদিন শেষ পর্যন্ত ঘটত, তা কে জানে, কিন্তু মালবেরির সব সাধে বাগড়া দিলেন এসে রাল্‌ফ।

কেটকে রাল্‌ফ এখানে এনেছিলেন ভেরিসফ্‌টকে খুশী করবার

জন্যে। এখন ভেরিসফ্‌টকে পিছনে ফেলে মালবেরি এসে মেয়েটাকে অধিকার করতে চাইছে দেখে রাল্‌ফের ভাল লাগল না। মালবেরির কাছে তো কোনও প্রত্যাশা নেই! ও তো নিজেই পথের ভিখিরী! ওর যতকিছু নবাবী, সে তো ভেরিসফ্‌টের পয়সায়। আজ ভেরিসফ্‌ট ওকে তাড়িয়ে দিলে ও খেতে পাবে না।

রাল্‌ফ এসে পড়তেই কেট কেঁদে তাঁকে মিনতি করতে লাগল —"আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন এক্ষুণি, বাড়ি পাঠিয়ে দিন।"

মালবেরির ক্রোধকে উপেক্ষা করে রাল্‌ফ তাকে নিয়ে নীচে চলে গেলেন, আর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে চড়িয়ে দিলেন ঘোড়ার গাড়িতে। কেট চোখের জলের ভিতর দিয়ে একবার চোখ তুলে চাইল রাল্‌ফের দিকে।

পাষণ্ড সুদখোরের মনে একটা ধাক্কা লাগল বুঝি। বহুদিন আগে, সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার শৈশবে, কবে তাঁর ছোটভাই নিকোলাস তাঁরই হাতে মার খেয়ে তাঁর দিকে অমনি কাতর ভাবে তাকিয়েছিল একদিন। হঠাৎ সেই ভুলে যাওয়া জলভরা চোখের চাউনিটা যেন নতুন করে চোখে পড়ল রাল্‌ফের। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল একবার।

বাড়ি ফিরে এসব ব্যাপার কেট কিন্তু কিছুই বলল না মাকে। মা যে রাল্‌ফের সাহায্যের ভরসায় কতখানি বুক বেঁধে আছেন, তা সে জানে। এখন সেই রাল্‌ফের স্বরূপ যদি তিনি জানতে পারেন, বড় আশায় তিনি নিরাশ হবেন যে! মনের জোর একেই তাঁর একটুও নেই, এ নতুন হতাশার ধাক্কা তিনি সইতে পারবেন না হয়ত।

কেট তাই বাড়ি এসে কিছুই বলল না এসব।

"তোর চেহারা অমন কেন?" জিজ্ঞাসা করলেন মা।

কেট বলল—"বড্ডো মাথা ধরেছে মা।"

মাথা ধরা শুধু নয়, সত্যি সত্যি বড় অসুখেই পড়ল কেট মনের যাতনায়। তিন দিন সে বিছানা থেকে মাথা তুলতে

পারল না। চার দিনের দিন সে গিয়ে হাজির দিল ম্যাণ্টালিনির দরজীখানায়।

সেখানে তখন এক ওলটপালট চলছে। মাদাম ম্যাণ্টালিনির স্বামী ভয়ানক বদখেয়ালী লোক, তার অপব্যয়ের দরুন দরজীখানা ফেল হওয়ার যোগাড়। মহাজন এসে মাল ক্রোক করেছে।

সেদিনের মত দরজীখানার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল। অন্য কারিগরদের সঙ্গে কেটও চলে গেল বাড়ি। বাড়িতে বসেই সে চিঠি পেল ম্যাণ্টালিনির দরজীখানা এখন মিস্ ন্যাগের বেনামীতে চলবে। সুতরাং কেটএর চাকরি আর রইল না ওখানে।

এর কারণ আর কিছু নয়—মিস্ ন্যাগ দেখতে বিশ্রী, সেইজন্যে কোন সুন্দরী মেয়েকে সে ছ'চক্ষে দেখতে পারে না। কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে তাই সে আগেই কেটকে ছাড়িয়ে দিল।

মিসেস নিকল্‌বি এতে কিন্তু তেমন মুষড়ে পড়লেন না। মহিলাটির স্বভাবই এমনি—যেটা যায়, সেটার সম্বন্ধে তাঁর তাচ্ছিল্যের আর সীমা থাকে না। আর যেটা ভবিষ্যতের গর্ভে, তার সম্বন্ধে উৎসাহও থাকে তাঁর অসীম। দরজীগিরি? একদিন তিনি আশা করেছিলেন, ও থেকেই কেট অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হবে। আজ যখন ওটা গেল, তিনি অম্লানবদনে বললেন—"ও ভালই হয়েছে। তুমি দরজীর কাজ কর এ আমার কোন দিনই ইচ্ছে ছিল না।"

কী ইচ্ছে ছিল তবে?

কেন, কোন অভিজাত মহিলার সঙ্গিনী হলে দোষ কী! ওতে আরাম-বিরাম মান মর্যাদা সবই আছে। ওই রকম কাজই কেটএর মত মেয়ের উপযোগী।

এ খেয়াল তাঁর মাথায় এসেছে দুই একদিন আগেই। একটা বিজ্ঞাপন দেখেছেন কাগজে। এক সম্ভ্রান্ত মহিলা শিক্ষিতা সঙ্গিনী চান। নিকল্‌বি-গিন্নীর মনে হয়েছে কাজটা কেটএর হলে মন্দ হয় না।

বিজ্ঞাপনটা খুঁজে বার করা হল, এবং মায়ের সঙ্গে কেট চলল

নতুন চাকরির চেষ্টায়। বেশ শৌখিন পল্লীতে বাড়ি মিস্টার উইটিটার্লির, তাঁরই স্ত্রীর জন্যে চাই একটি সঙ্গিনী।

উইটিটার্লি-গৃহিণীর বয়স এমন কিছু বেশী নয়; তাঁর ধারণা—আসাধারণ প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন তিনি। দেশ-বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে, শিল্পকলায় সংগীতে—সব সময়েই তিনি নির্ভয়ে জোরগলায় তাঁর মতামত প্রকাশ করেন, আর সে সব মতামতের প্রতিবাদে কেউ কিছু বলবে না, এ প্রত্যাশাও তিনি করেন।

ভদ্রমহিলার ভুল ভেঙে দিতে কারও বা রুচিতে বাধে, কারও বা স্বার্থে আঘাত লাগে। তা থেকে উইটিটার্লি-গিন্নীর নিজের উপর বিশ্বাস আরও বেড়েই যায়। তিনি যে একটি উঁচুদরের প্রতিভা, তাতে তাঁর স্বামীর বা তাঁর নিজের সন্দেহ থাকে না তিলমাত্র!

এহেন মহিলাটির সঙ্গিনী-পদ কেটই পেয়ে গেল। অবশ্য রাল্‌ফ নিকল্‌বি যে তার জেঠা, সে কথা বলতে হল নতুন মনিবের কাছে। না বললে, অজ্ঞাতকুলশীল একটা মেয়েকে কে বাড়িতে ঠাঁই দেবে?

চাকরি পেয়ে কেট উইটিটার্লিদের বাড়িতেই বাস করতে লাগল। তার মা একা রইলেন নদীর ধারের পড়ো বাড়িতে!

*

*   *

বেচারা স্মাইক !

ডাথবয়েজ হলের চল্লিশটা ছেলে দুঃখেই দিন কাটায় বটে, কিন্তু স্মাইকের মত দুঃখ আর কারও নয়।

এর কারণও স্পষ্ট। অন্য ছেলেদের জন্যে টাকা পায় স্কুইয়ার্স, স্মাইকের জন্যে পায় না। আজ পাঁচ ছয় বছর এক পয়সাও পায়নি।

তাড়িয়েই তাকে দিত নিশ্চয়ই। দেয়নি শুধু এই কারণে যে স্মাইকের দ্বারা কাজ পাওয়া যায় ঢের। একটা পুরো চাকরের কাজ স্মাইক করে। ভূতের মত খাটে, আধপেটা একটু খোরাকির বিনিময়ে। খাটুনিতে যদি ত্রুটি হল, বকুনি তো বটেই, মারও। স্কুইয়ার্স যখন তখন মারে তাকে। লাথিটা ঘুষিটা ছেড়েই দেওয়া যাক—চাবুক দিয়ে বেধড়ক পিটোয় এক এক সময়। হাত-পা-কেটে রক্ত বেরোতে থাকে তখন।

এমনি ধারা মার নিকোলাস যেদিন প্রথম দেখল, ঘেন্নায় আর রাগে সে অস্থির হয়ে উঠল একেবারে। স্কুইয়ার্স সরে যেতেই সে গিয়ে কাছে দাঁড়াল অভাগা ছেলেটার। দুটো মিষ্টি কথা বলতে চাইল তাকে, সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল একটু।

স্মাইক অবাক্ হয়ে গেল একেবারে। সান্ত্বনা? মিষ্টি কথা? এ জিনিস তার জীবনে এই প্রথম। এতকাল সে মার খেয়ে একা একাই চোখের জল ফেলেছে, কেউ তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি কোনদিন। আজ কে এল ?

স্মাইকের মনে হল—এ কোন্ দেবতা বুঝি। তার দুঃখের অন্ধকূপে এ আলোর দেবতার আবির্ভাব হল কোথা থেকে ?

একটুখানি দরদের আভাস পেয়েই অভাগা স্মাইক একেবারে

নিকোলাসের কাছে বিলিয়ে দিল নিজেকে। সময় পেলেই এসে তার কাছে বসে, তার কথা মন দিয়ে শোনে, প্রাণপণে চেষ্টা করে তাকে খুশী করবার জন্যে।

পড়াশুনা সে কবে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন নিকোলাস বলতেই, সে কয়েক বছর আগেকার ছেঁড়া বইখানা খুঁজে বার করে আবার এনে পড়তে বসল স্কুলঘরের মেঝেতে। অন্য ছেলেরা তো দেখেই অবাক্! স্মাইক আবার পড়ছে!

অবাক্ স্কুইয়ার্সও। অবাক্ তার স্ত্রী, তার ছেলে, তার মেয়ে।

স্মাইক পড়ছে! আর তাকে পড়াচ্ছে নিকোলাস!

দুজনেরই সময় নষ্ট হচ্ছে বলে স্কুইয়ার্স পরিবারের ধারণা।

নিকোলাসের উপরে ওরা এমনিই কেউ খুশী নয়। যেভাবে ডাথবয়েজ হলে ছেলেগুলোকে জানোয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে—

না, ঠিক বলা হল না, সঠিক ভাবে বলতে গেলে জানোয়ারেরও নীচে। জানোয়ার পুষলে লোকে তাকে অন্ততঃ পেট ভরে খেতে দেয়। এই স্কুইয়ার্স লোকটা চল্লিশটা ছেলেকে না খাইয়ে রাখে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। যাতে ক্ষিদে না পায়, তার জন্যে গিলিয়ে দেয় গন্ধক-গোলা ঝোলাগুড়।

হ্যাঁ, যেভাবে ডাথবয়েজ হলে ওদের রাখা হয়েছে, সেটা যে নিকোলাস বরদাস্ত করতে পারছে না, এটা সে মুখে কিছু না বললেও স্কুইয়ার্সের বুঝতে দেরি হয়নি। বুঝতে পেরে সে রেগেছে নিকোলাসের উপরে। সব অত্যাচারী লোকই অসহিষ্ণু হয়। সমালোচনা শুনলেই রেগে যায়। নিকোলাস মুখে সমালোচনা না করলেও মনে মনে করে থাকে—এটা ধরে নিয়েই স্কুইয়ার্স তার উপরে ক্ষেপে উঠেছে। বছরে পাঁচ পাউণ্ড মাইনের একটা মাস্টার, সে কিনা ডাথবয়েজ হলের মালিকের দোষ ধরবে?

কিন্তু নিকোলাসকে তো ধরে ধরে মারা যায় না, যে ভাবে সে স্মাইক বা অন্য ছেলেদের মারে! প্রথমতঃ সেটা বেআইনী হবে।

দ্বিতীয়তঃ—নিকোলাস অন্যদের মত চুপ করে পড়ে মার খাবে না। তার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠবার আশা স্কুইয়ার্স করতে পারে না।

তবে তাকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়?

ভেবে ভেবে ফন্দী বার করল ভালই। ঐ স্মাইককে দিয়েই নিকোলাসের উপর ঝাল ঝাড়বে স্কুইয়ার্স। স্মাইককে ভালবাসবে ও? বাসুক! ওর ভালবাসার পাত্রকে অ্যায়সা পিটোবে দিনরাত, ওরই চোখের সমুখে, যে স্মাইক তো ছটফট করবেই, নিকোলাসও কম ছটফট করবে না।

এই দানবীয় মতলব সঙ্গে সঙ্গেই হাতে-কলমে খাটাতে শুরু করল পাষণ্ড। স্মাইকের উপর শুরু হল একটানা অকথ্য নির্যাতন। তার সামান্য খাবারেরও পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে, উঠতে বসতে চাবুক মেরে মেরে তাকে একেবারে মরার মত করে ফেলল। হতভাগা ছেলেটা এখন আর মার খেয়ে কাঁদতেও পারে না, সে শক্তিও আর নেই তার গায়ে। ককিয়ে ককিয়ে কাতরায়, আর হাত-পা ছোঁড়ে কাটা ছাগলের মত।

নিকোলাস তখন পালিয়ে যেতে পারলে দূরে পালিয়ে যায়। এমন জায়গায় গিয়ে লুকোয় যেখানে ওর ককানি কানে যাবে না, যেখানে চোখে পড়বে না ওর ছটফটানি।

কিন্তু এটুকু নিষ্কৃতিও তাকে দিতে রাজী নয় স্কুইয়ার্স! নিকোলাস যখন পড়াতে বসেছে স্কুলঘরে, তখন সেই ঘরেরই অন্য পাশে, বা দোর-গোড়ায় হয়ত সে স্মাইককে চাবুক মারতে শুরু করল। নিকোলাস ক্লাস নিচ্ছে। উঠে পালাবার উপায় তার নেই।

ঠিক একদিন এমনি কাণ্ডই চলেছে।

স্মাইক মার খেতে খেতে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। আর লম্বা চাবুক সাঁইসাঁই করে পড়ছে তার পিঠে, তার পায়ে, তার হাতে, তার মুখে। চামড়ার চাবুক দেখতে দেখতে রক্তে লাল হয়ে গেল। সে রক্ত স্মাইকের।

নিকোলাস কানে আঙুল চেপে, চোখ বুজে বসে আছে। সপাং-সপাং শব্দ ঠিক ঢুকছে তার কানে, আর সে শিউরে শিউরে উঠছে।

সহ্য করতে করতে আর স্মাইক সহ্য করতে পারল না বুঝি, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ। জবাইয়ের ছুরি যখন শুয়োরের গলায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বসে, তখন যে কান্নাভরা ভাঙাগলার আওয়াজ বেরোয় তার মুখ থেকে, ঠিক সেই আওয়াজটিই স্মাইকের মুখ থেকে বেরুলো।

আর, কানে আঙুল চেপে বসে থাকলেও কেমন করে কে জানে, সে চীৎকার নিকোলাস শুনল। শুনে সেও আর সহ্য করতে পারল না, ছুটে এসে স্কুইয়ার্সের সুমুখে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল—"আর না, আর মারবেন না, আর মারবেন না!"

একে স্মাইকের উপর এত নির্যাতনের অর্ধেক কারণ নিকোলাস নিজেই, তার উপর আবার সে সময় স্কুইয়ার্সের মাথায় খুন চেপে গিয়েছে। সে স্মাইকের উপরে যে চাবুক তুলেছিল, তাই ঘুরিয়ে এনে মারল নিকোলাসের মুখের উপরে। নিকোলাস তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিতে নিতেও তার খানিকটা চোট লাগল বইকি!

তারপর নিকোলাসও গেল ক্ষেপে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্কুইয়ার্সের উপরে। এক হ্যাঁচকায় কেড়ে নিল তার হাতের চাবুক। তারপর সপাংসপাং শব্দে চালাতে লাগল সেই চাবুক স্কুইয়ার্সের উপরে। কয়েক ঘা খেয়েই জল্লাদটা মাটিতে পড়ে গেল। নিকোলাসের তবু বিরাম নেই, সে মেরেই চলেছে, মেরেই চলেছে।

স্মাইকের বদলে এখন চেঁচানি চলল স্কুইয়ার্সের।

স্কুইয়ার্স চেঁচায়, আর চল্লিশটা ছেলে নিশ্চুপ হয়ে পাথরের মত স্থির দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মাস্টাররূপী ঐ রাক্ষসটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে কেউ যে তাকে চাবুক মারতে পারে, এ তাদের শুকনো মগজে কখনও ঢোকেনি। এখন সেই কল্পনার অতীত জিনিসটাকে চোখের উপর ঘটতে দেখে তারা মূর্তির মত চেয়ে রইল শুধু, না কেউ কথা কয়, না কেউ নড়ে বসে। মনে তাদের দুঃখ তো নয়ই, এমন কি আনন্দও নয়। শুধু অসীম বিস্ময় তাদের চোখে মুখে আর মনে। সে বিস্ময়ের অতল তলে যেন তলিয়ে গেছে বেচারারা।

তবে তারা না চেঁচাক, চেঁচাচ্ছে স্কুইয়ার্স-গিন্নী, স্কুইয়ার্সের মোটা

ছেলেটা আর আহ্লাদী মেয়েটা। স্কুইকের মার দেখবার জন্যে তারা এসে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছিল, এখন পাশা উলটে যেতে দেখে তারা এক একজনে এক এক রকম চিৎকার করে ছুটে এল, আর পিছন দিক্ থেকে টানতে লাগল নিকোলাসকে। কিন্তু নিকোলাসকে তখন পাগল বললেই হয়, তার লক্ষ্যই নেই ওদের তিনজনের দিকে। ওরা টানাটানি করেও তার হাতের চাবুক কেড়ে নিতে পারল না।

অবশেষে স্কুইয়ার্সকে মরার মত নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তার গিন্নী নিকোলাসকে ছেড়ে স্বামীর দেহের উপর গিয়ে পড়ল, আর তখনই হুঁশ ফিরে এল নিকোলাসের। এবারে সে ভয় পেয়ে গেল— মরে গেল নাকি মাস্টারটা? তাহলে তো উলটে নিকোলাসেরই বিপদ!

একটুখানি দাঁড়িয়ে সে দেখল—না মরেনি পাষণ্ডটা। নড়ছে চড়ছে একটু একটু। তখন সে চাবুক ফেলে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল, আর দুই একখানা কাপড়-জামা যা ছিল, তাই গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডাথবয়েজ হল থেকে।

না, এ পাপ পুরীতে আর নয়। যে কাণ্ড হয়ে গেল, তাতে এখানে আর থাকা নিরাপদ তো নয়ই; নিরাপদ হলেও উচিত হত না। নীচতা দেখতে দেখতে ভাল লোকের মনও নীচ হয়ে আসে ক্রমশঃ। এখানে এসে অবধি নিত্য ক্রমাগত চাবুক আস্ফালন চোখে দেখতে না হলে আজ এমন অমানুষের মত চাবুক মারতে পারত না নিকোলাস।

যেতে হবে লণ্ডনে ফিরে। কিন্তু লণ্ডন যে আড়াইশো মাইল দূরে। ডাকগাড়িতে চড়বার পয়সা কই তার? কয়েকটা পেনী মোটে তার পকেটে।

হেঁটেই যেতে হবে সন্দেহ নেই। যতদিন লাগে, হেঁটেই সে যাবে। একদিন হাঁটবে, একদিন পথে কোন কাজ করবে। যার কাছে যে কাজ পাওয়া যায়, তাই করবে। যা মজুরি পাওয়া যায়, তাই নেবে। তাইতেই একটা দুটো দিনের খাওয়া চালিয়ে নেবে।

কারও কাছে সাহায্য চাইবে না তা বলে। হোক সে বিপন্ন, ভদ্রলোকের ছেলে সে, ভিক্ষা করবে না কখনও।

আগে গ্রেটা ব্রিজ পেরিয়ে খানিকটা দূরে চলে যাওয়া যাক। মারপিটের জন্যে এখানে কোন হাঙ্গামা হতেও পারে, তাতে জড়িয়ে পড়লে আর কিছু না হোক, দেরি হয়ে যাবে লণ্ডনে পৌঁছতে।

লণ্ডনে তার পোঁছোনো চাইই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ঐ দুর্বৃত্ত জেঠা তাকে পাঠিয়েছিল এই নরকে। জেনেশুনেই পাঠিয়েছিল নিশ্চয়। সে যে তার মা বোনকে আবার কী বিপদে ফেলেছে—তা চাক্ষুষ দেখতে হবে তাকে। একটা কিছু কু-অভিসন্ধি যে আছে রাল্‌ফের, তাতে নিকোলাসের আর সন্দেহ মাত্র নেই।

নিজের চোখে সে দেখবে ওদের একবার। তারা যদি ভাল থাকে, নিকোলাস আবার বেরিয়ে পড়বে নিরুদ্দেশের পথে, ভাগ্য যেদিকে নিয়ে যায়, সেইদিকে। মা-বোনের কষ্টের অন্নে ভাগ বসাবার জন্যে তাদের কাছে বসে থাকবে না নিশ্চয়।

কিন্তু যদি সে দেখে যে তার মা-বোনকেও কোন ফাঁদে জড়াবার ফিকিরে আছে ঐ শয়তান, জেঠা বলে তাকে সে রেহাই দেবে না, এই স্কুইয়ার্সকে যেভাবে শায়েস্তা করেছে···

"আরে, কোথায় যাও হে?" ভারী গলায় ডেকে উঠল কে যেন।

ভাবতে ভাবতে এমনি তন্ময় হয়ে পথ চলছিল নিকোলাস যে অত বড় লম্বা চওড়া পালোয়ানটাকে বা তার সেই রকমই লম্বা-চওড়া ঘোড়াটাকে আদৌ সে চোখেই দেখতে পায়নি। এবার চোখ তুলে দেখে রাস্তার ধারে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে জন ব্রাউডি—নিকটেরই এক পয়সাওয়ালা চাষী।

ব্রাউডির সঙ্গে ডাথবয়েজ হলেই একদিন দেখা হয়েছিল নিকোলাসের। আলাপ সামান্যই হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত তুচ্ছ কারণে একটু মন কষাকষিও হয়েছিল দু'জনের।

আজ কিন্তু ব্রাউডি ওকে পথে দেখেই ডেকে থামিয়েছে—"কোথায় যাও হে?"

নিকোলাস বলে—"যাই লণ্ডন, আমি ডাথবয়েজ থেকে চলে যাচ্ছি একেবারে।"

"কেন কেন? এই তো সেদিন এলে!" জিজ্ঞাসা করে ব্রাউডি।

"খুব মার দিয়েছি স্কুইয়ার্সকে!" আর কিছু বলবার দরকার দেখে না নিকোলাস।

চোখ বড় বড় করে ব্রাউডি প্রায় এক মিনিট তাকিয়ে রইল। তারপর এমন হাসি হেসে উঠল যে আকাশ ভেঙে পড়বার যোগাড়—"কী বললে? মাস্টারকে মেরেছ? সেই বদমাশ, ধড়িবাজ, ধাপ্পাবাজ, জানোয়ার, পিশাচটাকে? সত্যি মেরেছ?"

"খু-উ-ব!" সায় দেয় নিকোলাস।

আবার অট্টহাসির দমকে আকাশ কেঁপে উঠল। তারপর একটু ঠাণ্ডা হয়ে ব্রাউডি বলল—"ঐ রাক্ষসটা---কী বলব স্কুলের সঙ্গে আমার নিজের কোন সম্পর্ক নেই, থাকলে আমি ওকে কবে নরকে পাঠিয়ে দিতাম। তুমি যে ওকে মেরেছ, এ একটা রীতিমত পুণ্যির কাজ করেছ তুমি। বেশ করেছ, বাহবা পাওয়ার মত কাজ করেছ। তাহলে লণ্ডনেই ফিরে যাচ্ছ, কী বল? পয়সাকড়ি আছে তো? স্কুইয়ার্স তো মাইনে দেয়নি নিশ্চয়ই।"

পয়সাকড়ি নেই, তা এই প্রায় অচেনা লোকটির কাছে স্বীকার করতে যাবে কেন নিকোলাস? সে ও কথার কোন সোজা উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ারই উদ্যোগ করল।

কিন্তু জন ব্রাউডি কাঁচা লোক নয়। নিকোলাসের পয়সা যে নেই, তা সে বুঝে ফেলেছে। আর নিকোলাস যখন লোক ভাল,—মাস্টারকে মারাতেই প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সে লোক ভাল—তখন জন ব্রাউডি তাকে নিঃসম্বলে লণ্ডন রওয়ানা হতে দিতে পারে না। সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে নিকোলাসের পথ আটকাল, আর জামার ভিতর থেকে নিজের টাকার থলিটা বার করে তুলে দিল ওর হাতে—"এ থেকে তোমার যা দরকার, তা তুমি নিয়ে নাও। দরকার হয়, সবই নিতে পার। লজ্জা পাওয়ার কী আছে? সবাইকে সবাইয়ের সাহায্য

নিতে হয়। আবার তোমার সুবিধামত ফিরিয়ে দিও, তাহলেই তো হল।"

লোকটির কথায় এমন আন্তরিকতার সুর ফুটে উঠেছে যে তাতে মুগ্ধ হয়ে গেল নিকোলাস। এমনি মিষ্টি করে যে বলে, দরকার না থাকলেও তার কাছ থেকে কিছু নিতে হয়। নিকোলাস থলি থেকে একটি মাত্র পাউণ্ড বার করে নিয়ে বলল—"এতেই আমার কাজ চলে যাবে বন্ধু!"

তারপর পথে-পাওয়া বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে নিকোলাস নিজের পথে রওয়ানা হয়ে গেল। ফিরে ফিরে কয়েকবারই তাকিয়ে দেখল—জন ব্রাউডি তখনও ঘোড়ার উপর বসে রুমাল নাড়ছে তার উদ্দেশে।

ডাকগাড়িতে সে চড়বে। একটা পাউণ্ড যখন পাওয়া গেল, তখন চড়বে বইকি! কিন্তু আজই নয়। আজকার দিনটা হাঁটা যাক। গ্রেটা ব্রিজ ছাড়িয়ে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া যাক। তারপর কাল মাঝপথে চড়ে বসলেই হবে গাড়িতে, তাতে ভাড়াও কিছু কম লাগবে।

সারা দিন, রাতেরও কয়েক ঘণ্টা হাঁটল নিকোলাস। তারপর একটা সরাইখানায় সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে পথের ধারের একটা খামারবাড়ির খালি ঘরে ঢুকে সে ঘুমিয়ে পড়ল। শরীরটা খুবই ক্লান্ত, সারা রাত ঘুমোলো খুব।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই এক আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়ল তার। একটা ছেলে চুপ করে বসে আছে তার থেকে একটু দূরে। নিকোলাস নড়ে উঠতেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তৎক্ষণে নিকোলাস তাকে চিনে ফেলেছে—

স্মাইক!

"তুমি এখানে স্মাইক?" অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করে নিকোলাস।

"তুমি আমায় ফেলে যেও না—" বলে দুই হাতে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে স্মাইক।

জীবনে প্রথম মিষ্টি কথা শুনেছে যার মুখে, সত্যিকার দরদের পরিচয় পেয়েছে যার ব্যবহারে, তাকে আর জীবনে চোখের আড়াল করতে রাজী নয় হতভাগ্য স্মাইক। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সে নিকোলাসের হাত দু'খানি চেপে ধরে বলল—"আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব, আমাকে খেতে তোমায় দিতে হবে না, শুধু তুমি এইটুকু দয়া কর আমার উপরে, আমাকে থাকতে দাও তোমার কাছে কাছে। আমার আর কিছু চাই না।"

"গোলাম কেন হবে? আমার বন্ধু, আমার ভাই হয়ে তুমি আমার কাছে থাক।" এই বলে নিকোলাস হাত ধরে তুলল তাকে। তার পর দু'জনে হাত-ধরাধরি করে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

*

*　　*

নিউম্যান নগ্‌স থাকে একটা বিরাট বাড়িতে। অনেক তলা, অনেক মহল সে বাড়িতে। তারই ঘরে ঘরে এক একজন ভাড়াটে। তিন-চারখানা ঘর নিয়ে সপরিবারে বাস করে এমন ভাড়াটেও আছে। কেনউইগস্ পরিবার এইরকমের তিন-চারখানা ঘরের দখলিকার।

তাদেরই মহলে কী একটা উপলক্ষে ভোজ সেদিন। নগ্‌সও নিমন্ত্রণ পেয়েছে। টেবিলে বসতেই তার উপর ভার পড়ল পাঞ্চ তৈরি করবার। নানারকম মদ আর সিরাপ এক সাথে মিশিয়ে তৈরী হয় এই সুস্বাদু পানীয়টি।

কাজটা প্রায় শেষ হয়েছে, এমন সময় তাকে এসে কেউ একজন খবর দিল—তার চিলেকোঠার কামরায় কারা এসে অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

এত রাত্রে নিউম্যানের কাছে লোক ? সে অবাক্ হয়ে বেরিয়ে এল, গুটিগুটি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল চিলেকোঠায়।

কয়েক মিনিট বাদেই সে ফিরে এল তিন তিনটে সিঁড়ি এক এক লাফে নামতে নামতে। এসেই কেনউইগস্-গিন্নীর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন সে বলল, তারপরই—টেবিলের উপরে তারই হাতে তৈরী পাঞ্চের পাত্রটা তখনও যথাস্থানেই রয়েছে—সেটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই আবার ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টেবিলে বসে হতভম্ব অতিথিরা শুনতে পেল এক এক লাফে তিন তিনটে সিঁড়ি পেরুতে পেরুতে সে আবার উঠে যাচ্ছে তার চিলে-কোঠার পানে।

অতিথিদের সংবিৎ ফিরতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর শুরু হল সে কী তীক্ষ্ণ আলোচনা, সে কী তীব্র ভর্ৎসনা অনুপস্থিত নগ্‌সের

উদ্দেশে! এ কীরকম ভদ্রতা? এ কীরকম আক্কেল! সবাই খাবে বলে যে পাঞ্চ তৈরী হয়েছে, তা একা খাওয়ার জন্যে লুঠ করে নিয়ে যাওয়া? লোকটা কি পাগল? লোকটা কি চোর? লোকটা কি—এ এ এ ডাকাত?

ধিক্কার যখন চরমে উঠেছে, তখন সবাইয়ের মুখ হঠাৎ একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল উপরতলা থেকে একটা চিৎকার শুনে। "আগুন আগুন" করে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, আর দুদ্দাড় দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল অনেকগুলো।

এদিকে কেনউইগ্‌স-গিন্নী মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। তাঁর কোলের মেয়েটাকে যে ওই উপর তলাতেই তিনি রেখে এসেছেন এক পড়শীর ঘরে! পড়শী অবশ্য এখানে নেমন্তন্ন খাচ্ছেন, কিন্তু একটা চাকরানী মেয়েকে বকশিশের লোভ দেখিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল বাচ্চাটাকে পাহারা দেবার জন্যে। সেই চাকরানীটাই অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে বসেনি তো? বাচ্চা মেয়েটা এতক্ষণ পুড়ে মরল না তো?

সবাই চেঁচায়, সবাই ছটফট করে, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ব্যাপারখানা যে কি, তা দেখবার জন্যে সাহস কেউ সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। সরু সিঁড়ি, অগ্নিকাণ্ড ঘটলে এরকম বাড়ি থেকে প্রাণ নিয়ে বেরুনো এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। এ সময়ে সাধ করে আর উপরে ওঠে কোন্ নির্বোধ? সিঁড়ির কাছে যাবার জন্যেই সবাই ঝুঁকেছে বটে, কিন্তু ঝুঁকেছে নীচে নামবার জন্যে, উপরে ওঠবার জন্যে নয়।

এমন সময়—

"ভয় নেই, ভয় নেই" বলে সিঁড়ি দিয়ে নামল নিউম্যান নগ্‌স যার আদ্যশ্রাদ্ধ করছিল টেবিলসুদ্ধ সকল অতিথি একটু আগেই। নিউম্যান এল, আর তার পিছনে পিছনে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে নেমে এল এক সুন্দর যুবক।

সে যুবক হল নিকোলাস নিকল্‌বি।

হয়েছিল কী, ঐ যে চাকরানী মেয়েটাকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল কেনউইগ্‌সদের বাচ্চাকে পাহারা দেবার জন্যে, বসে সে থাকেনি বেশীক্ষণ। শীতের দিন, আগুনের কাছাকাছি কার্পেটের উপর আড় হয়ে পড়ে সে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। কী করে কে জানে—কাঠের আগুনের একটা ফুলকি উড়ে এসে পড়ে তার পাতলা গাউনে, আর গাউন ওঠে জ্বলে। জ্বলুনিতে ঘুম ভেঙে যেতেই সে 'আগুন আগুন' করে চেঁচিয়ে ওঠে, আর সেই চেঁচানি শুনে—নিকটেই নিউম্যানের ঘরে ছিল নিকোলাস আর স্মাইক—নিকোলাস ছুটে গিয়ে মেয়েটার গায়ের আগুন নিবিয়ে দেয়। একটু আধটু সে পুড়ে গিয়েছে, তাতে অবশ্য ভুল নেই।

কারা যেন ঘরে অপেক্ষা করছে শুনে নিউম্যান খানার টেবিল থেকে সেই যে উঠে গিয়েছিল, গিয়ে দেখে নিকোলাসই এসেছে একটি বন্ধুকে নিয়ে। লণ্ডনে এসে কোথায় আশ্রয় নেবে, ঠিক করতে না পেরে নিকোলাস যখন ভেবে আকুল হচ্ছিল তখন হঠাৎ নিউম্যানের চিঠির কথা তার মনে পড়ে, যে চিঠিখানা সে নিকোলাসের ডাথবয়েজ যাত্রার দিনে তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল। চিঠিটা নষ্ট হয়নি, তাই সে আজ স্মাইককে নিয়ে মাথা গুঁজবার একটু জায়গা পেয়েছে।

নিকোলাসের কোলে মেয়েকে অক্ষত দেখে কেনউইগ্‌স-গিন্নী কৃতজ্ঞতায় গলে গেলেন একেবারে। নিকোলাসকে অনেক সাধাসাধি করলেন টেবিলে বসে কিছু খাওয়ার জন্যে। নিকোলাস তাতে রাজী হল না কিছুতেই। আর তা না হওয়াতেই তার উপর টেবিলসুদ্ধ সকলের শ্রদ্ধা আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

নিকোলাস উপরে চলে যেতেই সবাই পড়ল নিউম্যানকে নিয়ে—"তোমার এই বন্ধুটি তো চমৎকার মানুষ! কে এ? এমন সুন্দর চেহারা এ কে?"

নিউম্যান তখন সত্য মিথ্যায় জড়িয়ে এমন আশ্চর্য সব বিবরণ দিতে লাগল নিকোলাসের সম্বন্ধে যে সবাই অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল

ছদ্মবেশী কোন দেবতাই বুঝি আজ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন, কেন-উইগ্‌সদের ছোট্ট মেয়েটাকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে।

রাত্রেই নিউম্যানের কাছে নিকোলাস তার মা বোনের কথা সব জানতে পেল। তাঁরা আর লা-ক্রিভির বাড়িতে নেই, আছেন নদীর ধারে এক পোড়ো বাড়িতে। ম্যান্টালিনির দরজীখানায় একটা কাজ হয়েছিল কেট-এর, কয়েক দিন কাজ করবার পরেই সে কাজ কী জানি কেন চলে গেল। তারপর ইদানীং আবার কোথায় যেন এক মহিলার সঙ্গিনীর পদ পেয়ে কেট সেখানে চলে গিয়েছে। মা একাই থাকেন নদীর ধারের বাড়িতে, কেট মাঝে মাঝে এক একদিন আসে দেখা করতে।

"স্কুইয়ার্স কোনও চিঠি দিয়েছে জেঠাকে?" জানতে চায় নিকোলাস। রাল্‌ফের সুপারিশেই স্কুইয়ার্সের স্কুলে চাকরি হয়েছিল নিকোলাসের। এখন মারামারি করে নিকোলাস যদি সে চাকরি ছেড়ে আসে, তাহলে পুলিসে খবর দিক বা না দিক, রাল্‌ফকে খবর যে নিশ্চয়ই দেবে, তাতে কি আর সন্দেহ আছে? তাই মা-বোনের খবরটা নিয়েই নিকোলাস দ্বিতীয় প্রশ্ন করল—"স্কুইয়ার্স কোন চিঠি দিয়েছে?"

দিয়েছে বইকি! স্কুইয়ার্স দেয়নি, নিজে লিখবার মত দেহের অবস্থা তার নেই বলে। লিখিয়েছে তার মেয়ে ফ্যানিকে দিয়ে। এই ফ্যানি দেখতে পারত না নিকোলাসকে। বাপের হুকুম পেয়ে এমন ভাষায় এরকম সব মিথ্যে নালিশ সে করেছে নিকোলাসের নামে—যা অন্য লোকে শুনলে নিশ্চয় নিকোলাসকে একটা অকৃতজ্ঞ দানব বলে বিবেচনা করবে।

এখন চিঠিটা যখন রাল্‌ফের বাড়িতে পৌঁছলো, তখন রাল্‌ফ বাড়িতে ছিলেন না। চিঠি পেল নিউম্যান। ডাথবয়েজের সীল দেখে সে অনুমান করল ওতে নিকোলাস সম্বন্ধে কোন কথা আছে। সে চিঠিটা খুলে তক্ষুনি তার একটা নকল করে ফেলল। তারপর চিঠি আবার খামে ভরে খাম এঁটে রেখে দিল আগের মত।

সেই নকলটা নিকোলাসকে দেখতে দিল নিউম্যান। ফ্যানির মিথ্যা কথার বহর দেখে রাগে তার অঙ্গ জ্বলতে লাগল, কিন্তু স্কুইয়ার্স যে

সত্যিসত্যিই এখনও শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে সেই মারের ফলে, এটা জানতে পেরে সে নতুন করে খুশী হল আবার। খুশী হল এইজন্যে যে যতদিন ঐ পিশাচ শুয়ে থাকতে বাধ্য হবে, তার স্কুলের চল্লিশটা ছেলে ততদিন নিত্যকার গোবেড়েন থেকে রেহাই পাবে।

পরের দিন সকালেই সে নিউম্যানের কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে চলে গেল নদীর ধারে, তার মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

গিয়েই দেখে, রাল্‌ফ সেখানে উপস্থিত।

রাল্‌ফ লণ্ডনে ছিলেন না। কালই ফিরে এসে ফ্যানি স্কুইয়ার্সের চিঠি পেয়েছেন, আর আজ সকালে উঠেই ছুটে এসেছেন নিকোলাসের মাকে সেই চিঠি দেখাবার জন্যে। নিকোলাসের আগেই এসে পড়েছেন তিনি।

নিকোলাস ঘরে ঢুকতেই তিনি ঘৃণায় নাক সিটকে উঠলেন একেবারে। তাকে দেখিয়ে তার মাকে বলতে লাগলেন—"এই যে তোমার বাহাদুর ছেলে ফিরে এসেছে। বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, সহায় নেই, সম্বল নেই, নিতান্ত আমি সুপারিশ করেছিলাম বলেই অমন একটা চমৎকার জায়গায় তেমন একটা চমৎকার মাস্টারি ও পেয়েছিল। কোথায় মন দিয়ে কাজ করে নিজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করবে, তা নয়, দু'দিন না যেতেই মালিককে মেরে প্রায় খুনের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে লণ্ডনে ফিরে এল—মায়ের ঘাড়ে বসে তার কষ্টের অন্নে ভাগ বসাবার জন্যে। মানুষ যে এমন অপদার্থ অমানুষ, অকৃতজ্ঞ অবুঝ হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না এতদিন।"

রাল্‌ফের নালিশ তো মিথ্যাই, কিন্তু সে মিথ্যার চাইতেও ঘৃণ্য হল তার বলার ভঙ্গীটা। নিকোলাসের উপর রাগ যে তার বদ্ধমূল, তা তার কথা শুনলেই বোঝা যায়। নিকোলাসকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারলে সে যে এক্ষুনি খেয়ে ফেলত, তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না সে সব কথা শুনলে!

নিকোলাসও ঠিক সমান ঝাঁজের সঙ্গেই জবাব দিল। রাল্‌ফের উপর তার রাগও কম নয়। সে স্পষ্ট বলল—স্কুইয়ার্স একটা নরপশু,

আর তার পশুর মত আচরণ রাল্‌ফের কখনও অজানা হতে পারে না। সে জেনে শুনেই নিকোলাসকে ডাথবয়েজে পাঠিয়েছিল নিশ্চয়, মতলব ছিল যে না খেয়ে সেখানে ও মরে যাবে।

তারপর মাকে শুনিয়ে বলল—লণ্ডনে ফিরে এসেছে বলে যে সে মায়ের গলগ্রহ হবে, তা যেন কেউ না ভাবে। সে দেখিয়ে দেবে রাল্‌ফের মত সহায় না থাকলেও মানুষের পক্ষে কাজ জুটিয়ে নেওয়া সম্ভব। সে লণ্ডনে এসেছে, শুধু ডাথবয়েজ থেকে তার চলে আসবার সত্যি কারণটা মাকে জানাবার জন্যে; যাতে মা রাল্‌ফের মুখের মিথ্যা বিবরণ শুনে ছেলের সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা না করেন।

তারপর জেঠা-ভাইপোতে আরও অনেক কথা কাটাকাটি, রাগারাগি, আর নিকোলাসের মায়ের হা-হুতাশ আর কান্নাকাটি। স্পষ্ট কিছু না বললেও তিনি যে মনে মনে নিকোলাসকেই দোষী ঠাউরেছেন, রাল্‌ফের উপর আস্থা যে তাঁর এখনও অটুট আছে, তা তাঁর সেই হা-হুতাশ থেকেই বুঝতে পারা গেল।

তারপর মায়ের কাছে বিদায়।

"যদি মানুষ হতে পারি তাহলেই আবার আসব তোমার কাছে—" এই বলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

পথে পথে চলে বেড়ায় উদাস ভাবে। কাজ চাই! কাজ পেতেই হবে। জন ব্রাউডির দেওয়া সেই এক পাউণ্ডের সামান্যই অবশিষ্ট আছে। এদিকে পেট তার একার একটি নয়, স্মাইকও আছে তার সঙ্গে। নিউম্যানের আতিথ্যের উপর নির্ভর করে তো এক মুহূর্তও থাকা তার উচিত নয়!

পথে চলতে চলতে হঠাৎ একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ে "চাকরির খোঁজ পাবেন এখানে।" সাইনবোর্ড পড়েই সে সেই এজেন্সিতে ঢুকে পড়ল।

কয়েকটি লোক আগে থাকতেই এসে অপেক্ষা করছে। নিকোলাস বসল। বসে বসে আগের লোকগুলির দিকে তাকাতে লাগল।

কী আশ্চর্য! এমন অতুলনীয়া সুন্দরী মেয়ে এখানে এসেছে চাকরি

খুঁজতে? মেয়েটি শুধু সুন্দরী নয়, সে যে অভিজাত ঘরের মেয়ে, তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া তার সঙ্গে একটি তরুণী দাসীও রয়েছে।

অফিসের কেরানী প্রত্যেক উমেদারকেই তুই একটা করে সন্ধান দিচ্ছে। ঠিকানা টুকে নিয়ে প্রত্যেকেই বেরিয়ে গেল। সুন্দরী মেয়েটিও। সে যাওয়ার সময়ে তার মুখখানি ভাল করে দেখতে পেল নিকোলাস। খুব নিকট থেকেই দেখল। তার যেন মনে হল সুন্দরীর মুখখানি অতিমাত্র বিষণ্ণ। ব্যথায় ভরে উঠল নিকোলাসের মন। এমন মেয়ের এত কী তুঃখ?

সে হয়ত ওর পিছনে পিছনেই যেত, কিছু খবর পাওয়ার আশায়। কিন্তু হল না যাওয়া। কেরানী তাকে ডাকল—"আপনার কী কাজ চাই মশাই, বলুন তো এইবার।"

"এই সেক্রেটারি গিরিটিরি কিছু!"

"তা সেক্রেটারি চাইছেন পার্লামেণ্টের সদস্য একটি ভদ্রলোক। আপনি দেখা করতে পারেন।"

ঠিকানা দিয়ে কেরানী বিদায় করে দিল নিকোলাসকে।

যাঃ। একেবারে পার্লামেণ্টের সদস্য? তার সেক্রেটারি হতে গেলে তো অনেক লেখাপড়া জানা দরকার নিশ্চয়ই! কী হবে সেখানে গিয়ে? তবু—আশা কুহকিনী! চাকরি হতে পারে না জেনেও সে চলল পার্লা-মেণ্ট সদস্যমশাইয়ের ঠিকানা খুঁজতে।

সত্যিই তাই। সদস্যমশাই বললেন—তাঁর সব কাজেই সাহায্য করতে পারে, এমনি সেক্রেটারি চাই। তিনি বক্তৃতা দেবেন, সে বক্তৃতা-গুলি লিখে নিতে হবে সেক্রেটারিকে। দেশে বিদেশে কোথায় এমন কী ঘটছে, যার সম্বন্ধে তিনি পার্লামেণ্টে প্রশ্ন তুলতে পারেন,—তার খবর আনতে হবে সেক্রেটারিকে সমস্ত খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে। তার পর অর্থনীতি, শ্রমিক সমস্যা, শিল্পবাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ সব বিষয়েই সেক্রেটারিকে সব কিছু জানতে হবে, সব বিষয়েই আগে থাকতে তালিম দিয়ে দিতে হবে সদস্যমশাইকে, তা নইলে তিনি

পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে বলবেনই বা কী, আর বাহবাই বা কুড়োবেন কী করে?

যা কিছু বলার, সব বলে সদস্যমশাই এই বলে শেষ করলেন—"এসব যদি পার, কাজে লেগে যাও, হপ্তায় পনেরো শিলিং মাইনে পাবে।"

নিকোলাস উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাল।

সদস্য বললেন—"সে কী? পনেরো শিলিং কম হল?"

নিকোলাস জবাব দিল—"কাজের অনুপাতে পনেরো শিলিং যতই কম হোক, আমার পয়সার দরকার এত বেশী যে পনেরো শিলিং নিয়েই আমি হাসিমুখে কাজে লেগে যেতাম, যদি লেগে যাওয়ার যোগ্যতা থাকত আমার। কিন্তু আপনার ও কাজ করতে যে বিদ্যে প্রয়োজন, তার সিকির সিকিও নেই এ অধমের।"

বেরিয়ে এসে নিউম্যানের চিলেকোঠাতেই আবার দেখা দিল নিকোলাস। সেখানে নিউম্যান দিল দুটো খবর। কেনউইগ্‌সেরা একজন মাস্টার চাইছে—তাদের তিন মেয়ের জন্যে, ফরাসীভাষা শেখাতে হবে ওদের। নিকোলাস মাস্টারি করে শুনে ওকেই ওরা এ কাজ নিতে বলছে। মাইনে হপ্তায় পাঁচ শিলিং।

দ্বিতীয় খবর হল এই যে এই বাড়িতেই একখানা ঘর খালি আছে, সামান্য ভাড়া। ইচ্ছে করলে নিকোলাস নিতে পারে ঘরখানা।

নিকোলাস দুটোই নিতে রাজী। চাকরিও, ঘরও। যতদিন না ভাল কিছু জোটে, একটা কিছু ধরে থাকা চাই তো।

কিন্তু দু'হপ্তা বাদেই নিকোলাসের মন আর বসে না এ কাজে। মাত্র পাঁচ শিলিং। ঘর আর আসবাবের ভাড়া শোধ করে নিজের আর স্মাইকের সামান্য রকম খোরাকির ব্যয়ই ওতে চালানো শক্ত। অথচ মাকে কিছু সাহায্য করবার জন্যে কী যে ওর আকুলতা!

মায়ের সঙ্গে আর সে দেখা করেনি। বোনের সঙ্গেও না। নদীর ধারের বাড়ির সামনেটা দিয়ে এক একবার ঘুরে আসে অবসর মত। বেছে বেছে সেই সময়টাতে যায়, যখন তার মায়ের ঘুমিয়ে থাকবার

কথা। জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। জানালায় পর্দা দেওয়া, মা হয়ত ভিতরে শুয়ে আছেন। তাঁকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। সে একটা নিশ্বাস ফেলে ফিরে আসে।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন কেনউইগ্‌স খুকীদের ফরাসী শেখাবে নিকোলাস? জীবনটা মাটি করবে নাকি?

অবশেষে মরিয়া হয়ে সে স্থির করে ফেলল—লণ্ডন থেকে বেরিয়ে পড়বে স্মাইককে নিয়ে। অনেক চেষ্টাই তো করা গেল! এখানে কোন সুবিধা হওয়ার নয়। যত বদ লোকই হোক সত্যি কথাই বলেছিল রাল্‌ফ জেঠা—সহায় সম্বল না থাকলে চাকরি হয় না।

অন্ততঃ লণ্ডনে যে হয় না, তা দেখা গেল। এবার অন্যত্র দেখা যাক। নিকোলাস ভেবেছে পোর্টস্‌মাউথ বন্দরে গিয়ে সে জাহাজের নাবিক হবে। হাজার হাজার জাহাজ ওখানে আসছে, ওখান থেকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। হাজার হাজার জাহাজের জন্যে হাজার হাজার নাবিকেরও দরকার। সে কি আর একটা কাজ পাবে না? এই শক্ত সমর্থ দেহ তার, না পাওয়ার কারণ কী?

কেনউইগ্‌সদের কাজে ইস্তফা দিয়ে দেনাপত্র সে শোধ করে ফেলল। তারপর নিউম্যানের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল পোর্টস্‌মাউথের পানে। নিউম্যানকে চিঠি লিখবে, কথা দিয়ে গেল। নিউম্যানও বলল—মা-বোনের খবর সে নিয়মিত দিয়ে যাবে নিকোলাসকে।

বেশির ভাগ পায়ে হেঁটেই চলতে হয়। দেনাপত্র শোধ করে আর বেশী পয়সা তো নিকোলাস হাতে রাখতে পারেনি! দুটো মানুষের তাতে দু'দিন খাওয়া চলতে পারে কোন রকমে, ডাকগাড়ির ভাড়া তাতে কুলোবে না।

পোর্টস্‌মাউথ আর বেশীদূরে নয়। নিকোলাস ভাবল, কাল সকালবেলায় কয়েকঘণ্টা হাঁটলেই পৌঁছানো যাবে। আজকের রাতটা একটা সরাইখানায় কাটানো যাক। সরাইখানা একটা পাওয়া ত গেল পথে। কিন্তু কী গেরো! সেখানে বিছানা মিলবে, কিন্তু খাবার মিলবে না। কোনরকম খাবারই নেই। দিনের বেলাতেই সব সাবাড় হয়ে গিয়েছে

আজ। ক্রামল্‌স কোম্পানির থিয়েটার-পার্টিটা দিনের বেলায় এইখানেই খেয়ে গেল কিনা।

"কিছুই খেতে পাওয়া যাবে না? আরে, বল কী?" ধমকে ওঠে নিকোলাস—"খাওয়ার জন্যেই তো সরাইখানায় আসা! শোয়া তো মাঠে ঘাটেও চলত!"

ম্যানেজার একটু ভেবে বলে—"এক কাজ করতে পারা যায়। ক্রামল্‌স সাহেবের পার্টিটা চলে গিয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে যাননি। তাঁর ছেলে দুটিও আছে। একটা আস্ত শুয়োর ছানা রোস্ট করা হয়েছে তাঁদের জন্যে। অত মাংস কি তাঁরা তিনজনে—সে তিনজনের, দু'জন আবার বালক—খেয়ে শেষ করতে পারবে কখনও। আচ্ছা, আমি তাঁদের বলছি। শুয়োরটা তাঁদের তো, তাঁরা হুকুম না দিলে আমি তার এতটুকুও আপনাদের দিতে পারিনে।"

একটা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে কয়েক মিনিট বাদেই ম্যানেজার হাসিমুখে বেরিয়ে এল—"হয়েছে, আপনারা ক্রামল্‌সদের সঙ্গেই সান্ধ্যভোজন করবেন। ক্রামল্‌স সাহেব লোক ভাল। আমি বলতেই রাজী হয়ে গেলেন। যান, ওঁর ঘরেই বসুন গিয়ে। একটু বাদেই খাবার দেওয়া হবে ওই ঘরে।"

ঘরের ভিতর ঢুকে নিকোলাসেরা দেখে এক অবাক্ কাণ্ড। দুটো ছেলে—একটা ঢ্যাঙ্গা আর একটা বেঁটে, কাঠের তরোয়াল নিয়ে ইয়া লড়াই বাধিয়েছে। প্যাঁচের ওপর প্যাঁচ খেলছে দুইজনে। দাঁড়িয়ে বসে হাঁটুগেড়ে, কাত হয়ে, কুঁজো হয়ে বুক চিতিয়ে নানা কসরতে এ ওকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করছে। খটাখট শব্দ আর থামে না তরোয়ালের।

একটা বিরাট জাঁদরেল চেহারার মানুষ বসে বসে দেখছে ওদের খেলা। এইবার সে হেঁকে উঠলো—"শেষ খেলটা দেখিয়ে দাও! শেষ খেলটা দেখিয়ে দাও! মনে রেখো, শেষের প্যাঁচটাই আসল জিনিস, ওটা ঠিকমত উতরে গেলে তবেই হাততালি!"

আরও দুই এক মিনিট খটাখটির পর লম্বা ছেলেটা তরোয়াল বাগিয়ে ধরে সামনে দিলে এক লাফ। যেন এক্ষুণি এক ঘায়ে সে বেঁটে

ছেলেটার মাথা দু'ফাঁক করে দেবে একেবারে। কিন্তু ঐ যা। মাথায় কোপ বসাবার আগেই তার নিজের পেট ফেঁসে গিয়েছে। বেঁটে ছেলেটা পাশের দিক্ দিয়ে পিছলে এসে কোন্ ফাঁকে তরোয়াল বসিয়ে দিয়েছে তার পেটের ভিতর।

লম্বাটা চিতপাত হয়ে পড়ে গেল, বেঁটেটা তার পেট থেকে তরোয়াল বার করে এনে সেটাকে ওর বুকের ওপর ধরল, আর জাঁদরেল লোকটা অন্য দর্শক নেই বলে নিজের হাতেই তালি দিয়ে উঠল।

এতক্ষণে তার চোখ পড়ল নিকোলাসদের উপর—"এই না হলে থিয়েটার?" তার পর হঠাৎ স্মাইকের দিকে চোখ পড়তেই জাঁদরেল লোকটা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

এই লোকটিই ক্রামল্‌স, থিয়েটার পার্টির মালিক ও ম্যানেজার।

ক্রামল্‌সের ওরকম তাকানো দেখে নিকোলাস বিব্রত বোধ করল, আর কী বলা যেতে পারে তা ভেবে না পেয়ে বলল—"ওটি আমার বন্ধু, মিস্টার স্মাইক।"

"কী আশ্চর্য চেহারা!" যেন নিজের মনেই বলছে ক্রামল্‌স—"যেন রোমিও-জুলিয়েট নাটকের বস্থিটা রক্তমাংসের দেহ নিয়ে উঠে এসেছে। তেমনি হাড্ডিসার চেহারা, তেমনি ক্ষুধার্ত চাউনি। ওঃ একে যদি বস্থির ভূমিকা দিয়ে স্টেজে তুলতে পারি! আর আপনি, আপনি তো মশাই জ্যান্ত রোমিও একেবারে! আসুন না দু'জনে আমার থিয়েটারে!"

"থিয়েটারে?" চমকে উঠে নিকোলাস বলে—"থিয়েটারে আসব মানে কি মশাই?"

"কেন? অভিনয় করবেন থিয়েটারে।" ক্রামল্‌স লোভ দেখায়—"যেমন আমি করি, যেমন করে আমার ওই দুই ছেলে, করে আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে! গোটা বংশটাই আমরা স্টেজে উঠি। ওর মত কাজ আর পাবেন? ভাল ভাল পোশাক পরে রাজাগজা সাজবেন, লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়বেন, চচ্চড় করে হাততালি দেবে দর্শকেরা। আসুন না আমাদের দলে।"

এত প্রলোভনেও নিকোলাস টলে না দেখে ক্রামল্‌স ঘুরিয়ে দিলেন কথার মোড়—"পোর্টস্‌মাউথে চলেছেন কেন ?"

"জাহাজে নাবিকের চাকরি নেব বলে।" জবাব দেয় নিকোলাস।

"ফুঃ ! পেলে তো নেবেন !"

"সেকি মশাই, পাব না কেন ? হাজার হাজার জাহাজ পোর্টস্‌মাউথে !"

"জাহাজ যদি হাজার হয়, নাবিক আছে পঞ্চাশ হাজার। কেউ পাঁচ, কেউ দশ, কেউ বিশ বছর জাহাজের কাজ করছে। তুনিয়ায় হেন সমুদ্দুর নেই, যেখানে হানা দেয়নি। সে সব পাকা লোককে ফেলে আপনাকে নেবে কেন ? তা ছাড়া আপনার ওই মিস্টার স্মাইক, ওর যা শরীর, ওকে তো জাহাজের জেটিতেও ঢুকতে দেবে না কেউ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে যেতে চান যদি, যান তবে। কিন্তু জাহাজের চাকরি জোটাতে যুগ কেটে যাবে এও আমি বলে রাখছি আপনাকে।"

রীতিমত ঘাবড়ে গেল নিকোলাস এসব কথা শুনে। তাই তো! এত কষ্ট করে পোর্টস্‌মাউথ আসা গেল, এখন তো ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই। হেঁটেই ফিরতে তারা রাজী বটে, কিন্তু পথে খেতে তো হবে! আজকের এই হোটেলের খরচা মেটাবার পরে আর এমন পয়সা তার হাতে থাকবে না, যা দিয়ে তু'জনের তু'পেয়ালা কফিও কেনা যায়। তবে ?

দেখাই যাক দিনকতক থিয়েটার করে। সাধা লক্ষ্মী সত্যিই পায়ে ঠেলতে নেই। আপাতত দাঁড়াবার জায়গা তো হোক !

পরদিন পোর্টস্‌মাউথে পৌঁছেই ওরা ক্রামল্‌সের থিয়েটারের দলে যোগ দিল। নিকোলাস ফরাসী ভাষা জানে বলে অভিনয় ছাড়াও আরও এক কাজের ভার পড়ল তার উপর। ক্রামল্‌স একখানা ফরাসী নাটক এনে দিল তাকে। বলল—"এই নাটকখানা ইংরেজীতে অনুবাদ করে ফেলুন চট্ করে। মৌলিক নাটক বলে এটা অভিনয় করব আমরা। আপনি হবেন আমাদের নিজস্ব নট-নাট্যকার।"

সত্যিই অভিনয়ে নাম হয়ে গেল ওদের। নিকোলাস আর স্মাইক

ছু'জনারই। খাওয়া পরার কষ্টও রইল না। এক রকম আরামেই দিন কাটতে লাগল। অনুবাদের নাটকখানা বেশ জমে গেল বরাত গুণে। তখন নিকোলাসের একটা সম্মান-রজনী ঘোষণা করল ক্রামল্‌স। কুড়িটা পাউণ্ডও তা থেকে পেল নিকোলাস। আশাতীত অর্থ তার পক্ষে।

টাকা পেয়েই নিকোলাসের প্রথম কাজ হল জন ব্রাউডির দেনার এক পাউণ্ড মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেওয়া। বহু ধন্যবাদ দিয়ে তাকে এক চিঠিও লিখল।

তার দ্বিতীয় কাজ হল নিউম্যান নগ্‌সের নামে দশ পাউণ্ড পাঠিয়ে দেওয়া, তার মায়ের জন্যে, আর তৃতীয় কাজ হল স্মাইকের জন্যে একটা গরম কোট কেনা। বেচারা তো কোট পেয়ে আনন্দে আটখানা। জীবনে সে নতুন কোট গায়ে দেয়নি কোনদিন।

নিউম্যান নগ্‌স কিন্তু টাকা পেয়েই এক চিঠিতে লিখল—"তুমি এক্ষুণি চলে এস এখানে, বিশেষ দরকার।"

চিঠি পেয়ে নিকোলাস মহা চিন্তায় পড়ে গেল। কী দরকার এত, যাতে তাকে এক্ষুণি চলে আসতে হবে? এই সবে একটু নাম হচ্ছে এ লাইনে, সবে এই ছুটো পয়সার মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আর এক্ষুণি?

কিন্তু তার পরেই তার মনে হল, কোন গুরুতর কারণ না থাকলে নিউম্যান নগ্‌স তাকে লণ্ডনে ফিরে যেতে বলত না এত তাড়াতাড়ি।

কিন্তু সে কারণ কী হতে পারে?

নিকোলাসের মন বলে উঠল—সে কারণ তার মা-বোনের কোন বিপদ নিশ্চয়ই। রাল্‌ফের কোন চক্রান্তে পড়ে নিশ্চয়ই তারা বিপন্ন হয়েছে। নিকোলাস ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব নয় বলেই হয়ত নিউম্যান তাকে চলে আসবার জন্যে তাগাদা দিয়েছে।

এই ধারণা মাথায় আসতেই নিকোলাস আর দেরি করল না। থিয়েটারের চাকরিতে ইস্তফা দিল। ক্রামল্‌সের কাতর অনুরোধেও কর্ণপাত না করে স্মাইককে নিয়ে আবার ফিরে চলল লণ্ডনের পথে।

*

*   *

সার মালবেরি হল পাকা শিকারী। পিছনে লেগে থাকতে পারলে শিকারকে শেষ পর্যন্ত ঘায়েল করা যায়ই, এই হল তাঁর মন প্রাণের ধারণা।

সেদিন রাল্‌ফের বাড়িতে কেট তাঁর হাত ছাড়িয়ে পালালো, তা ঠিক। মালবেরি তার দরুন রেগে গেলেও হতাশ হননি। ঐ রাল্‌ফকে দিয়েই তিনি কাজ হাসিল করবেন, মনে মনে দৃঢ় সংকল্প তাঁর।

কোথায় থাকে কেট?

ঠিকানা ঐ রাল্‌ফ ছাড়া আর কেউ জানে না।

মালবেরি সেজন্য ভেরিসফ্‌টকে লাগিয়ে দিলেন রাল্‌ফের পিছনে। স্বয়ং লর্ড ফ্রেডারিক ভেরিসফ্‌ট—যার ঘাড়ে চেপে বসেই মালবেরি কিনা আরামে খাচ্ছেন দাচ্ছেন, আর মজা ওড়াচ্ছেন।

বোকা মানুষ ভেরিসফ্‌ট। মালবেরি তাকে বলল—"আমি তো তোমার জন্যেই ওকালতি করছিলাম মেয়েটার সঙ্গে! আমার নিজের কি আর ওসব ব্যাপারে রুচি আছে মনে কর? আরে রামঃ!"

"আমার জন্যেই?" ভেরিসফ্‌ট বোকা হলেও কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারেন না হঠাৎ।

"নিশ্চয়ই! প্রমাণ চাও? তুমি যাও রাল্‌ফের কাছে, মেয়েটার ঠিকানা জেনে নাও, দেখা কর তার সঙ্গে, দেখবে আমি তার কাছেও ঘেঁষব না।"

এবার আর ভেরিসফ্‌টের অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। সে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে তক্ষুণি চলে গেল রাল্‌ফের বাড়িতে আর নানা ভূমিকার পরে জানতে চাইল কেট নিকল্‌বির ঠিকানা।

ঠিকানা দিতে রাল্‌ফের আপত্তি নেই। কেটকে সামনে রেখে বোকা লর্ডকে টোপে গেঁথে তোলাই তো তার উদ্দেশ্য। প্রথমে সে ভেরিসফ্‌টকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিল যে টাকাপয়সার লেনদেন ভেরিসফ্‌ট আর কোন মহাজনের সঙ্গে কোনদিন করতে পারবে না, তারপর তাকে দিয়ে দিল উইটিটার্লিদের বাড়ির ঠিকানা, যে বাড়িতে কেট আছে গিন্নীর সঙ্গিনী হয়ে।

কেটের মা কোথায় থাকেন সে ঠিকানাও জেনে নিতে ভুলল না ভেরিসফ্‌ট। হয়ত মাকে পটানোরও দরকার হবে মেয়েকে হাতে আনতে হলে। এ বুদ্ধিটা মালবেরিই দিয়ে দিয়েছিল তাকে।

ঠিকানা নিয়ে ভেরিসফ্‌ট ফিরে গেল। মালবেরি একেবারে উদাসীন। একবার জিজ্ঞাসাও করল না যে রাল্‌ফের বাড়ি যাওয়ার ফলাফল কি হল। সে যেন ভুলেই গিয়েছে কথাটা এমনি ভাব দেখায়।

কিন্তু ভেরিসফ্‌ট তো নিজের বুদ্ধিতে কাজ করতে অভ্যস্ত নয়! ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে, এখন যেতে হবে ঐ ঠিকানায়। কীভাবে কী অছিলায় যাওয়া হবে, সে সব ভেবে ঠিক করার মত মাথা এই লর্ড সন্তানের নেই। তাকে কাজেই মালবেরির শরণ নিতে হল।

অতি সহজ উপায় বাতলে দিল মালবেরি। উইটিটার্লিদের বাড়ির চাকর দরোয়ানদের ঘুষ দেওয়া। কবে কোন্‌ থিয়েটারে ওরা যাবে, আগে থাকতে খবরটা দেবে তারা, আর কিছু নয়।

ইতিমধ্যে মালবেরিরা গিয়ে আলাপ জমাল কেটের মায়ের সঙ্গে। রাল্‌ফের নাম করেই ওরা ভিড়েছে সেখানে। সাংসারিক বুদ্ধি মহিলাটির কম। রাল্‌ফের বন্ধু এরা, সুতরাং নিশ্চয়ই বড়লোক ও ভাল লোক। এদের সমাদর করতে তিনি বাধ্য, এই তাঁর ধারণা।

আলাপ শুরু হতেই ওদের নির্লজ্জ তোষামোদে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মিসেস নিকল্‌বি। মনে হল এদের মত চমৎকার লোক পৃথিবীতে আর নেই।

সুযোগ বুঝে ওরা একদিন রাল্‌ফের নাম করে তাঁকে নিমন্ত্রণ করল থিয়েটার দেখবার জন্যে। রাল্‌ফ গাড়ি পাঠাবেন, গাড়িতে চড়ে উনি থিয়েটারে গেলেই সেখানে রাল্‌ফের সঙ্গে দেখা হবে।

সরল বিশ্বাসে রাজী হয়ে গেলেন মহিলা। অভিনয় দেখার শখও তাঁর আছে বইকি!

কিন্তু থিয়েটারে পৌঁছে রাল্‌ফকে তিনি দেখতে পেলেন না। আসলে রাল্‌ফ তো জানেই না এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ।

ভাসুর যদি না আসেন, তবে অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে বসে একাকিনী তাঁর পক্ষে থিয়েটার দেখা সম্ভব হবে না, এই কথা বলে তিনি উঠে পড়বার কথা চিন্তা করছেন, এমন সময় ওদের ভিতর একজন কেউ বলে উঠল—"দেখুন তো, ওদিকের ওই বক্স থেকে একটি মহিলা আপনাকে কী যেন ইশারা করছেন না?"

আসলে ইশারা কেউ করছে না, ও বক্সের মহিলাটির দিকে এ মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এদের উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। মিসেস নিকল্‌বি একবার ওদিকে তাকিয়েই আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন—"এ কী কাণ্ড! ও যে আমার মেয়ে কেট!"

এত উত্তেজিত হয়ে তিনি কথা কইছিলেন যে কেট তা শুনতে পেল। সে মনিবদের সঙ্গে তাঁদেরই বক্সে বসে অভিনয় দেখছিল।

আর যায় কোথায়? এ বক্স থেকে লর্ড ভেরিসফ্‌ট আর সার মালবেরি এগিয়ে গেলেন, আলাপ শুরু করলেন মিস্টার আর মিসেস উইটিটার্লির সঙ্গে। একটা সুবাদ খাড়া হয়েছে তো আলাপ করবার! এ বক্সের মায়ের মেয়ে রয়েছেন ও বক্সে, সুতরাং সবাই তো সবাইয়ের আত্মীয়!

কেট যেন পাথর বনে গেল। আবার সেই ভেরিসফ্‌ট আর মালবেরি? আর তাদেরই খপ্পরে কিনা তার মা? কেমন করে তার মায়ের সঙ্গে যে ওদের এত খাতির হয়ে গেল, তা সে কিছুই আন্দাজ করতে পারল না।

কিন্তু আপাতত ভেরিসফ্‌ট আর মালবেরি বিশেষ মনোযোগ তার

দিকে দিচ্ছে না। তারা উইটিটার্লিদের সঙ্গে আলাপ জমাতেই ব্যস্ত।

আলাপে ওরা এমনই নিপুণ যে দশ মিনিটের মধ্যেই মিস্টার আর মিসেস উইটিটার্লি দু'জনেই ওদের বন্ধু হয়ে গেলেন। নিজেরা বড়লোক হলেও তেমন সম্ভ্রান্ত সমাজে মেলামেশা ওঁদের নেই। সেই জন্য দু'দুটো উপাধিওয়ালা জমিদারের সঙ্গে আলাপ হয়ে যেতেই ওঁরা আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন একেবারে। ঢালাও নিমন্ত্রণ করে বসলেন—"আসবেন আমাদের বাড়িতে, যখন খুশি আসবেন।"

কেট বুঝল সব। স্পষ্ট দেখতে পেল, তাকে ধরবার জন্যে চতুর ব্যাধ নতুন ফাঁদ পেতেছে এবারে। এ ফাঁদ কেটে সে কেমন করে বেরুবে, তা সে জানে না।

একদিন সে তার মাকে আড়ালে ডেকে অনুযোগ করল—"এ সব লোক ভাল নয় মা। তুমি এদের সঙ্গে মিশেছ কী বলে?"

এর উত্তরে মা তাকে বললেন—"তুই সেদিনের খুকী, তুই আমাকে শেখাবি কে ভাল আর কে মন্দ? এরা তোর জেঠার বন্ধুলোক, তা জানিস? তোর জেঠা যদি ভাল হয় তাহলে এরাও নিশ্চয় ভাল লোক। নাকি তুইও তোর দাদার মত তোর জেঠাকে অসৎ লোক বলে ভাবিস? সে তো একটা নির্বোধ! তাবলে তুই যেন খবরদার তার মত নির্বোধ হোসনে।"

কেট দেখল তার মাকে বোঝানো তার পক্ষে অসম্ভব। এমনকি মালবেরির হাতে তার সেদিনকার লাঞ্ছনার কথা খুলে বললেও মা হয়ত তার অন্য অর্থ করে বসবেন।

নিরুপায় হয়ে সে ছুটে গেল তার জেঠারই বাড়িতে। আশা এই যে তার উপর দয়া করে তার জেঠা এই দুশমন গুলোকে নিরস্ত করবেন। সেবারও তো জেঠাই তাকে রক্ষা করেছিলেন মালবেরির হাত থেকে। কাজেই, অন্য দিকে জেঠার দোষ যতই কেন থাক না, ভাইঝিকে নির্যাতন করতে তিনি হয়ত দেবেন না ওই বদমাশগুলোকে।

কিন্তু বোকা মেয়ে তো জানে না যে সেবারকার অবস্থা আর

এবারকার অবস্থা একরকম নয়। সেবার কেটের শত্রু ছিল নিঃস্ব মালবেরি, এবারকার শত্রু হচ্ছে পয়সাওয়ালা ভেরিসফ্‌ট। এই ভেরিসফ্‌টের হাতে সঁপে দেবার জন্যেই সেদিন তার জেঠা তাকে মালবেরির হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

কেট এসব কিছু জানে না! তাই রাল্‌ফের সঙ্গে দেখা হতেই সে ছলছল চোখে তার দুর্গতির কথা সবই খুলে বলল তাকে। ভেরিসফ্‌ট আর মালবেরি দৈনিক যাচ্ছে উইটিটার্লিদের বাড়িতে, একজন হয়ত আলাপ জমায় মনিবদের সঙ্গে, আর একজন গিয়ে আড়ালে আড়ালে জ্বালাতন করে কেটকে। এ অপমান, এ নির্যাতন আর সইতে পারছে না কেট। ওরা জেঠার বন্ধু। ওরা কথা শোনে জেঠার। জেঠা এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন কেটকে। কেটের বাবার নাম করে কেট ভিক্ষা চাইছে—জেঠা তাকে এ বিপদ থেকে বাঁচান। তা নইলে হয়ত কেটকে আত্মহত্যাই করতে হবে।

কারুর চোখের জলে গলবার পাত্র রাল্‌ফ নন, তা সে যেই হোক। ভেরিসফ্‌টের সাথে লেনদেনের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এমন কিছু তিনি করবেন না। কাজেই তিনি গোটাকতক বাজে সান্ত্বনার কথা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না কেটকে। যথা—"ওতে তোমার ভয় পাবার কী বা আছে বাপু, ও রকম ফষ্টিনষ্টি করা বড়লোকদের স্বভাব। দু'দিন বাদেই ওদের মন অন্যদিকে চলে যাবে, তোমাকে আর তখন চিনতেই পারবে না ওরা। দুটো দিন ধৈর্য ধরে থাক, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এগুলো যে একান্তই মিথ্যে স্তোক, তা বুঝতে সরলা কেটেরও কোন কষ্ট হল না। কিন্তু আর সে করবেই বা কী? যতখানি সম্ভব, কান্নাকাটি সে করেছে। কোন ফলই হল না, পাষাণ গলানো গেল না। চোখের জল মুছে কেট বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ভগবান মাত্র ভরসা তার। মানুষের ভিতর এমন কেউ নেই, যে তার এতটুকুও সাহায্য করতে পারে।

ভগবানই ভরসা, তা ঠিক। কিন্তু মানুষের হাত দিয়েই আসে ভগবানের সাহায্য।

রাল্‌ফের সঙ্গে কেটের সব কথা একটি লোক আড়ি পেতে শুনেছিল, সে নিউম্যান নগ্‌স।

কেট যা বিবরণ দিয়েছে, তা থেকে নিউম্যানের বুঝতে বাকী নেই যে ওর সর্বনাশ আসন্ন। যে কোন মুহূর্তে একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। অথচ তার নিজের কিছু করবার ক্ষমতাও নেই। ক্ষমতা আছে রাল্‌ফের, কারণ কেট তার ভাইঝি। কিন্তু রাল্‌ফই ঐ রাক্ষসদের লেলিয়ে দিয়েছে এই নধর মাংসখণ্ডের পিছনে! দিয়েছে নিজের স্বার্থের খাতিরে, এবং সে কখনও বাধা দেবে না এ ব্যাপারে।

আর একজন আছেন, যাঁর ক্ষমতা সবাইয়ের চেয়ে বেশী কেটকে রক্ষা করতে, তিনি ওর মা। কিন্তু এমনি কেটের অদৃষ্ট, তিনিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে মালবেরিরা জনে জনে এক একজন সাধুপুরুষ, তাঁদের দ্বারা ক্ষতি কিছু হবে না।

তৃতীয় একজনও আছে এই পাষণ্ডদের বাধা দেবার। সে নিকোলাস, কেটের ভাই। দুর্ভাগ্য এই যে, সে এখন বহুদূরে। তবু আশায় বুক বেঁধে নিউম্যান তাকেই চিঠি লিখল। আশা এই যে, সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই এসে পড়তে পারবে নিকোলাস।

নিকোলাস আর স্মাইক এসে উঠল একটা হোটেলে। তারপর স্মাইককে সেখানে রেখে নিকোলাস চলে গেল নিউম্যান নগ্‌সের বাড়ি। সব ঘটনা আগে শোনা দরকার। কী এমন জরুরী দরকারে নিউম্যান তাকে পোর্টস্‌মাউথ থেকে ডেকে এনেছে, তা জানবার জন্যে ছটফট করছে নিকোলাস।

মজা দেখ, নিউম্যান ঘরে নেই! পাশের ঘরের লোকটি বলল রাত বারোটার আগে নিউম্যান ফিরবে না।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আজ রাত্রে নিকোলাসকে কিছু বলতে ইচ্ছুক নয় নিউম্যান। নিজের মুখ থেকে গল্পটা শোনাতেই চায় না সে। কাল সকালে কেটের সঙ্গে দেখা করুক নিকোলাস। কেটই বলবে যা তার বলবার। সেই বরং ভাল। আজ নিকোলাস আসতে পারে ভেবেই নিউম্যান গা ঢাকা দিয়েছে।

কাজেই নিকোলাসকে যেতে হল তার মায়ের কাছে। মা নিশ্চয় জানেন ব্যাপারখানা কী।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, মাও বাড়িতে নেই, গিয়েছেন থিয়েটারে।

থিয়েটারে? অবাক্ হয়ে যায় নিকোলাস। নিউম্যানকে যদি অবিশ্বাস করতে না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে গুরুতর একটা ব্যাপার চলেছে এখানে। অথচ মা তার থিয়েটারে। তবে কি মা জানেন না এসব ব্যাপার?

তা যদি হয়। তবে ব্যাপার আরও সাংঘাতিক বলে বুঝতে হবে।

নানারকম দুশ্চিন্তা করতে করতে পথে পথে ঘুরতে লাগল নিকোলাস। কোন্ দিক্ দিয়ে কতদূরে যে সে চলে গেল তার হুঁশই নেই। তারপর শ্রান্ত হয়ে এক সময় সে একটা কফি-হাউসে ঢুকে পড়ল। ইচ্ছে যে এক পেয়ালা কফি পান করে সে রাত্রির মত হোটেলে ফিরে যাবে।

কফির জন্যে বসে আছে একা একটা টেবিলে। ঘরখানাতে বেশী লোক নেই এত রাত্রে। মাত্র একখানা টেবিলে গুটি চার-পাঁচ লোক।

লোকগুলো খুবই মদ খেয়েছে সন্দেহ নেই! অকারণ চেঁচিয়ে কথা কইছে, হাসাহাসি করছে, এমন সব আলাপ করছে অশ্লীল ভাষায় যে নিকোলাস অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

কফিটা এলেই খেয়ে নিয়ে উঠে পড়বে। কতক্ষণে কফি আসে, কতক্ষণে কফি আসে—এই কেবল ভাবছে নিকোলাস। হঠাৎ সে চমকে উঠে পরের মুহূর্তেই একেবারে জমে গেল যেন।

ওই টেবিলটা থেকে একটা লোক বলে উঠেছে—"ঐ ছুঁড়ী কেট নিকল্‌বি—"

কেট নিকল্‌বি? ভুল শোনেনি তো নিকোলাস? কেটের কথা ভাবতে ভাবতে এমনি সে মশগুল হয়ে আছে যে কেউ কেটের নাম না করলেও হাওয়ায় সে নাম শুনতে পাওয়ার মতই তার অবস্থা এখন। ভুলই শুনেছে হয়ত।

কিন্তু না! আবার একটা অশ্লীল কথার সঙ্গে আবার সেই নাম—"ছুঁড়ী নিকল্‌বি—"

নিকোলাস তিন লাফে গিয়ে দাঁড়াল সেই টেবিলের সামনে। পকেট থেকে নিজের কার্ড ছুড়ে দিল ঐ লোকটার সমুখে, বলল —"আপনার নাম?"

লোকটা খুবই অবাক্ হয়ে একবার নিকোলাসের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল টেবিলের উপরকার কার্ডের দিকে। তারপরই বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বলল—"ওহো তুমিই তার সেই ভাইটা, বটে? ও!"

এই বলে সে নিকোলাসের কার্ডখানা তুলে দিল খানসামার হাতে, বলল "এটা আগুনে ফেলে দাও।"

"তোমার কার্ড?" কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল নিকোলাস।

"দেব না।"

কার্ডের আদান প্রদানই হল দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথম ধাপ।

"আমায় ফাঁকি দেওয়া তোমার সাধ্য নয়।" বলে নিকোলাস নিজের টেবিলে গিয়ে বসে ধীরে ধীরে নিজের কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল। রহস্যের সন্ধান সে পেয়েছে। কেটকে ঘিরে একটা নারকীয় খেলা শুরু করেছে এই দুর্বৃত্তেরা। এরই জন্যে নিউম্যান চিঠি লিখেছে তাকে। নিশ্চয়! এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

আর নিকোলাস যা করতে যাচ্ছে, তা ছাড়া কোন ভদ্র-লোকের আর কিছু করবার থাকতেও পারে না। ভগ্নীর ইজ্জত নিয়ে যেখানে কথা, সেখানে রক্তপাত—হয় রক্ত দেওয়া, নয় রক্ত নেওয়া—এ ছাড়া আর নেই কোন তৃতীয় পথ।

ও লোকগুলো কিন্তু মোটেই যেন গ্রাহ্য করছে না নিকোলাসকে। ভুলেই যেন গিয়েছে নিকোলাসের কথা। যেমন হাসি মশকরা চলছিল, তেমনিই চলছে। কেটের নাম আবারও উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল মালবেরি—

হ্যাঁ, এরা মালবেরি হকএরই দল। এ দলে লর্ড ভেরিসফ্‌ট আছেন, পাইক প্লাকেরাও আছে, মালবেরি নিজে তো আছেই। তাকেই কার্ড দিয়েছে নিকোলাস একটু আগে।

মালবেরি আবারও তেমনি "ছুঁড়ী কেট" বলে রসিকতা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা দিলেন লর্ড ভেরিসফ্‌ট। দুশ্চরিত্র হলেও এখনও মালবেরির মত অতখানি বেপরোয়া হতে পারেননি এই লর্ডসন্তান। লজ্জা সম্ভ্রম বলে একটা জিনিস এখনও তাঁর আছে। নীচু গলায় তিনি যেন মালবেরিকে কী বললেন। মালবেরি হাসল, কিন্তু কেটের নাম আর সে উচ্চারণও করলে না তার পর থেকে।

একটু পরেই ভেরিসফ্‌ট উঠে চলে গেলেন। পাইক প্লাকও গেল। টেবিলে বসে রইল একা মালবেরি। তখনও সে একা একা বসে ঢুকঢুক করে মদ খাচ্ছে। তাকিয়েও দেখছে না নিকোলাসের দিকে। একটা কীটপতঙ্গের মতও যেন বিবেচনা করছে না তাকে।

তারপর মালবেরিও উঠে দাঁড়াল। খানসামা এসে কোট পরিয়ে দিল তার গায়ে। সে ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে বেরুতে লাগল ঘর ছেড়ে।

এইবারে নিকোলাসও উঠল। ঠিক মালবেরির পিছনে পিছনে পায়ে পায়ে সেও বেরুলো।

তবু মালবেরি তার দিকে ফিরে তাকায় না।

কিন্তু অবশেষে তাকাতে হল।

মালবেরি গাড়িতে উঠে বসেছে, নিকোলাস গিয়ে চেপে ধরল ঘোড়ার মুখের লাগাম।

আর তো তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না এবারে—"বদমাশ!" বলে হুংকার করে উঠল মালবেরি।

"তোমার নাম ঠিকানা?"

"ভিখিরি কোথাকার!" বলে হাতের চাবুক হাঁকাল মালবেরি নিকোলাসের ওপরে।

নিকোলাস সতর্ক ছিল, মাথাটা চট করে হেলিয়ে নিল! আঘাতটা লাগল বটে, কিন্তু কানের কাছে সামান্য একটু। চাবুকের সাঁইসাঁই শব্দ

শুনেই ঘোড়া ছুটতে চাইছিল, কিন্তু নিকোলাস বাঁ হাত দিয়ে ঘোড়ার লাগাম এত জোরে চেপে রেখেছে যে ছোটার সাধ্য তার নেই।

বাঁ হাত দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখে, ডান হাতের এক হ্যাঁচকা টানে সে মালবেরির হাত থেকে চাবুক ছিনিয়ে নিলে। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল—"তোমার নাম ঠিকানা ?"

তার উত্তরে তাকে একটা অশ্লীল গালি দিয়ে মালবেরি হাঁকল—"পুলিস।"

আর সেই হাঁক বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সপাং করে তারই চাবুক ফিরে এসে পড়ল তারই মুখে। এমন আচমকা আর এমন জোরে সে চাবুকটা এসে পড়ল যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে তা আন্দাজ করতে পারার আগেই মালবেরির চোখের কোণ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত সমস্ত মুখটা কেটে হাঁ হয়ে গেল একেবারে।

আর বার বার সাঁইসাঁই শব্দ শুনতে শুনতে ভয় পেয়ে, ঘোড়াটা সেই সময় এমন একটা লাফ দিল যে, নিকোলাস ছিট্‌কে পড়ে গেল রাস্তায়। গাড়ির চাকা প্রায় তার গা ঘেঁষে বেরিয়ে চলে গেল।

আগাপাছতলা ধুলোয় ভূত সেজে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই নিকোলাস নিজের গায়ের সবগুলো হাড় টিপে টিপে দেখল। না, ভাঙেনি কিছুই। তবে রক্ত ঝরছে এখান সেখান থেকে, ছড়েও গিয়েছে নানান জায়গায়। তা যাক, ওতে কিছু যায় আসে না। বদমাইশটাকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাতে আপাতত তাকে আর কেটের নাম করে হোটেলে হোটেলে খেউড় গেয়ে বেড়াতে হবে না।

রক্ত আর ধুলোমাখা সেই চেহারা নিয়ে সেই রাত্রেই নিকোলাস গেল নিউম্যানের কাছে। নিউম্যান তো আঁতকে উঠল তার অবস্থা দেখে। নিকোলাস তাকে আশ্বস্ত করে বলল—"আমার কিছুই লাগেনি। মজা টের পেয়েছে সেই বদমাইশটা। কে সে তা জানিনে, তবে তার আর কেটকে জ্বালাতন করতে হবে না। শোনো, আমি সব জেনেছি। খুব সময়ে আমাকে খবর দিয়েছিলে কিন্তু।"

এই কথার পর, লণ্ডনে পৌঁছানোর পর থেকে তার যা যা ঘটেছে,

তা সবই সবিস্তারে বলে গেল নিকোলাস। কথা শেষ করে দুজনে পরামর্শ করল কিছুক্ষণ, তারপর রাত্রির মত বিদায় নিয়ে হোটেলে চলে গেল সে। যেতে হবেই তাকে, স্মাইক সেখানে একা আছে, নিকোলাস না গেলে সে ভয়ানক ভাববে।

পরের দিন সকালেই নিকোলাস গিয়ে উইটিটার্লিদের বাড়িতে দেখা দিল। ঠিকানা সে আগের রাত্রেই নিউম্যানের কাছে নিয়ে নিয়েছে।

কেট তখন বাড়ির বাগানে বেড়াচ্ছিল। দাদাকে দেখে প্রথমে সে অবাক্ হল, তারপর কেঁদে ফেলল। গভীর দুশ্চিন্তার পরে নিশ্চিন্দি হওয়ার যে আনন্দ, সেই আনন্দেরই অশ্রু এটা।

নিকোলাস বলল—"একটা দুশমনকে আমি উচিতমত সাজা দিয়েছি, কিন্তু সে কথা এখন থাকুক্। তুই চল, এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে। এখানে থাকলে ওদের দল আবার কী বিপদ বাধাবে, কে জানে।"

"কিন্তু মায়ের কাছে যদি আমায় নিয়ে যাও, সেও তো জেঠার বাড়ি, সেখানেও এরা রীতিমত পসার জাঁকিয়ে বসেছে।"

"না, জেঠার বাড়িতেও আর নয়। আমার বিশ্বাস, ওই পাষণ্ড জেঠাই আছে এই সমস্ত অনর্থের মূলে। আমরা আপাতত আবার সেই ছবি-আঁকিয়ে মিস্ লা-ক্রিভির বাড়িতে যাব। লোকটি ভাল।"

উইটিটার্লিদের কাছ থেকে বিদায় নিতে বেশী সময় লাগল না। মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না—এই কথা শুনেই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে কেটকে রেহাই দিয়ে দিলেন।

সামান্য যা জিনিসপত্র তার ছিল, তা গুছিয়ে নিয়ে কেট দাদার সঙ্গে নদীর ধারের বাড়িতে এসে পৌঁছোলো। তার মা তো দুই জনকে একত্রে দেখে অবাক্। আরও বেশী অবাক্ হলেন—যখন নিকোলাস তাঁকে জানাল যে এইদণ্ডে এ বাড়ি ছেড়ে তাঁকে আবার সেই লা-ক্রিভির বাড়িতে যেতে হবে।

অবাক্ই শুধু নয়, বিরক্তও তিনি কম হলেন না। মালবেরিরা খারাপ লোক? অমন বড়লোকেরা কখনও খারাপ হতে পারে? কেট নিশ্চয়ই আগাগোড়া ভুল বুঝেছে ওদের। নিশ্চয়ই কেট সম্বন্ধে

ওদের উদ্দেশ্য ভালই ছিল। হয়ত লর্ড ভেরিসফট্ বিয়েই করতেন কেটকে। সেইটে যাতে ঘটে, সেইজন্যেই তো উনি অত করে মিশছিলেন ওদের সঙ্গে। কাজ গুছিয়েই এনেছিলেন প্রায়, এমন সময় এরা দুই ভাইবোনে মিলে দিলে সব ভেস্তে।

যাকগে! যা ভাল বোঝো কর, উনি আর থাকবেন না কোনও কথায়। মিসেস নিকল্‌বি এমন একটা ভঙ্গী করলেন যেন তাঁরই উপরে ছেলেমেয়েরা দারুণ একটা অন্যায় করছে।

কিন্তু যেতে তাঁকে হলই। নিকোলাস তাঁকে যেতে বাধ্য করল। মিস্ লা-ক্রিভি তো ওদের পেয়ে খুব খুশী।

নিকোলাসের প্রথম কাজ শেষ হল।

এরপর খবর নেওয়া যে মালবেরি হকটা মরেছে কিনা। মরে যদি থাকে, তাহলে নিকোলাসকে খানিকটা ভোগান্তি সইতে হবে পুলিসের হাতে।

না, দেখা গেল সেদিকে ভয়ের কিছু নেই। বিছানায় এখন ঢের দিন পড়ে থাকতে হবে বটে, কিন্তু মরবে না।

তারপর স্মাইককে এনে মা-বোনের কাছে ভিড়িয়ে দেওয়া। স্মাইকও এদের সংসারের একজনই হয়ে থাকবে এখন থেকে। নিকোলাস তাকে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—"মা, তোমার মত দয়ার শরীর তো আর কারও নয়। এ ছেলেটা বড় অভাগা, তোমার কাছে স্নেহ পেয়ে ও সারা জীবনের দুঃখকষ্ট ভুলতে পারবে, এই আশায় ওকে এনেছি।"

তোষামোদে চিরদিনই বশ নিকল্‌বি-গিন্নী। স্মাইককে তিনি খুশী হয়েই গ্রহণ করলেন।

আর কেট?—তাকে কিছু বলবারই দরকার নেই। চিরদুঃখী, স্মাইকের উপর তার সহানুভূতির আর শেষ রইল না।

সব একরকম সুব্যবস্থা করে ফেলে নিকোলাস ভাবতে বসল—ভবিষ্যতে করণীয় কী। সংসারটি নিতান্ত ছোট হল না। হাতে এখনও

সামান্য কিছু অর্থ আছে, তা ঠিক। কিন্তু লণ্ডন শহরে ওতে আর কয়দিন চলতে পারে? একটা কিছু চাকরি এক্ষুনি না পেলেই নয়।

সেই যে এজেন্সিতে আগে একদিন সে গিয়েছিল, আর একবার সেখানে গেলে দোষ কি? এবার তো ভাগ্য খুলেও যেতে পারে!

সেই বাড়িটার কথা মনে হতেই বুকের ভিতর একটা চঞ্চলতা টের পেল নিকোলাস। সেবারে সেখানে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণীকে সে দেখেছিল। দেখেছিল চকিতের জন্যেই। কিন্তু তার কথা সে এখনও ভোলেনি।

আবারও কি দেখা হতে পারে না তার সঙ্গে? ও বাড়িতে হয়ত তাকে আবারও আসতে হবে। হয়ত ওখানে দেখাও হবে! দেখা যাক।

*

*　　*

এজেন্সি-বাড়িটাতে এসে এবারে আর কেরানীর কাছে আগে গেল না নিকোলাস। হলঘরের চার দেওয়ালে হরেক রকম কর্মখালির বিজ্ঞাপন রয়েছে, একটা একটা করে তাই সে পড়তে লাগল। নাঃ, কোনটাই তার উপযুক্ত হবে বলে মনে হয় না।

হতাশ হয়ে সে কেরানীর জানালার দিকেই পা বাড়াতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তার চোখ পড়ল। তিনিও এদিক্ ওদিক্ ঘুরে ঘুরে দেয়ালের বিজ্ঞাপনগুলোই পড়ছেন।

নিকোলাসের প্রথমটায় মনে হল তিনিও চাকরির খোঁজেই এসেছেন। কিন্তু তার পরেই সে বুঝতে পারল যে তার ধারণা ভুল। বেকার লোকের পরনে ওরকম দামী কাপড়-জামা থাকতে পারে না। আর তাদের মুখের চেহারাও অমন নিশ্চিন্দি হাসিমাখা হতে পারে না।

বাস্তবিক, ভদ্রলোকের মুখখানি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার মত। আনন্দ ঝরে পড়ছে যেন সে মুখ থেকে। শুধু আনন্দ নয়, সারা দুনিয়ার উপরেই একটা অপরিসীম ভালবাসার আভাস যেন সে মুখের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোকের মাথার টাক থেকে পেটের নেয়াপাতি ভুঁড়ি পর্যন্ত যেন আপামর-সাধারণের জন্য সদিচ্ছায় ভরা।

না, এ লোক কখনও চাকরি খুঁজতে আসেননি।

তবে কি—তবে কি চাকর খুঁজবার জন্যে এঁর আসা? এরকম এজেন্সিতে নিয়োগকর্তারাও মাঝে মাঝে আসেন, তা জানে নিকোলাস। তবে তাঁরা এসেই ম্যানেজারের ঘরে চলে যান। দুই-চার কথা তাঁর সঙ্গে বলা-কওয়া করেই আবার নিজের গাড়িতে গিয়ে ওঠেন।

তবে এ লোকটি আকৃতির দিক্ দিয়েও যেমন, প্রকৃতির দিক্ দিয়েও তেমনি অসাধারণ হওয়ায় আটক কি! উনি হয়ত নিজেই বিজ্ঞাপন

পড়ে বাছাই করতে চান! কর্মপ্রার্থীদের বিজ্ঞাপনও তো রয়েছে দেওয়ালে!

নিকোলাস সাহস করে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করল—"সার, আমি ভাবছিলাম—মানে, কিছু যদি মনে না করেন—"

ভদ্রলোক হাসিমুখে তাকালেন নিকোলাসের দিকে—"কী ভাবছিলে? ভাবছিলে যে আমারও একটা কাজের দরকার?"

"আজ্ঞে না—ভাবছিলাম যে আপনার যদি কোন কর্মচারীর দরকার থাকে, তা হলে আমি—"

ভদ্রলোক যেন চমকে গেলেন—"বল কি! এত অল্প বয়স তোমার, এমন সুন্দর চেহারা তোমার—আহা হা! চাকরি খুঁজতে হয়েছে এরই মধ্যে?"

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল—নিকোলাসের গায়ে কালো কোট, সব কাপড়ই কালো রঙের। কালো রং শোকের চিহ্ন। নিকট আত্মীয় কেউ মরলে তবেই লোকে কালো রঙের শোক-পরিচ্ছদ পরে। ভদ্র-লোক নিকোলাসের কোটের উপরে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"এটা কার জন্যে?"

"আমার বাবার!" ধরা গলায় উত্তর দিল নিকোলাস।

"আহা হা! সেই জন্যে, অ্যাঁ?" এই বলে নিকোলাসের হাত ধরে তিনি আফিসের বাইরে চলে এলেন, আর খানিকটা পথ এগিয়ে একটা নিরিবিলি গলির ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন—"এইবার বল তো বাবা, তোমার বৃত্তান্তটা! কিছু যদি করবার থাকে, তা নিশ্চয়ই করব আমি।"

এমন দরদে ভরা তাঁর কথাগুলি যে তাই শুনেই নিকোলাসের অর্ধেক দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেল। অন্য লোকের সমুখে নিজের দুঃখকষ্টের কথা হয়ত সে কোনমতেই মুখ ফুটে বলতে পারত না, কিন্তু এঁর কাছে কোন দ্বিধা করবার কথা মাথাতেই এল না নিকোলাসের। ডেভন-শায়ারে তার বাবার মৃত্যু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ তাকে যত বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে পথ করে চলতে হয়েছে, সবই সে খুলে বলল তাঁকে।

"আহা-হা, বটে বটে, সাবাস সাবাস!" এই রকম এক একটা অব্যয় মাঝে মাঝে উচ্চারণ করা ছাড়া এই গল্প শোনার সময়টাতে ভদ্রলোকটি অন্য কোন কথাই বলেননি। এইবার গল্প শেষ হতেই, নিকোলাসের হাত ধরে চলে এলেন বড় রাস্তায় আর তাকে নিয়ে চড়ে বসলেন অমনিবাসে। অনেকটা পথ ঘুরে এক জায়গায় এসে নামলেন অবশেষে। আবার সেখান থেকেও হেঁটে হেঁটে গেলেন অনেক রাস্তার অনেক মোড় পেরিয়ে। এই দীর্ঘ পথ চলার ভিতরে নিকোলাসের সঙ্গে দুটি একটির বেশী কথা তিনি বলেননি।

রাস্তার উপরেই একটা বন্ধ গেট, দরোয়ান সেটা খুলে দিয়েই হাসিমুখে সেলাম করল মনিবকে। ইনি মিস্টার চার্লস চিয়ারিব্‌ল, এই কারখানার মালিকদের ভিতর একজন। ওঁর একমাত্র অংশীদার হলেন ওঁরই যমজ ভাই মিস্টার নেড চিয়ারিব্‌ল।

চারিদিকে কাঁচের বেড়া দেওয়া একটা কামরায় মোটা মোটা হিসেবের বই সামনে নিয়ে বসে আছেন একটি ভদ্রলোক, চিয়ারিব্‌ল মশাইয়ের চাইতেও বয়সে কিছু বড় বোধ হয়। অমনি ফিটফাট ভদ্র চেহারা এঁরও, কিন্তু মুখ মোটেই হাসিখুশী নয়, বরং গম্ভীর আর সতর্ক। নিজের উপর একটা বিরাট দায়িত্ব যে সব সময়েই চেপে বসে আছে, সে বিষয়ে যেন অতিমাত্র সচেতন।

"টিম, ভাই নেড কোথায়, বল তো?" কাচের ঘরের জানালার ভিতর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন চার্লস চিয়ারিব্‌ল!

"তাঁর ঘরেই আছেন।" জবাব দিলেন টিম লিনকিনওয়াটার। দিয়েই নিকোলাসের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখা নজরে তাকিয়ে দেখলেন। হয়ত বুঝবার চেষ্টা করলেন যে, মনিবের সঙ্গের লোকটা চোর জোচ্চোর পকেটমার ইত্যাদি কোন শ্রেণীর ভিতর পড়ে কিনা।

একটা লম্বা কারখানা ঘর, তার ভিতর আট দশজন জোয়ান লোক ভারী ভারী গাঁট বাঁধছে। চার্লসকে দেখে প্রত্যেকেই হাসিমুখে নমস্কার করল। চার্লসও হাসিমুখে একটা দুটো কথা প্রত্যেকের সঙ্গেই

বললেন। তার পরেই এসে ঢুকলেন তাঁদের নিজস্ব আফিস বাড়িতে। নিকোলাসকে বাইরের ঘরে বসতে বলে নিজে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করলেন।

একটু বাদে নিজেই এসে নিকোলাসকে ডেকে নিয়ে গেলেন আবার।

নিকোলাস দেখে অবাক্ হয়ে গেল যে, ঘরে বসে আছেন একটি ভদ্রলোক, যাঁর চেহারা অবিকল চার্লস মশাইয়েরই মত একেবারে। চার্লস তার পাশে যদি না দাঁড়িয়ে থাকতেন সেই মুহূর্তে, তা হলে চেয়ারের ভদ্রলোকটিকেই যে সে চার্লস বলে মেনে নিত, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে তবেই বোঝা যায় যে চেয়ারের ভদ্রলোকটি চার্লসের চাইতে সামান্য একটু বেশী মোটা। তা ছাড়া দু'জনের ভিতর আর তিলমাত্র চেহারার তফাত নেই।

চার্লস বলছেন—"এই ছেলেটি, ভাই নেড। এর কথাই আমি তোমায় বলেছি—।"

"ঠিক্, ঠিক।" নেড মশাইয়ের মুখে সেই একই দরদভরা হাসি —"এস বাবা, এস। সবই শুনলাম। এই বয়সেই তোমার···কী দুঃখের বিষয়, বল তো? তা যাক, আমার চার্লস ভাইয়ের সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গিয়েছে—জানো না তো, আমার চার্লস ভাই একটি আশ্চর্য মানুষ। সে কথা যাক, চার্লস, তুমিই ওকে বল, আমাদের দ্বারা কী রকম কি সাহায্য হতে পারে ভদ্রলোকের।"

চার্লস ততক্ষণে বসেছেন নেডের পাশের চেয়ারে। নিকোলাস বসেছে উলটো দিকে। বসে বসে সে কেবল ভাবছে—যা কিছু সে দেখছে বা শুনছে, এসব সত্যি তো!

ইতিমধ্যে কাঁচের খাঁচা থেকে বেরিয়ে টিম লিনকিনওয়াটারও এসে দাঁড়িয়েছে মালিকদের ঘরে, তাকে আগেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন চার্লস। টিমের মুখ-চোখে যা অটুট গাম্ভীর্য; হাসতে যেন তার বাপ-মায়ের মানা আছে!



"কী দেখল নিকোলাস? দেখলো যে সোফার উপরে চার্লস মশাই বসে আছেন; আর তাঁর পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছেন এক সুন্দরী তরুণী।"

এইবার কথা তুললেন চার্লস—"শুনছ হে টিম, যদিও তোমার ছোকরা বয়স। তবু চল্লিশ বছরের উপর চাকরি তো হল! আমরা ভাবছি, কারবারে একটা বখরা গছিয়ে দিয়ে তোমায় আমরা খাটুনি থেকে রেহাই দেব এইবার। তোমার কাজগুলো করবার জন্যে এই ভদ্রলোককে এখন থেকে তালিম দাও তুমি।"

ব্যস্, আর বলতে হল না। খড়ের আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠল টিম। মুখ-চোখের চেহারা দস্তুরমত হিংস্র হয়ে উঠল তার। খরখরিয়ে বলে উঠল সে—"ওসব ষড়যন্ত্রের কথা আমি তো অনেকদিন থেকেই জানি। আমায় বখরা গছানো, আমায় অবসর দিয়ে খাতাপত্র অন্য কারও জিম্মা করে দেওয়া—ও সব তো ঢের পুরোনো কথা। তা নিক না! কে ঐ মোটা মোটা হিসাবের বইয়ের হাল-হদিস ঠিক করতে পারে, করুক না! আমি বখরা নিতে যাব কিসের দুঃখে, শুনি? চল্লিশ বছর ধরে টাকা জমাইনি কি আমি? তোমরা ছাড়িয়ে দিলে আমি না খেয়ে মরব নাকি? না হে না, আমার কাঁচের ঘরে কেউ ঢুকতে আসুক দেখি, আমি দেখে নেব তাকে!"

তার পরই নিকোলাসের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই তার সুর নরম হয়ে এল—"তা এই ভদ্রলোক কাজ শিখতে চান যদি শিখুন না! তাতে আমার আপত্তি কি? আসুন, আমি একখানা টুল পাতার জায়গা করে দেব। মোদ্দা আমি আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি ওঁকে, চিয়ারিব্‌ল ব্রাদার্সের ভারী কারবার; এর হিসাবনিকাশ বুঝে উঠতে পাকা লোকেরও দশটা বছর কেটে যাবে। তড়িঘড়ি মেরে দেব—এরকম ধারণা করে যেন উনি না আসেন।"

"আরে না না, তা কেন ধারণা করতে যাবেন উনি?" বলেন নেড—"বখরার কথা এখন তা হলে থাক, তুমি ওঁকে কাজ শেখাও কাল থেকে।"

"তার আগে আজ রাত্রে একবার ওঁর ঠিকানায় গিয়ে ওঁর মা-বোনের সঙ্গে আলাপ করে এসো।" এটা বললেন চার্লস। তারপর নিকোলাসের দিকে ফিরে কৈফিয়তের সুরে যোগ করলেন—"তোমার

কথা আমরা ষোল আনাই বিশ্বাস করেছি। তবু কি জানো, ব্যবসা হল ব্যবসাই। এর কতকগুলো নিয়মকানুন আছে, সেগুলি মেনে চলাই ভাল। একবার যাচাই করে আসাই ভাল। টিম যদি সন্ধ্যাবেলা যায়—"

"তাহলে তো খুবই ভাল হয়!" বললে নিকোলাস।

নিকোলাস চিয়ারিব্‌ল কোম্পানি থেকে বেরিয়ে এল উড়তে উড়তে। বরাত যে তার কোনদিন এমনভাবে খুলবে, এ যে কল্পনাই করতে পারেনি সে। কারবারটি ভাল, তা বাইরে থেকে এক নজর দেখেই বোঝা যায়। কারবারের মালিকেরা আরও ভাল, তার আভাস ইতি-মধ্যেই সে পেয়েছে। আর এই টিম, কথাবার্তা যত রুক্ষই হোক, কিন্তু কী নিঃস্বার্থ লোক সে! চল্লিশ বছরের উপর এক টুলে বসে কাজ করছে, মনিবেরা মুনাফার বখরা দিতে এলে রুখে উঠছে তাদের উপর! এমন লোকও আছে দুনিয়ায়!

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় লা-ক্রিভির বাড়িতে গিয়ে উদয় হল মিঃ টিম লিনকিনওয়াটার। তখন যেন একেবারে অন্য মানুষ! সে তেরিয়া মেজাজ আর নেই। মিসেস নিকল্‌বির সঙ্গে কী ভদ্র ব্যবহার! কেটের সঙ্গে কেমন মিষ্টি কথা! বিশেষ করে মিস্ লা-ক্রিভির সঙ্গে আধঘণ্টার ভিতরই যেন তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

পরের দিন নিকোলাস টিমের কাঁচের ঘরে টুল পেতে বসে বড় বড় যোগ কষতে লেগে গেল। দেড়গজী অঙ্ক এক একটা—শুধু পাউণ্ড শিলিং পেন্স। জার্মানিতেই চিয়ারিব্‌লদের কারবার সবচাইতে বেশী চলে। কর্তাদের এক ভাইপো এখন সেখানে ব্যবসার তদারক করছেন, তিনি ফিরে এলে কর্তাদেরই অন্য কোন একজন যাবেন ভাইপোর জায়গায়। এমনি পালা করেই ওঁরা কাজ চালান সেখানে।

নিকোলাসের মাইনে হল মাসে দশ পাউণ্ড। তা ছাড়া, শহরের বাইরে চিয়ারিব্‌লদেরই যে ছোট বাড়িখানি খালি পড়ে আছে, সেইখানে সে বাস করতে পারে, বছরে মাত্র কুড়ি পাউণ্ড ভাড়া দিয়ে।

সপরিবারে সেখানেই উঠে এল নিকোলাস।

*   *   *   *

রাজার হালে দিন কাটে নিকোলাসের। কেট ভাবে দুঃখের দিন দুঃস্বপ্নের মতই কেটে গেল বুঝি। এমন কি, চিরদুঃখী স্মাইকের মুখেও এখন হাসি দেখা যায় মাঝে মাঝে।

কিন্তু তাদের এ সুখ একজনের অসহ্য হয়ে উঠেছে! সে রাল্‌ফ নিকল্‌বি।

মিসেস নিকল্‌বি বা কেটের উপর রাগ নেই রাল্‌ফের। যত তাঁর আক্রোশ, সে শুধু নিকোলাসের উপরে। প্রথম যেদিন জেঠা ভাইপোতে দেখা হল, সেদিন থেকেই নিকোলাসের উপর বিষ নজর পড়েছে তাঁর। ছোকরা গ্রাহ্য করে না রাল্‌ফকে, রাল্‌ফের সাহায্যের পরোয়া করে না। রাল্‌ফের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে কেটকে, যে কেট রাল্‌ফের স্বার্থসিদ্ধির একটা উৎকৃষ্ট হাতিয়ার হতে পারত।

সেই দুর্বিনীত ছোকরা যে নিছক নিজের চেষ্টায় লণ্ডন শহরের বুকের উপরে একটা খুব ভাল চাকরি যোগাড় করে মা-বোনকে নিয়ে রাজার হালে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছে, এতে যেন রাল্‌ফের বুকটা চড়চড় করছে অবিরত।

শুধু মা-বোনও নয়, সেই হতভাগা আধপাগলা ছেলেটাকেও সুখে রেখেছে নিকোলাস, এত তার স্পর্ধা। স্কুইয়ার্সের কাছ থেকে কেড়ে আনা ঐ বেওয়ারিশ ছোকরাটা! ওকে ও সুখে রাখে কিসের দাবিতে?

হয়েছে! ঐ স্মাইকের ভিতর দিয়েই নিকোলাসকে জব্দ করবেন রাল্‌ফ। ভেবে ভেবে তিনি একটা সুন্দর ফন্দি ঠিক করে ফেললেন। স্কুইয়ার্সকে চিঠি লিখলেন লণ্ডনে আসতে।

নিকোলাসের হাতে মার খাওয়ার পর, স্কুইয়ার্সের অনেকদিন লেগেছে সুস্থ হয়ে উঠতে। সুস্থ হয়েও সে আর লণ্ডনে আসেনি। এইবার রাল্‌ফের চিঠি পেয়ে সে এল।

রাল্‌ফ পরামর্শ করলেন তার সাথে। রাল্‌ফের কথামত স্মলিকে নিয়ে এল স্কুইয়ার্স। সেই যে স্মলি, যার সঙ্গে সারাসেন-হেড হোটেলে

রাল্‌ফ আর নিকোলাসের দেখা হয়েছিল একদিন! স্ত্রীর আগের পক্ষের দুটি ছেলেকে ডাথবয়েজে নির্বাসন দেবার জন্যে এসেছিল যে স্মলি।

রাল্‌ফ পরামর্শ করলেন স্মলির সাথেও। কী সব লেখা-পড়াও হল।

তারপর একদিন নিকোলাসের শহরতলির বাড়িতে গিয়ে হানা দিলেন রাল্‌ফ, স্কুইয়ার্স আর স্মলিকে নিয়ে।

ওদের দেখে সব চেয়ে ভয় পেয়ে গেল স্মাইক। তাকেই কেড়ে নিতে আসেনি তো মাস্টারটা?

ঠিক তাই। যে ভয় করেছে স্মাইক, তাই বটে। রাল্‌ফই দাবি পেশ করলেন। স্মাইক নাকি স্মলির পুত্র। স্কুইয়ার্সের স্কুলে স্মলিই তাকে পড়তে দিয়েছিলেন। মাঝখান থেকে নিকোলাস ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। নাবালক ছেলেকে কেড়ে আনা ফৌজদারি অপরাধ। অতএব নিকোলাস যদি জেল থেকে বাঁচতে চায়, তবে এক্ষুনি স্মাইককে ছেড়ে দিক। তার বাপ তাকে নিয়ে যাবে। তার মাস্টার তাকে নিয়ে যাবে।

'নাবালক ছেলে' শুনে নিকোলাসের তো হাসি পেল। খেতে না পেয়ে বাড়তে পারেনি, তাই স্মাইককে অত ছোট দেখায়, নইলে তার বয়স প্রায় নিকোলাসেরই সমান।

কিন্তু নাবালক হোক বা নাই হোক, নিকোলাস রাল্‌ফ বা স্মলির হুকুমমত তাকে ছেড়ে দেবে না। সে স্মাইককে সকলের সামনেই জিজ্ঞাসা করল—"এরা বলছে স্মলি তোমার বাবা। তুমি যাবে তার সঙ্গে?"

স্মাইক কাঁপতে কাঁপতে জবাব দেয়—"বাবা কিনা জানিনে। বাবা হলেও আমি তার সঙ্গে যাব না। যখন মাস্টার রোজ আমায় না খাইয়ে রাখত, রোজ চাবুক মেরে আমার পিঠের চামড়া তুলে নিত, তখন বাবা ছিল কোথায়?"

রাল্‌ফ পরম ধার্মিকের মত বলে ওঠেন—"ওরে অকৃতজ্ঞ পিতৃদ্রোহী!"

স্মাইক সে কথায় কান না দিয়ে জোর গলায় বলে উঠল—"আমি প্রাণ থাকতে এখান থেকে যাব না।"

নিকোলাসের দুই হাত ধরে সে কেঁদে ফেলে—"তুমি আমায় যে নরক থেকে উদ্ধার করে এনেছ, আবার আমায় সেখানে পাঠিয়ো না। এবার নিয়ে যেতে পারলে স্কুইয়ার্স আমায় মারতে মারতে মেরেই ফেলবে। মাস্টার তো নয়, রাক্ষস!"

এবার অবাক্ হবার ভান করে স্কুইয়ার্স—"হায় রে অকৃতজ্ঞ ছাত্র! এত যত্ন করে খাওয়ানো পরানো, পকেট খরচা দেওয়া, লেখাপড়া শেখানো সাহিত্য, গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি—সব ভুলে গিয়ে আমায় মিছেমিছি বদনাম দেওয়া যে আমি রাক্ষস!"

নিকোলাস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে—"স্মাইক যেতে চাইছে না, তা সবাই শুনেছেন আপনারা। তার অনিচ্ছায় তাকে নিয়ে যেতে আমি দেব না। আপনারা চলে যান এ বাড়ি থেকে।"

রাল্ফ নাক সিটকে বলেন—"বাপের হাত থেকে ছেলেকে কেড়ে রাখবে তুমি? এদেশে কি আইন নেই?"

তারপর মিসেস নিকল্বিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন—"তুমি ভেবে দেখ বৌমা—এই যে চিঠিপত্র আমার হাতে দেখছ, এগুলি স্মলির প্রথম পক্ষের স্ত্রীর হাতের লেখা। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে স্মাইক স্মলির ছেলে। তার প্রথম স্ত্রী যিনি মারা গিয়েছেন—তিনিই ছিলেন ওর মা। এখন এত সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তোমার ছেলে যদি স্মলির ছেলেকে আটকে রাখে, তাহলে ও জেলে যাবে, এ আমি তোমায় নিশ্চয় করে বলছি।"

নিকল্বি-গিন্নীর বুদ্ধি চিরদিনই কম, তিনি জেলের কথা শুনে দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু নিকোলাস তাঁকে কথা বলতেই দিল না। সে ধমকে উঠল রাল্ফকে—"জেলে কে যায়, সে পরে দেখা যাবে। আপাতত আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান আপনারা। এক্ষুনি যান।"

এর পরে আর সত্যিই থাকা সম্ভব নয়।

"আদালতের পেয়াদা নিয়ে আসব এইবার!" এই বলে শাসিয়ে বেরিয়ে গেল তিন মূর্তি।

রাল্‌ফের মাথায় খুন চেপে গেল। নিকোলাসকে তিনি দেখে নেবেনই। তাকে জব্দ করবার মোক্ষম উপায় হল স্মাইককে ছিনিয়ে নেওয়া। ওইটি করতে পারলে নিকোলাসের মনে যে আঘাত লাগবে, তার ধাক্কা সে আর কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

দলিল আছে। স্মলির প্রথম পক্ষের স্ত্রীর চিঠি। সেই চিঠির বলে রাল্‌ফ স্মলিকে দিয়ে নালিশ করিয়ে দিলেন কোর্টে। নিকোলাসের নামে নালিশ। অপরের ছেলেকে ভুলিয়ে এনে জোর করে ধরে রেখেছে বলে।

* * *

বাড়িতে একটুখানি বাগান আছে, তারই খবরদারি করে স্মাইক, সেই তার একমাত্র কাজ। অতটুকু বাগানে কী আর খাটুনি হতে পারে! নিকোলাস পরামর্শ দিয়েছে—'স্মাইক, তুমি মাঝে মাঝে একটু রাস্তায় ঘুরেটুরে বেড়াও না কেন? ওতে মনটা ভাল থাকবে, শরীরও ভাল হবে।"

ভাল থাকতেই চায় স্মাইক। জীবনে প্রথম সুখের মুখ দেখেছে, এ সুখ ছেড়ে হঠাৎ মরে যেতে সে চায় না। বেড়ালে শরীর ভাল হবে শুনে সে রোজই একটু একটু বেড়াতে শুরু করল।

একদিন এমনিই সে আপন মনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এমন সময় একখানা গাড়ি এসে ঘড়াং করে দাঁড়িয়ে পড়ল ঠিক তারই পাশে। আর তখুনি গাড়ির দরজা খুলে ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়াল স্কুইয়ার্স।

স্কুইয়ার্সকে দেখে স্মাইক একেবারে আড়ষ্ট। ডাথবয়েজ স্কুলে থাকতে স্কুইয়ার্সকে দেখলে সে যেমন ভয়ে জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলত, আজ এই লণ্ডনের বুকের উপরে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়েও ঠিক তেমনি ভাবে সে জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে বসল। সামনে যেন ভূত দেখেছে, একেবারে নিথর নিঃসাড় হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়।

কিন্তু স্কুইয়ার্স তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে তুলল নিজের গাড়িতে।

বাধা দেবার বা চেঁচিয়ে উঠবার কথা ভাবতেও পারল না স্মাইক। অভাগা তখন একেবারে হতবুদ্ধি, অজ্ঞানের মত হয়ে গেছে।

গাড়িতে তুলে তার মুখ চেপে ধরে বসে রইল স্কুইয়ার্স। গাড়ির দরজা বন্ধ। শহরের বুকের উপরে দিনের আলোতে একটা মানুষ যে চুরি হয়ে গেল, তা কেউ জানল না।

স্কুইয়ার্সের গাড়ি এসে থামল সারাসেন-হেড হোটেলে।

এখানে স্কুইয়ার্সের একখানা ঘর আগে থেকেই ছিল, আজ সকালেই সে আর একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে। কারণ আজই তার বাড়ি থেকে শহর দেখতে আসবে তার মেয়ে ফ্যানি। এসে বাবার কাছেই সে থাকবে।

স্মাইককে টেনে এনে ফ্যানির ঘরেই বন্ধ করল স্কুইয়ার্স। তার গায়ের কোট কেড়ে নিল, পায়ের জুতো খুলে নিল। বলল—"লাট সাহেব বনে গিয়েছ শহরে এসে? চল্ আবার সেই ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে কয়লা ভাঙবি আর জল তুলবি। যমকে ফাঁকি দেওয়া সোজা, তবু মাস্টারকে ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়।"

কোট আর জুতো হাতে করে সে বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজায় পড়ল চাবি।

স্মাইক তখনও অজ্ঞানের মত। সে কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। এক একবার তার মনে হচ্ছে—সে কোনদিনই স্কুইয়ার্সের কবল থেকে ছাড়া পায়নি। মাঝের এই সুখের দিনগুলো, নিকোলাসের স্নেহ আর কেটের মধুর ব্যবহার, সবই বুঝি একটা স্বপ্ন, নিছক স্বপ্ন!

ফ্যানি এল সন্ধ্যা নাগাদ। একা এল না, এল তার সই টিলডা আর টিলডার স্বামী জন ব্রাউডিকে নিয়ে। জন ব্রাউডি অল্প দিন আগেই বিয়ে করেছে টিলডাকে। স্ত্রীকে একবার লণ্ডনে বেড়াতে নিয়ে আসবে ভাবছিল কিছুদিন থেকে, তা ফ্যানি আসছে শুনে টিলডা ঝোঁক ধরল যে সেও ঐ সঙ্গেই যাবে। কাজেই ব্রাউডিকেও আসতে হল।

সন্ধ্যাবেলায় খেতে বসেছে সবাই একত্রে। স্কুইয়ার্সের আজ মহা ফুর্তি। মেয়েকে রসিয়ে রসিয়ে শোনাচ্ছে—কী রকম কৌশল করে যে আজ সে স্মাইককে ধরে এনেছে রাস্তা থেকে আর আটকে রেখেছে এই হোটেলেরই উপরের একটা ঘরে।

"স্মাইক ? ধরেছ তাকে ?" ফ্যানি লাফিয়ে উঠল আনন্দে—"আঃ, কী মজাই যে হবে ওকে আবার ডাথবয়েজে নিয়ে ফেলতে পারলে! যাই বল, ভূতের মত খাটতে আর গরুর মত মার খেতে ওর জুড়ি আর তুমি পাবে না।"

জন ব্রাউডিও শুনছে স্কুইয়ার্সের কথা।

এক ফাঁকে সে টিলডাকে কানে কানে দু-চারটে কথা বলে নিল।

তার পরই হঠাৎ সে কাতরে উঠে, বুকটা চেপে ধরে শুয়ে পড়ল ইজিচেয়ারের উপরে।

"কী হল ? কী হল ?" ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

টিলডা বলল—"ওর একটা ব্যথা ধরে মাঝে মাঝে। ভয়ের কিছু নয়। কিন্তু ব্যথার সময়টা শুয়ে থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের যে ঘরই ঠিক করা হয়নি এখনও!"

ফ্যানি ব্যস্ত হয়ে বলে—"সে ঠিক কোরো এখন পরে। আপাতত বাবার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়াও ওঁকে।"

লম্বায় চওড়ায় পালোয়ানের মত চেহারা ওর। তিন-চারজনে মিলে ব্রাউডিকে কোনমতে নিয়ে স্কুইয়ার্সের বিছানায় শুইয়ে দিল। আর শুতে পেয়েই যেন বেশ একটু আরাম পেল ব্রাউডি। তখন তাকে নিরিবিলিতে শুয়ে থাকবার সুযোগ দিয়ে সবাই আবার নেমে এল খাওয়ার ঘরে। তারাও নেমে এল, আর ব্রাউডিও পা টিপে টিপে গিয়ে ঢুকল স্মাইকের ঘরে।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলবার পর স্কুইয়ার্স খানকতক ছেঁড়া রুটির টুকরো নিয়ে উপরে চলল স্মাইককে খাওয়াবার জন্যে। ঘরটা খুলে দেখে—

কী সর্ব্বনাশ! ঘরে তো স্মাইক নেই!

খোঁজ! খোঁজ!—নাঃ, স্মাইক কোথাও নেই।

ব্রাউডি পাশের ঘরেই শুয়ে আছে। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে স্কুইয়ার্স—"কারও দরজা খুলে বেরুবার শব্দ শুনেছ তুমি?"

ব্রাউডি বলে—"শুনেছি বইকি! শুধু শোনা নয়। আমি তখন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম একটু, চোখেই দেখেছি! একটা লোক সদর দরজা খুলে বেরিয়ে ঐ উত্তর দিক্ পানে ছুটে গেল। লোকটা যে কে, তা অবশ্য চিনতে পারিনি; উপর থেকে ভাল দেখা যায় না তো!"

স্কুইয়ার্স ছুটল উত্তর দিকে—স্মাইককে গ্রেফতার করার জন্য।

স্মাইক ততক্ষণে দক্ষিণ দিক্ দিয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূর। সোজাপথে সে বাড়ি ফিরবে না। আগে যাবে নিউম্যান নগ্সের কাছে। তা'র ওখানে রাতটা থেকে, সকালে তাকে নিয়ে তবে ফিরে যাবে নিজের বাড়িতে।

*

*   *

নিকোলাস মিঃ টিম লিনকিনওয়াটারের কাছে হিসাব শেখে। টিম যদিও উঠতে বসতে তাকে শোনায় যে সারা জীবনেও একটা মানুষের পক্ষে চিয়ারিব্‌ল ব্রাদার্সের কারবারের হিসাবনিকাশ বুঝে ওঠা অসম্ভব, তবু নিকোলাস আশা রাখে যে, টিম যা জানে, তা আর অল্প দিনের ভিতরে সেও জেনে নিতে পারবে।

অবশ্য হিসাব-শেখা ছাড়াও অন্য কাজ আছে নিকোলাসের। শহরের নানান জায়গায় তাকে ছুটতে হয় কোম্পানির কাজে। সময়ে সময়ে শহরের বাইরেও যেতে হয়। এইভাবেই একদিন সে গিয়েছিল সকালবেলায়।

সন্ধ্যাবেলায় ফিরবার মুখে একটা হোটেলে ঢুকল কিছু একটু খেয়ে নেবার জন্যে। সারাদিন এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে খাওয়া আর ঘটে ওঠেনি।

খেতে খেতে হঠাৎ সে বাইরে একটা গোলমাল শুনতে পেল। উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল—

দেখতে পেল—যা সে দেখবার আশা করেনি।

সেই সুন্দরী তরুণীটি, যাকে বহুদিন আগে একবার মাত্র এক পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছিল এজেন্সি আফিসের সমুখে।

আর কী আশ্চর্য! ওই সেই কেরানী ছোকরাই না? তাকে যে বেদম পিটছে একটি সুবেশ যুবক, নিকোলাসেরই বয়সী একটি ভদ্রলোক।

খাওয়া ফেলে তাড়াতাড়ি বাইরে এল নিকোলাস। কিন্তু কী আপসোস! তরুণী ততক্ষণে কোথায় ভিড়ের ভিতর মিলিয়ে গেছে!

মিলিয়ে যাচ্ছে এজেন্সির কেরানীটাও। মার খেয়ে মুখটি চুন করে বেরিয়ে যাচ্ছে। নিকোলাসের প্রশ্ন শুনে সুবেশ যুবকটি বলল—"ভদ্রমহিলাকে অপমান করতে যাচ্ছিল ঐ ছোকরা। আমি দেখতে পেয়েই—"

নিকোলাস তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেও কেরানীটিকে ধরতে পারল না। পারলে হয়ত তরুণীর সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করত।

হতাশ হয়ে ফিরে এসে যুবকের সঙ্গেই আলাপ জমিয়ে তুলল। কী আশ্চর্য! যুবক নাম বলল—ফ্রাঙ্ক চিয়ারিব্‌ল।

"আপনি তাহলে আমার মনিবদের ভাইপো? জার্মানি থেকে আসছেন?" বলে হাত বাড়িয়ে দিল নিকোলাস।

সে হাতে আচ্ছা করে নাড়া দিয়ে ফ্রাঙ্ক বলল—"আর আপনি বুঝি আমাদের মিস্টার নিকোলাস নিকল্‌বি? আপনার কথা ছাড়া তো আজকাল অন্য কোন কথাই থাকে না কাকাদের চিঠিতে! আমি তো হিংসেয় ফেটে যাচ্ছি মশাই, আপনার সুখ্যাতি শুনে শুনে।"

দুই জনেই একসাথে হেসে উঠল মনখোলা হাসি। দু'জনের ভিতর জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের সূচনা হল সেই মুহূর্তে।

তা তো হল। কিন্তু তরুণীটির সন্ধান কিছু হল না। দুই দুইবার তাকে দেখতে পাওয়া গেল, আর দুইবারই চকিতের জন্যে। পিছনে ছুটে যাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অথচ সেই প্রথম দর্শনের দিন থেকে একদিনের, এক মুহূর্তের জন্যেও নিকোলাস তাকে ভুলতে পারেনি। উদরান্নের সমস্যা, বোনের মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন—এ সবের তলায় আপাতত চাপা থাকলেও সুন্দরীর স্মৃতি চিরদিনের জন্যে বাসা বেঁধেছে নিকোলাসের অন্তরে। কোন অবস্থার চাপেই সে স্মৃতি সেখান থেকে মুছে যাবার উপায় নেই।

হায়, আর কি দেখা হবে না?—ভাবে নিকোলাস।

সেদিন সকালবেলায় টিম আর সে দু'জনে বসে কাজ করছিল

কাঁচের ঘরে, হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে টিমই তাকে পাঠিয়ে দিল চার্লস মশাইয়ের ঘরে।

অন্য আফিসের মত অতো আদবকায়দার কড়াকড়ি নেই চিয়ারিবল্‌দের আফিসে। কড়া-নাড়ানাড়ির হাঙ্গামা নেই। বিশেষ করে টিম বা নিকোলাসের পক্ষে।

নিকোলাস গটগট করে ভিতরে ঢুকে পড়ল কাজে কাজেই। কিন্তু ঢুকেই তাকে দুই পা পিছিয়ে আসতে হল।

কী দেখল সেখানে নিকোলাস?

দেখল যে সোফার উপরে চার্লস মশাই বসে আছেন, আর তাঁর পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে এক সুন্দরী তরুণী।

নিকোলাসের চিনতে দেরি হয় না। এ সেই, যার চিন্তায় নিকোলাস দিনে রাতে সব সময়ে ব্যাকুল। যার পরিচয় পাওয়ার জন্যে দরকার হলে নিকোলাস নিজের ডান হাতখানা কেটে দিতে রাজী।

কিন্তু চার্লস তাকে দাঁড়াতে দিলেন না সেখানে, বললেন—"তুমি যাও গিয়ে টিমকে পাঠিয়ে দাও এখানে—" বলে বিদায় করে দিলেন।

চলে যেতে হল নিকোলাসকে। গিয়ে টিমকেই পাঠিয়ে দিতে হল সুন্দরীর কাছে। টিম ফিরল অনেকক্ষণ পরে। নিকোলাস তাকে জিজ্ঞাসা করল তরুণীর কথা, কিন্তু টিমের মুখ থেকে কোন উত্তরই আদায় করতে পারল না।

সেদিন আর রহস্যের কোন কিনারা হল না।

এরপর ভেবেচিন্তে সে গিয়ে ধরল নিউম্যান নগ্‌সকে। সে যদি পারে কোন খবর সংগ্রহ করতে। কিন্তু সেখানেও কিছু হল না। নিউম্যান অনেক গোয়েন্দাগিরি করেও কোন খবর বার করতে পারল না।

নিকোলাসের এক আশা ছিল—সুন্দরী যখন চার্লস সাহেবের কাছে একবার এসেছে, তখন আবারও আসতে পারে। অগত্যা সেই আশাতেই রইল সে।

এর কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন নিউম্যান হাসিমুখে এসে উপস্থিত হল নিকোলাসের কাছে, বলল—"খোঁজ পেয়েছি হে, তোমার মনের মেয়েটির। চল, তার সঙ্গে দেখা করবে, চল।"

দেখা? এত সহজেই? কী জানি কেন যেন নিকোলাস খুশী হতে পারল না এই সুখবর পেয়েও।

তবুও, খুশী না হয়েও সে চলল নিউম্যানের সঙ্গে। চলে গিয়ে সত্যিই দেখা হল এক সুন্দরীর সঙ্গে।

কিন্তু নাঃ, এ তো সে নয়!

নিউম্যান ভুল মানুষের পিছনে ঘুরছে এতদিন। আসলের কোন পাত্তাই পায়নি। আবার সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

অবশেষে পাত্তা একদিন এল, অপ্রত্যাশিতভাবেই এল।

চার্লস একদিন ডেকে পাঠালেন তাকে। আর আশ্চর্য, কাতরভাবে অনুরোধ করলেন—"নিকোলাস, আমার একটা উপকার করবে?"

"সেকি! আপনার উপকার? জীবন দিয়েও যদি তা করা যায়—"

নিকোলাসকে বেশী বলতে না দিয়ে চার্লসই বলতে শুরু করলেন—"দেখ, যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। কিন্তু আমি এবং আমার ভাই তখন একান্ত গরিব। খালি পায়ে ছেঁড়া জামা পরে লণ্ডনের পথে পথে ঘুরেছি। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল এক বড়লোকের সঙ্গে।

লোকটি বড়লোক, কিন্তু চরিত্রহীন। জুয়া খেলে আর অন্য রকম বদ খেয়ালে সর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে দেনার দায়ে জেলে গেল। এখনও সে জেলেই আছে। তার স্ত্রী অশেষ কষ্ট দুঃখ পেয়ে মারা গেল একদিন।

তার একটি মেয়ে আছে। সেই মেয়েটিকেই তুমি দেখেছিলে সেদিন আমার এই ঘরে অজ্ঞান অবস্থায়।

ওর মা বেঁচে থাকতে আমার কোন সাহায্য কোনদিন নেন নি। কিন্তু মরবার সময়ে আমার নাম ঠিকানা দিয়ে ওকে বলে গিয়েছেন—'বিপদে পড়লে চার্লস চিয়ারিবলের কাছে যাস।'

মেয়েটির বিপদ খুবই। নিজের জন্যে নয়, তার বাপের জন্যে। বাপটি ওর জানোয়ার, তবু এমনি মধুর স্বভাব মডলিনের—সেই জানোয়ার বাপকেও দেবতার মত ভক্তি করে।

দেওয়ানি জেলে আছে ওর বাপ। তুমি হয়ত জান না—দেওয়ানি জেলের কয়েদীদের কী ভাবে থাকতে হয়। ওরা স্বাধীনভাবেই থাকতে পায়, পাহারাওয়ালারা বাধা দেয় বটে, তবে সে শুধু ওরা বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে। জেলখানার সংলগ্ন বাড়িতে ওরা থাকে, ঠিক জেলের দেয়ালের ভিতর নয়। নিজের সব খরচ নিজেকেই সংকুলান করতে হয়।

কয়েদীরা জেলের ঘরে নিজের স্ত্রী-পরিবার চাকর-বাকর নিয়েও বাস করতে পারে। তাদের অবশ্য বাইরে যাওয়ায় কোন বাধা নেই।

এখন মডলিনের বাবা জেলে থাকে, বাধ্য হয়ে মডলিনকেও থাকতে হয়েছে সেইখানে।”

মিস্টার চার্লসের কথার এইখানে নিকোলাসের মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা কান্নার মত আওয়াজ। সে কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না।

চার্লস অবাক হয়ে একমুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে আবার শুরু করলেন তাঁর কথা—

“মডলিনকেও জেলে থাকতে হয়েছে, বাপের দেখাশোনার জন্যে। না থেকে করেই বা কি? বাপ যতই অমানুষ হোক, তাকে সে ভালবাসে, তার সুখের জন্যে সে না করতে পারে, এমন কাজ নেই। এখন সে লোকটির আবার আছে হৃদ্‌রোগ, মাঝে মাঝে সে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। কাজেই তাকে দেখাশোনার একজন লোক চাই। পয়সা দিয়ে লোক রাখবার সঙ্গতি নেই, আর পয়সার চাকরের দ্বারা তার বাপের ঠিকমত সেবা হবে, এ বিশ্বাসও নেই মডলিনের।

তাই নিজেই সে থাকে জেলের বাড়িতে, বাপের সেবার জন্যে।”

নিকোলাস আর চুপ করে থাকতে পারে না, তিক্তস্বরে বলে ওঠে —“আর বাপের খরচা চালান বুঝি চাকরি করে?”

"চাকরি আর কোথায় ?" নিশ্বাস ফেলে চার্লস বলেন—"চাকরি যে করবে, তার সময় কোথায় ? বাপের কাছেই তো তাকে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হয় ! তার উপর, মানুষটার সব গিয়েছে, কিন্তু আভিজাত্যের তেজ যায়নি। তার মত বড় বংশের লোকের মেয়ে হয়ে মডলিন চাকরি করবে—এ চিন্তাই সে করতে পারে না।"

"চমৎকার !" বলে ওঠে নিকোলাস।

"চমৎকারই বটে !" বলেন চার্লস—"তাই চাকরির চেষ্টা ছেড়ে মডলিনকে আসতে হয়েছে আমার কাছে সাহায্যের জন্যে। নিজের জন্যে যা সে করত না, তা সে বাপের জন্যে করতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা সাহায্য করছিও।"

নিকোলাস মাথা নাড়ে।

"এখন মুশকিল হয়েছে ঐ সাহায্য করা নিয়ে। টাকা নিয়ে বাপের হাতে দিলেই সে জিজ্ঞাসা করবে—টাকা পেলি কোথায় ? টাকা তার যতই দরকার হোক, তার জন্যে আমাদের কাছে আসবে মডলিন, এ সে সহ্য করবে না। আমার উপর তার ভয়ানক রাগ।"

"আরও চমৎকার !" বলে নিকোলাস।

"সত্যিই আরও চমৎকার। তাই মডলিনকে সাহায্য করবার ব্যাপারে একটা কৌশল করতে হচ্ছে আমাদের। মডলিন ছবি আঁকতে পারে, কার্পেটে ফুল তুলতে পারে, পশম দিয়ে অনেক কিছু দরকারী জিনিস বুনতে পারে। আমরা যেন সেই সব জিনিসের অর্ডার দিই মডলিনকে, মডলিন সেই অর্ডার-মাফিক কাজ করে এনে টাকা নিয়ে যায় !"

"ওঃ !"—বলে নিকোলাস।

"হ্যাঁ, সেই জন্যেই তাকে আসতে হয় এখানে। কিন্তু এতেও খুব অসুবিধে হচ্ছে। মেয়েকে ঘন ঘন খদ্দেরের বাড়ি আসতে দিতে চায় না লোকটা, তাতে তার বংশের অপমান হয়। তা ছাড়া আমরাও চাইনে যে মেয়েটাকে সামান্য টাকার জন্যে বারে বারে এখানে ছুটে আসতে হোক।"

একটু থেমে হতাশার সুরে চার্লস বললেন—"ওকে যে এক সঙ্গে বেশী অর্থ দিয়ে দেব, তারও উপায় নেই। দিলে তা ওর বাপ এক দিনেই উড়িয়ে দিয়ে বসে থাকবে। অতি সামান্য পরিমাণ টাকা, যত ঘন ঘনই দরকার হোক, ওর কাছে পৌঁছে দেওয়া, আর ওর কাছ থেকে অর্ডারী কাজ নিয়ে আসা—এ ছাড়া উপায় নেই।"

"এর জন্যে একজন বিশ্বাসী লোক দরকার।" বলে নিকোলাস—"আমাকে এই কাজই করতে বলছেন বুঝি?"

"টিম বদরাগী লোক, গেলে প্রথম দিনেই মডলিনের বাপটার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে আসবে। তাই তোমার কথাই আমি ভেবেছি।"

বলা বাহুল্য চার্লসের ইচ্ছাই নিকোলাসের পক্ষে আদেশের মত। তা ছাড়া, মডলিনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ যাতে হবে, সে কাজে আপত্তি করাই তার পক্ষে অসম্ভব।

চার্লসের সঙ্গে কথা শেষ করে সে মডলিনের বাবা মিস্টার ওয়াল্‌টার ব্রের বাসস্থানের দিকে চলল। জেলখানার সংলগ্ন একটি বিরাট পুরোনো বাড়ি। সেখানে কয়েকখানা কামরা নিয়ে মিঃ ব্রে থাকেন। পরিবারে তিনি নিজে, মেয়ে মডলিন আর একটি দাসী।

দাসীই দরজা খুলে নিকোলাসকে উপরে নিয়ে গেল। ইজিচেয়ারে বসে আছেন রুগ্ন ওয়াল্‌টার ব্রে, মডলিন ঘরের কোণে বসে কী যেন একটা করছে। কথা কইলেন প্রথমে মিঃ ব্রেই।

"কোথা থেকে আসা হচ্ছে? কী চাই?"

"মিস্‌ ব্রে যে কাজগুলি দিয়েছিলেন, তারই দাম দিতে এসেছি।"

"দাও—" বলে নিজেই হাত বাড়িয়ে পাঁচ পাউণ্ডের নোটখানি নিলেন ব্রে, আর তক্ষুনি বললেন—"মডলিন, ঝিটাকে পাঠিয়ে এখনি একখানা খবরের কাগজ আগে আমায় আনিয়ে দাও। তারপরে এক বাক্স আঙুর আর এক বোতল ভাল মদ। হ্যাঁ, যাচ্ছে যখন, এক সঙ্গেই সব নিয়ে আসুক। তারপর আস্তে আস্তে ভেবে দেখি আর কি কি চাই আমার।"



"মেডলিন শুধু কাঁদে—মিস্টার চার্লসের জন্য অপেক্ষা না করাই ভাল।—বাবার সুখের জন্য আমাকে আত্মবলি দিতেই হবে"

নিকোলাস অবাক্ হল এই দেখে যে মডলিনের নিজের কি চাই, সে কথা একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না ব্রে।

হঠাৎ ব্রের খেয়াল হল যে টাকা পৌঁছাবার জন্যে যে লোকটা এসেছিল, সে এখনও যায়নি। ভয়ানক রাগ হয়ে গেল তাঁর। তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন—"কী হে, দাঁড়িয়ে আছ যে? ওঃ, রসিদ চাই বুঝি?"

নিকোলাস আসলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মডলিনের বিষণ্ণ মুখখানিই দেখছিল, যে মুখ তার ধ্যানের বস্তু হয়ে আছে আজ কয়েক মাস ধরে, যে মুখ এমন কাছ থেকে এতক্ষণ ধরে দেখবার সুযোগ কোনদিন পাবে বলে সে আশা করতে পারেনি।

আসলে যেজন্য সে দাঁড়িয়ে আছে, তা তো আর ব্রেকে বলা যায় না! তাই সে শুধু ব্রের দ্বিতীয় প্রশ্নটারই উত্তর দিল—"আজ্ঞে না, রসিদ চাই না।"

এ উত্তর শুনে আবার দ্বিগুণ ক্ষেপে গেল ব্রে। বললে—"কেন হে? রসিদ চাই না কেন? তোমার কোম্পানি কি আমার মেয়েকে খয়রাত করছে নাকি? কাজ নেবে, টাকা দেবে; টাকা দেবে রসিদ নেবে; বাস, শোধবোধ। এই হল ব্যবসার নিয়ম। তোমাদের সঙ্গে আমার মেয়ের তো ব্যবসারই সম্বন্ধ? না, আরও কিছু?"

"আজ্ঞে না, আর কিছু নয়।" সায় দেয় নিকোলাস।

"তবে? রসিদ নেবে না কেন, শুনি? আলবাত নিতে হবে তোমায়। দে তো মডলিন, পাঁচ পাউণ্ডের একটা রসিদ লিখে দে। এসব ছোট লোক দোকানদারকে আশকারা দিতে নেই। অবস্থা গতিকে বড় ঘরের মেয়েরা যদি এদের সঙ্গে কোন কারবার করতে যায়, তক্ষুণি ওরা লাফ দিয়ে মাথায় চড়ে বসে, ভাবে বড় আর ছোটতে কোন তফাত নেই। দে রসিদ লিখে দে।"

বেচারী মডলিন! রসিদ লিখে এনে নিকোলাসের দিকে কাতর দৃষ্টিতে সে চাইল একবার। সে দৃষ্টির অর্থ—"তুমি কিছু মনে কোরো না বন্ধু! আমার অবস্থা তো জানো! বাবা যাই বলুন, আমি তো

জানি যে এ টাকা নিছক খয়রাতই বটে, ব্যবসার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।"

সে কাতর দৃষ্টি যেন নিকোলাসের বুকের ভিতর জ্বলন্ত লোহার শলার মত ঢুকল। সে রসিদখানি হাতে করে নিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করল—"আবার কবে আসব? আপনার হাতে আমার মনিবের যে কাজগুলি আছে, তা শেষ হতে কতদিন লাগবে মনে হয়?"

"হপ্তা পাঁচ ছয় তো বটেই!" বলে মডলিন। ঘন ঘন চিয়ারিব্‌লদের দয়ার উপর অত্যাচার করতে তার মন চায় না।

কিন্তু অত দেরি পছন্দ হয় না ব্রের। লোকটা আসতে যদি দেরি করে, টাকা পেতেও তো দেরি হবে তাহলে। তাই চালিয়াতি ষোল আনা বজায় রেখে সে বলল—"তুমি মোটে না এলেও আমরা না খেয়ে মরব না। তবে কাজ হচ্ছে কাজই। ফেলে রাখাটা কিছু নয়। তুমি দু'হপ্তা বাদে আসতে পার।"

*

*　　*

নিকোলাসের চাবুকে মুখখানা যখন কেটে দু' ফাঁক হয়ে গেল, সার মালবেরি হক্‌ পড়ল মুশকিলে। ঘা যদি-বা শুকোলো, এমন লাল দগদগে একটা চিহ্ন হয়ে রইল যে সে মুখ আর বার করা যায় না কারও কাছে। তরোয়াল নিয়ে ডুয়েল লড়তে গিয়ে যদি ওরকম ঘা হত, জাঁক করে লোকের সামনে ঘোরা যেত তা নিয়ে ; কিন্তু এ ব্যাপারের গোপন কথা কা জানি কেমন করে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। একটা রাস্তার ভিখিরি মালবেরির হাতের চাবুকই কেড়ে নিয়ে তাই দিয়েই মালবেরিকে পিটিয়ে শায়েস্তা করে দিয়েছে, একথা জানতে কারও আর বাকী নেই। মালবেরি আর ঘরের বার হতে পারে না, ঘরে বসেও কারও সঙ্গে দেখা করে না, এমন কি নিজের বন্ধুদের সঙ্গেও না।

লর্ড ভেরিসফ্‌টের অন্তঃকরণটা ভাল! বন্ধুর এই বিপদে তিনিই এগিয়ে এলেন তার সাহায্যে। নিয়ে গেলেন তাকে প্যারি শহরে। সেখানে আঘাতটা ডুয়েলের আঘাত বলেই প্রকাশ করা হল। আর নানারকম মলম পাউডার ইত্যাদি মাখিয়ে দাগটাকে কতকটা অস্পষ্ট করে আনবারই চেষ্টা করা যেতে লাগল। খানিকটা ফল হলও সে চেষ্টায়।

তারপরেই জেদ করে মালবেরি ফিরে এল লণ্ডনে। নিকোলাসের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে প্রাণটা তার হুহু করে জ্বলছে, ঠাণ্ডা হয়ে সে থাকতে পারলো না বিদেশে।

লণ্ডনে এসেই মালবেরি খুঁজতে লাগল শত্রুকে। খোঁজ পাওয়াও গেল। সে ঠিক করল পরের দিনই ওকে রাস্তায় ধরে এমন মার দেওয়া হবে, যাতে ও এক সাথেই কানা খোঁড়া নুলো হয়ে যায়। শুধু প্রাণটা রেখে দিতে হবে, যাতে বেঁচে থেকেই ও নরক যাতনায় জ্বলে মরতে পারে।

ভেরিসফ্‌ট কিন্তু এর অনুমোদন করলেন না মোটেই। সত্যিকার সৎ বংশের ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে চরিত্র হারিয়েছেন বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব একেবারে নষ্ট হয়নি। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে সে ব্যাপারে অন্যায়টা ষোল আনা মালবেরিরই ছিল। বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে হলে নিকোলাসের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভবই ছিল না। আর চাবুক মারা? মালবেরিই আগে চাবুক হাঁকিয়েছিল, তারই চাবুক কেড়ে নিয়ে তাই দিয়েই নিকোলাস তাকে মেরেছে।

অতএব, ভেরিসফ্‌টের মতে এ নিয়ে আর গোলমাল করা উচিত হবে না। নিকোলাসও তেজী মানুষ, তারও বন্ধুবান্ধব আছে, তার উপর দেশটা অরাজক নয়; অকারণ নিকোলাসকে ধরে তার চোখ কানা করে দিতে গেলে বা হাত-পা ভেঙে ফেললে—আইনের খপ্পরে পড়ে যেতে হবে। ভেরিসফ্‌টের নাম এ রকম কেলেঙ্কারিতে জড়িত হয়, তা পছন্দ করেন না ভেরিসফ্‌ট।

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ভেরিসফ্‌টকে এতদিন বালক বলে তাচ্ছিল্য করে এসেছে মালবেরি, আর আজ তাঁরই কথায় সে প্রতিহিংসা নেওয়ার কল্পনা ত্যাগ করবে? হতেই পারে না!

প্রথমে তর্ক, তারপরে রাগারাগি, তারপরে কি ভাবে কী হয়ে গেল, কে জানে—ভেরিসফ্‌ট মেরে বসলেন মালবেরিকে।

সম্ভ্রান্ত সমাজে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুললে তার ফলে ডুয়েল অনিবার্য। বন্ধুরা সেই ডুয়েলেরই ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে উঠল।

রাত্রি যখন ভোর হল, তখন শহর থেকে দূরে টেমস নদীর ধারে এক ভাঙ্গা জমির উপর ভেরিসফ্‌ট আর মালবেরি মুখোমুখি দাঁড়ালেন, মাঝখানে মাত্র বিশ ফুট তফাত। দু'জনেরই হাতে গুলিভরা পিস্তল।

মধ্যস্থ হাঁকল এক, দুই, তিন।

দুটো পিস্তলই একসঙ্গে আগুন বর্ষণ করল।

তারপর ভেরিসফ্‌ট হঠাৎ মাথাটা এক দিকে কাত করলেন, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

বন্ধুরা দৌড়ে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখল প্রাণ আর নেই ভেরিসফ্‌টের দেহে। পাষণ্ড মালবেরি চেঁচিয়ে বলল—"যেমন কর্ম, তেমনি ফল।"

এতকাল যে ভেরিসফ্‌ট তাকে রাজার হালে বসিয়ে বসিয়ে খাইয়েছেন, তার কোন মূল্যই দিল না নরপশুটা।

আর সে দাঁড়ালও না, তক্ষুণি ছুটল ব্রাইটনে। সেখানে থেকে সমুদ্র পেরিয়ে আবার সেই ফরাসী দেশেই পালাতে হবে তাকে। ইংলণ্ডে ডুয়েল বেআইনী, এখানে থাকলে ধরা পড়ে কঠোর শাস্তি পেতেই হবে তাকে।

নিকোলাসের এক শত্রু কায়দায় পড়ে দেশান্তরী হল, কিন্তু আর এক শত্রু লণ্ডনেই বহাল তবিয়তে বজায় রয়েছে।

রাল্‌ফ নিকল্‌বি চুপ করে বসে নেই।

দৈবচক্র এমনি যে, এবারে তিনি মডলিনের উপরই তাঁর খাঁড়া উঁচু করেছেন। যেন সাক্ষাৎভাবে নিকোলাসের সঙ্গে পেরে না উঠে, মডলিনের ভিতর দিয়ে তাকে আঘাত করতে চাইছেন। অথচ সত্যিকারের মজা এই যে, মডলিনের সঙ্গে যে নিকোলাসের কোন রকম সম্পর্ক আছে, তা রাল্‌ফ জানেনেই না।

ব্রে জেলে আছে দেনার দরুন। এ দেনা কার কাছে? দুটো লোকের কাছে। একজন রাল্‌ফ নিজে, আর একজন আর্থার গ্রিড।

রাল্‌ফের মত গ্রিডও সুদখোর মহাজন। চড়া সুদে টাকা দেওয়া তারও ব্যবসা। টাকার জোর রাল্‌ফের চেয়েও তার বেশী, কিন্তু রাল্‌ফের মত সভ্যভব্য চেহারা তার নয়, ভদ্রসমাজে গিয়ে কথা কইতে হলে সে ভয়ে কেঁচো হয়ে যায়।

একে রীতিমত বুড়ো, তায় শুকিয়ে আমসি। চেহারা তার অতি বিটকেলে। এতকাল সে বিয়ে করেনি, কিন্তু কিমাশ্চর্যমতঃপরম্, এই ষাট বছর বয়সে, মরবার আগের মুহূর্তে তার সাধ হয়েছে বিয়ে করবার।

আর, বিয়ের পাত্রী হিসাবে সে পছন্দ করেছে মডলিনকে।

ব্রে তার দেনদার। দেনা থেকে রেহাই পাওয়ার লোভে কি সে মেয়েটাকে তার হাতে সঁপে দেবে না?

বলা যায় না। ব্রে বড় বংশের মানুষ। দেমাক তার প্রচুর। জেল খাটতে খাটতেও সে গ্রিডকে অহরহ কড়া কথা শোনাচ্ছে। সোজা গিয়ে তার কাছে তার মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করলে হয়ত ব্রে তাকে ধরে জুতোও মারতে পারে। তাই গ্রিড এসে রাল্‌ফকে ধরে পড়েছে।

রাল্‌ফ ভদ্রলোক, কথা কইতে জানেন, তাতে তিনি গ্রিডের মত অত দুর্বল নন। ব্রে ইচ্ছে করলেও তাঁকে ধরে মারতে পারবে না।

রাল্‌ফ গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা করুন—এই গ্রিডের অনুরোধ। শুধু প্রস্তাবই নয়, বুঝিয়ে রাজী করতে হবে লোকটাকে। কেউ যদি ঐ অহংকারী ব্রেকে গ্রিডের হাতে কন্যাদানে রাজী করাতে পারে, তাহলে সে রাল্‌ফ।

অনেক আলোচনার পর রাল্‌ফ রাজী হলেন। তবে কথা হল যে, ব্রে হাজার পাউণ্ড ধারে রাল্‌ফের কাছে সেটা আদায় হওয়ার কোন আশা আর নেই। এখন এই কাজটা করে দিলে গ্রিডকেই ব্রের হয়ে সেই হাজার পাউণ্ড শোধ করে দিতে হবে।

তা ছাড়া, এই ঘটকালির দরুন অতিরিক্ত পাঁচশো পাউণ্ড রাল্‌ফ পাবেন।

রাজী হতেই হল গ্রিডকে। কারণ রাল্‌ফ গিয়ে না বললে ব্রে যে কখনও এ প্রস্তাবে কান দেবে না, এটা স্থির বিশ্বাস ছিল গ্রিডের।

কথা যখন পাকা হল, তখন রাল্‌ফ মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "সত্যি সত্যি ব্যাপারখানা কী, এইবার বল দেখি! সুন্দরী মেয়ে মডলিন ছাড়াও অনেক দেখেছ জীবনে। কোনদিন তো বিয়ের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠনি। মেয়েটার পয়সাকড়ি থাকলেও বা কথা ছিল। সে দিকে যখন অষ্টরম্ভা, তখন তোমার এ নেশার তো কোন সংগত কৈফিয়ত আমি দেখতে পাইনে!"

"সেদিকে ঠিক অষ্টরম্ভা নয় হে, অষ্টরম্ভা নয়।" বলেই উঠে পড়ল গ্রিড—"তাহলে ঐ কথাই রইল। যেদিন মডলিনের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, সেই দিনই দেড় হাজার পাউণ্ড আমি দেব তোমায়। তুমি এর

একটা দলিল তৈরি করে রাখতে পারো, আমি সই করে দেব কাল এসে।"

পরের দিন দুই বন্ধু গিয়ে দেখা দিলেন ব্রের জেলখানায়। ব্রে তাঁদের এতটুকুও খাতির করল না। কেন করবে? ওদের যা ক্ষমতা তা তো ওরা করেছে। জেলে দিয়েছে ব্রেকে। আর তো কিছু করবার নেই ওদের।

কাজেই কথা পাড়তে একটু অসুবিধা হল রাল্‌ফের। কিন্তু রাল্‌ফ নিকল্‌বি দমবার পাত্র নন। অনেক দূর দিয়ে ঘুরিয়ে কথাটা পাড়লেন—"তোমার শরীরের যা অবস্থা দেখছি, দিনকতক দক্ষিণ ফ্রান্সে গিয়ে গরম আবহাওয়ায় না থাকলে সেরে উঠবার আশা নেই বোধ হয়।"

ব্রে ভাবল, রাল্‌ফ তাকে বিদ্রূপ করতে এসেছে। রেগে উঠে বলল—"পরম বন্ধু রয়েছ তোমরা দুইজনে, দাও না পাঠিয়ে!"

মিষ্টি হেসে রাল্‌ফ বললেন—"সেই মতলবেই তো এসেছি হে! দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে গিয়ে থাক কিছুদিন! কিছুদিন কেন, ইচ্ছে করলে বরাবরই থাকতে পার সেখানে। সেখানকার খরচ জোগাবার ভার নেবে এই গ্রিড।"

"গ্রিড!" বিস্ময়ে চোখ কপালে ওঠে ব্রের।

"ও বলছে যতদিন বাঁচবে তুমি, মাসহারা দেবে তোমায়। রীতিমত লেখাপড়া করে দেবে মাসহারার। তোমার মত লোকের আরামে থাকতে যত টাকা লাগে, তত টাকাই দেবে মাসে মাসে।"

"কেন? কেন?" ব্রে চেঁচিয়ে ওঠে—"কেন দেবে? এত অহেতুক উদারতা ওর আছে, এ তো আমি জানতাম না কোনদিন।"

"অহেতুক মোটেই নয়, হেতু অবশ্য আছে। ও চায়—মানে, ও চায় তোমার মেয়েটিকে বিয়ে করতে।"

ব্রে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠতেই নির্জীবের মত বসে পড়ল আবার। হৃদ্‌রোগ যাদের আছে, তাদের উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করা চলে না।

সে দম নিচ্ছে, এদিকে রাল্‌ফ তার চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে

চাইছেন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি। ব্রের বয়স এমন কিছু বেশী নয়। ভাল জায়গায় গিয়ে আরামে থাকলে রোগ তার দু'দিনে সেরে যাবে। নতুন মানুষ হয়ে উঠবে সে। এদিকে প্রচুর টাকা যোগাতে থাকবে তার জামাই। বহু বৎসর ধরে মহাসুখে জীবনটাকে উপভোগ করুক না ব্রে! এমন সহজ সুন্দর উপায় হাতের ভিতর থাকতে, কী দরকার এই পচা জেলখানায় তিলে তিলে কুঁকড়ে মরবার?

ব্রে ভিজে এল একটু একটু করে,—আমতা আমতা করে বলল—"কিন্তু মেয়েটা? ও রাজী হবে কেন?"

"হবে না কেন?" জোর দিয়ে বলে ওঠেন রাল্ফ "বাপের সুখের জন্যে যে কোন ব্যবস্থায় রাজী হওয়া কি মেয়ের উচিত নয়? যে মেয়ে তা না হয়, সে তো কুসন্তান। তুমি কি আমাদের বিশ্বাস করতে বল যে তোমার মেয়ে একটি কুসন্তান, অন্য পাঁচ জনের ছেলেমেয়ের মত?"

"না, তা নয় ঠিক!" ব্রেকে স্বীকার করতেই হল।

"তবে? তাছাড়া আরও একটা কথা ভাব। কী এমন স্বার্থত্যাগ তাকে করতে বলা হচ্ছে? রূপ তার থাকতে পারে, কিন্তু রৌপ্য না থাকলে শুধু রূপের জোরে ভাল বিয়ে হয় না। এই জেলে পচে মরা কি ওর নিজের পক্ষেই ভাল নাকি? গ্রিডের অজস্র অর্থ, তাকে বিয়ে করলে ও পরম সুখে থাকবে, সমাজে মিলে মিশে নিত্য নতুন আনন্দের অংশ নিতে পারবে। কী এমন মন্দ প্রস্তাবটা করেছি, বল তো?"

ব্রে স্বীকার করল যে সে মেয়ের সঙ্গে কথা কইবে। দুই চারদিন পরে ওদের আসতে বলে দিল।

মডলিন যখন একথা শুনল বাপের মুখ থেকে, সে শুধু তাকিয়ে রইল নীরবে। সে দৃষ্টিতে যে নীরব তিরস্কার ছিল, তা ব্রের মত পাষণ্ডের মাথাও লজ্জায় নুইয়ে দিল প্রথমটায়।

কিন্তু লজ্জা পেয়ে থেমে গেলে তো চলবে না! কাজ তো হাসিল করতেই হবে ব্রেকে! দক্ষিণ ফ্রান্সের রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্রতীব তাকে হাতছানি দিচ্ছে! সেখানে গিয়ে হারানো স্বাস্থ্য আবার ফিরে পাবে, প্রচুর পয়সা পকেটে নিয়ে আবার হোটেলে ফুর্তি করে বেড়াবে—এই

সুখের স্বপ্নে ব্রে এখন মশগুল। মেয়ের চোখের কাতর দৃষ্টি দেখে সংকল্প ভুললে চলবে কেন?

ঠিক রাল্‌ফ যে কথাগুলি বলে গিয়েছে, তাই সে আওড়াতে লাগল মডলিনের কাছে। গ্রিডের অনেক অর্থ—তাকে বিয়ে করলে সম্ভ্রান্ত সমাজে মিলে মিশে নিত্য নতুন আনন্দের আস্বাদ পেতে পারবে মডলিন; এই জেলখানায় পচে পচে তিলে তিলে কুঁকড়ে মরা কি বুদ্ধির কাজ হবে? রূপো যার নেই, শুধু রূপের জোরে তার ভাল ঘরে বিয়ে হয় না।

করুণ চোখ দুটি বাপের চোখের দিকে তুলে মডলিন শুধু বলল—"অত কথা কেন বলছ তুমি? তোমার সুখের জন্যে কোনও স্বার্থ ত্যাগেই কোনদিন কাতর হইনি, এখনও হব না।"

এরপর রাল্‌ফেরা যেদিন এলেন ব্রের কাছে, আনন্দে নাচতে নাচতে ফিরলেন তাঁরা। মডলিন বিবাহে রাজী।

আর্থার গ্রিড হাড় কৃপণ। সারাজীবন একা বাস করেছে। একটি মাত্র বুড়ী ঝি তার—মিসেস্ স্লাইডার স্কু। বুড়ীর মনে মনে চিরদিন আশা ছিল বার্ধক্যের দিনে চলতে ফিরতে অশক্ত হলে গ্রিড বাধ্য হয়ে তাকেই বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত!

এখন এই বিয়ের খবরটা হঠাৎ পেয়ে সে ক্ষেপে গেল। মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগল কেমন করে জব্দ করা যায় বুড়ো সুদখোরকে। একটা ফন্দি ঠিকও করল শেষ পর্যন্ত।

*　　　*　　　*

এদিকে চার্লস মশাই বা নেড মশাই কেউই লণ্ডনে নেই। বিশেষ দরকার হয়ে পড়াতে দু'জনেই বিদেশে বেরিয়েছেন ব্যবসা তদারকের জন্যে: আফিসে আছে ফ্রাঙ্ক আর টিম, আর নিকোলাস তো আছেই। মডলিনের কাছে নিয়মিত টাকা পৌঁছে দিতে ভুল না হয়, এ কথা বিদেশে যাওয়ার সময় চার্লস তাকে বিশেষ করে বলে গিয়েছেন।

এবার নিকোলাস যেদিন মডলিনের বাড়িতে গেল, ব্রে তাকে কুকুর বেড়ালের মত তাড়া করে উঠল—"যা দিতে এসেছ দিয়ে যাও। আর,

তোমার কোম্পানিকে বোলো আমার মেয়ে আর তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না! ছোটলোক দোকানদারদের জন্যে পরিশ্রম করার জন্যে তার জন্ম হয়নি।"

মডলিন সামনেই ছিল, নিকোলাস স্পষ্ট দেখল তার চোখে জল। ভিতরে ভিতরে যে একটা শোচনীয় ব্যাপার কিছু ঘটেছে, তাতে তার সন্দেহ রইল না। কিন্তু কী যে ঘটেছে, তা সে কেমন করে জানবে? কে বলবে তাকে? ব্রে তাকে বলবেই না, সে কুকুর তাড়া করছে তাকে। আর মডলিন? বাপের সমুখে কিছু সে যে তাকে বলবে এমন ভরসাই নেই।

নিকোলাস বুদ্ধি করে মডলিনের দাসীটির শরণ নিল। ব্রের সমুখ থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাকে ধরল নিরিবিলিতে, বলল—"কী হয়েছে, তুমি বলত আমায়?"

দাসী জানাল—"ব্রে যে মডলিনের বিয়ে দিচ্ছে গো! একটা বুড়ো, কবরে এক পা দিয়ে বসে আছে, কাঁকলাসের মত চেহারা, সুদখোর বদমাশ, তারই সঙ্গে বিয়ে!"

নিকোলাসের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বলল—"ওই সুদখোর বুড়োকে মডলিন ভালবাসে না নিশ্চয়ই?" কোনমতে এই টুকুই সে জিজ্ঞাসা করল।

"ভাল-বাসা? তাকে? কেউ পারে নাকি?"—বলল দাসী।

নিকোলাস তখন জিদ করতে লাগল যাওয়ার আগে একবার সে মডলিনের সঙ্গে দেখা করবেই। দাসী তার মনের অবস্থা দেখে ভিতরে চলে গেল, আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে মডলিনকে ডেকে নিয়ে এল নিকোলাসের কাছে।

নিকোলাস তাকে কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগল—"বিয়েটা অন্তত দুটো হপ্তা পিছিয়ে দিন আপনি। এর মধ্যে মিস্টার চার্লস এসে পড়বেন। তাঁর স্নেহের খাতিরে এটুকু কি আপনার করা উচিত নয়? তিনি এসে যদি শোনেন যে একটা বুড়ো সুদখোরের সঙ্গে আপনার বিবাহ হয়ে গিয়েছে, তাঁর মনের অবস্থা কেমন হবে বলুন দেখি?"

মডলিন শুধু কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলে—"মিস্টার চার্লসের জন্যে অপেক্ষা না করাই ভাল। বাবার সুখের জন্যে আমাকে আত্মবলি দিতেই হবে। আমার একমাত্র হিতৈষী বন্ধু বাইরে থাকতে থাকতেই সে কাজ শেষ হয়ে যায় যদি, তো সেই ভাল। তিনি তো এটা আটকাতে পারবেন না, কাছে থাকলে শুধু শুধু দুঃখ পাবেন মাত্র।"

মডলিনকে বিচলিত করতে না পেরে নিকোলাস বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। যাওয়ার সময় জেনে গেল যে পরের রবিবারেই বিবাহ।

মাত্র দুটি দিন মাঝখানে।

রবিবারে গ্রিড এসেছে বর সেজে, সঙ্গে বন্ধু রাল্‌ফ। ব্রে সেজে বসে আছে, মেয়েকে গির্জায় নিয়ে যাবে বলে। মডলিন আর নামে না।

সে কাঁদছে না, শুধু পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

ব্রেকে তাড়া করে উপরে পাঠিয়ে দিল রাল্‌ফ মডলিনকে ডেকে আনবার জন্যে। ব্রের শরীরটা মোটে ভাল নেই। মডলিনের বিষণ্ণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে দারুণ অসুস্থ বোধ করছে। বুকটা ধড়াসধড়াস করছে। হৃদ্‌রোগটা বেড়েছে। মরে যাওয়া বিবেক কেমন করে আবার একটু একটু বেঁচে ওঠার লক্ষণ দেখাচ্ছে বুঝি।

রাল্‌ফের তাগাদায় ব্রে উপরে উঠল বুকটা দু'হাতে চেপে ধরে। রাল্‌ফ কানে কানে গ্রিডকে বললেন—"শ্বশুরের মাসহারা তোমায় আর বেশী দিন গুণতে হবে না হে। ও আর টিকবে না।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।" বলে গ্রিড হেসে উঠল।

তার হাসিতে যোগ দিয়ে রাল্‌ফও হাসছেন, এমন সময় দুটো ঘটনা এক সাথে ঘটল। উপরে একটা ভারী জিনিস পড়ে যাবার শব্দ পাওয়া গেল, আর ঠিক সেই সময়েই দরজার কাছে দেখা গেল নিকোলাস আর কেটকে।

ওদের ভাইবোনকে এমন আচমকা এখানে দেখে রাল্‌ফ সবে তাদের উপর ধমক শুরু করেছেন, এমন সময়ে দাসী এসে যে খবর দিল, তাতে সবাইয়ের চোখ কপালে উঠল।

ব্রে হঠাৎ পড়ে গিয়েই মারা গিয়েছে।

আর মডলিন গিয়েছে মূর্ছা।

খবর পেয়েই নিকোলাস ছুটে উপরে চলে গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মডলিনকে বহন করে নীচে নিয়ে এল। সঙ্গে এল মডলিনের দাসী।

রাল্‌ফ গর্জে উঠলেন—"তুমি ওকে কোথায় নিয়ে যাও? এই ভদ্রলোক ওকে বিয়ে করবেন।"

"না, করবেন না। আমার বোন আর আমি ওঁকে আমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, সাধ্য থাকে তো আটকাও।"

দাসী ঝংকার দিয়ে বলে উঠল—"এঃ আমার ঠাকরুন ওই মড়ি-পোড়াকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলেন শুধু বাপের খাতিরে! সে বাপই যখন আর নেই, তখন উনি কক্ষনো আর ওকে বিয়ে করবেন না, কখনও না।"

তার মারমূর্তি দেখে রাল্‌ফেরা আর কথা কইতে সাহস পেলেন না। নিকোলাস মডলিন, কেট আর দাসীকে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

বিয়ে বন্ধ করবার একটা শেষ চেষ্টা সে করতে এসেছিল, কেটকে নিয়ে। ভগবানের ইচ্ছাতেই সে চেষ্টা আশ্চর্য ভাবে সফল হল।

গ্রিড হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরল রাল্‌ফকে নিয়ে। সেখানে আরও ভয়ানক হতাশা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তার বুড়ী দাসী তাকে জব্দ করবার জন্যে তার সমস্ত দলিলপত্র চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

শোকের মুখে সে প্রকাশ করে ফেলল যে মডলিনের মাতামহের উইলও ঐ সঙ্গে চুরি গিয়েছে। অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন ওই মাতামহ। মডলিন অপদার্থ বাপকে ত্যাগ করে মাতামহের কাছে যেতে রাজী হয়নি বলে বৃদ্ধ রাগ করে প্রথমে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এক হাস-পাতালে দান করে উইল করেছিলেন। কিন্তু মরার ঠিক আগে তাঁর অনুতাপ হয়, আর মডলিনের নামে নতুন উইল করেই মারা যান।

গ্রিড কোন রকমে জানতে পারে সে উইলের কথা, আর বৃদ্ধ মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এক চোরের সাহায্যে সে উইল চুরি করে আনে। তার মতলব ছিল মডলিনকে বিয়ে করে তার স্বামী হিসাবে নিজে ঐ সমস্ত সম্পত্তিটা দখল করা।

- এখন দাসী স্লাইডার স্কু সেই উইল চুরি করে পালাল। উইল ফেরত দেওয়ার লোভ দেখিয়ে গ্রিড যে মডলিনকে বশ করার আর একটা চেষ্টা করবে, সে পথও রইল না।

সে হা-হুতাশ করতে থাকল, রাল্‌ফ বাড়ি ফিরে এলেন।

উইল চুরির কথা শুনে রাল্‌ফ ভাবতে লেগেছেন। তাঁর হাতে নানাজাতীয় চর আছে। স্লাইডার স্কুকে খুঁজে বার করা শক্ত হবে না তাদের পক্ষে।

একবার সন্ধান পেলে, তখন স্কুইয়ার্সকে নাচিয়ে দেওয়া যাবে— স্লাইডার স্কুর সঙ্গে ভাব করে উইলখানা বাগিয়ে আনবার জন্যে।

উইল যদি হাতে আসে, রাল্‌ফ দেখে নেবেন তারপর।

ওদিকে নিকোলাসের বাড়িতে গিয়ে মডলিনের হল কঠিন অসুখ। দিনের পর দিন যমে মানুষে টানাটানি। কেউ অহোরাত্রি শুশ্রূষা করছে তার। আর ফ্রাঙ্ক চিয়ারিব্‌ল, টিম লিনকিনওয়াটার দৈনিক এসে খোঁজ নিচ্ছেন তার।

মিস্টার চার্লস, মিস্টার নেডও এসে পড়লেন।

নিকোলাস যেভাবে মডলিনকে উদ্ধার করে এনেছে গ্রিডের হাত থেকে, তা শুনে তার অজস্র সুখ্যাতি করতে লাগলেন চার্লস আর নেড।

কিন্তু চার্লস আর নেড অন্য একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন একই সঙ্গে। নিউম্যান নগ্‌স তাঁদের কাছে নিয়ে এল একটা লোককে। নাম তার ব্রুকার। সাত বৎসর আমেরিকায় কাটিয়ে সে এই সবে এ দেশে ফিরেছে। আমেরিকায় যাওয়ার আগে এ ছিল রাল্‌ফের কেরানী। অতি আশ্চর্য সব কাহিনী এ বলছে রাল্‌ফের সম্বন্ধে।

আমেরিকা থেকে এসে প্রথমে ও রাল্‌ফের কাছেই যায়। আশা ছিল রাল্‌ফ ওকে সাহায্য করবেন। তা তিনি করেননি। তাই নিউম্যানের সঙ্গে আলাপ করে রাল্‌ফের পুরানো পাপের কথা তাকেই বলেছে ব্রুকার।

সে পাপ এইরকম—

লোকে জানে রাল্‌ফ অবিবাহিত। কিন্তু তা নয়। তিনি বিবাহ

করেছিলেন গোপনে। বিবাহের কথা প্রকাশ না করার কারণ ছিল। পাত্রীর বাবা উইল করেছিলেন, বিবাহ যতদিন না হবে, ততদিন মেয়ে একটা মোটা মাসহারা পাবে। বিয়ে করলেই বন্ধ হবে ওই মাসহারা। ওই টাকার লোভেই রাল্‌ফ মেয়েটিকে বিয়ে করেন, এবং টাকা বন্ধ হয়ে যাবে, এই আশঙ্কাতেই বিয়ের খবরটা গোপন রাখেন।

একটি ছেলেও হয় রাল্‌ফের। তারপর মারা যান রাল্‌ফের স্ত্রী।

ছেলেটিকে ছয় সাত বৎসর পর্যন্ত নিজের বাড়ির চিলে-কোঠায় লুকিয়ে রেখে তারপর রাল্‌ফ ব্রুকারের হাত দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেয় স্কুইয়ার্সের স্কুলে। ব্রুকার বৎসরে তিন চারবার গিয়ে গিয়ে স্কুইয়ার্সকে টাকা দিয়ে আসত, ছেলেটিকেও দেখে আসত।

তারপর একটা অপরাধ করে ব্রুকার আমেরিকায় পালাতে বাধ্য হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে রাল্‌ফও টাকা বন্ধ করে দেন।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ব্রুকার স্কুইয়ার্সের স্কুলে গিয়েছিল, কিন্তু ছেলেটি সেখান থেকে পালিয়েছে।

এর পরে সে রাল্‌ফের কাছে আসতেই রাল্‌ফ তাকে তাড়িয়ে দেন, এই ভেবে যে ছেলেই যখন নেই, তখন ব্রুকার রাল্‌ফের নামে কোন কুৎসাই তো করতে পারবে না!

ব্রুকার পরে নিকোলাসের কাছে দেখেছে ছেলেটিকে।

স্মাইক তার নাম।

নিকোলাসের কাছেই স্মাইককে দেখেছে ব্রুকার। কিন্তু নিকোলাসের লণ্ডনের বাড়িতে নয়। ডেভনশায়ারের এক কুটীরে।

মডলিনের অসুখ সারতে না সারতেই কঠিন অসুখে পড়ল স্মাইক। তার জীবনের কোন আশাই ডাক্তারেরা দিতে পারলেন না। চিয়ারিব্‌ল ভাইয়েরাই বললেন পাড়াগাঁয়ে কোথাও গিয়ে থাকলে ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। তাঁরাই খরচ দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন। একা অবশ্য নয়, নিকোলাসের সঙ্গে।

নিকোলাস স্মাইককে নিয়ে ডেভনশায়ারে গেল। তার বাড়ি যে

গ্রামে ছিল, সেই গ্রামেই। একখানা কুটীর ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগল দু'জনে।

নিকোলাসের গ্রাম, নিকোলাসের বাড়ি। সে বাড়ি আজ অন্যের, কিন্তু তবু তা স্মাইককে দেখিয়ে নিকোলাস কী যে আনন্দ পায়! তার বাবা, ঠাকুরদা বাস করে গিয়েছেন ওই বাড়িতে। সে নিজেও বাস করে গিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, তার মাও কেটও।

শুনতে শুনতে স্মাইকও এক আশ্চর্য নাড়ীর টান অনুভব করে বাড়িটার সঙ্গে, তার মনে হয় সেও যেন ও বাড়ির পর নয় একেবারে।

সত্যিই নয়। ঐ বাড়িরই ছেলে রাল্‌ফ নিকল্‌বি, তারই ছেলে সে।

ডেভনশায়ারের ঐ সুন্দর আবহাওয়াতেও শরীর সারল না স্মাইকের। একদিন সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল নিকোলাসের কোলে মাথা রেখে।

গ্রামের গির্জার কবরখানায় তাকে শুইয়ে দিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিকোলাস ফিরে এল লণ্ডনে। এসে সে এই প্রথম শুনতে পেল যে, তার পড়ে পাওয়া স্মাইক সত্যিই তার আপন জন, তার ভাই।

সে খবর শুনলেন রাল্‌ফও। তাঁকে ডেকে এনে শোনালেন চিয়ারিব্‌ল ভাইয়েরা। ব্রুকার যখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা আগাগোড়া বলে গেল, তখন তিনি আর তা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করতে পারলেন না।

ব্রুকারের দেওয়া ছেলেটিই যে স্মাইক, তা স্কুইয়ার্সও বলল। অবশ্য ব্রুকার যে রাল্‌ফেরই কেরানী, তা স্কুইয়ার্সও কোনদিন জানত না।

এরপর রাল্‌ফের কি অনুতাপ এল মনে? না ভয়! না লোকলজ্জা! আদালতে গিয়ে দাঁড়ানো, দশজনের উপহাস আর ঘৃণার পাত্র হওয়া—এই সব আশঙ্কায় কি মাথা খারাপ হয়ে গেল তাঁর?

কারণ যাই হোক, একদিন সকালে রাল্‌ফকে দেখা গেল—বাড়ির চিলেকোঠায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে। এই চিলেকোঠাতেই তিনি স্মাইককে লুকিয়ে রেখেছিলেন তার সাত বছর বয়স পর্যন্ত। যে খাটটায় সে শুতো, সেটা এখনও পড়ে আছে ওই ঘরে।

মিসেস স্লাইডার স্কুর কাছ থেকে মডলিনের মাতামহের উইলখানা সত্যিই বাগিয়েছিল স্কুইয়ার্স। কিন্তু তা এনে রাল্‌ফের হাতে দেবার সুযোগ সে পায়নি। তার পিছনে গোয়েন্দা ছিল ফ্রাঙ্ক চিয়ারিব্‌ল। সে তক্ষুণি উইল কেড়ে নেয় স্কুইয়ার্সএর কাছ থেকে।

এর পরই স্মলির প্রথম স্ত্রীর নামে চিঠি জাল করার অপরাধে সাত বছর জেল হয়ে গেল স্কুইয়ার্সের। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ডাথবয়েজ হলের স্কুল। ছেলেগুলোকে নিজের খরচায় বাড়ি পৌঁছে দিল জন ব্রাউডি।

জন ব্রাউডির সঙ্গে নিকোলাসের বন্ধুত্ব কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয়নি।

এর পর মডলিন তার মাতামহের উইলের বলে প্রচুর সম্পত্তি পেলে। আর পেয়েই সেই সম্পত্তি সুদ্ধ নিজেকে সঁপে দিল নিকোলাসের হাতে।

এদিকে চিয়ারিব্‌লদের উদ্যোগে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল কেটের।

আর আশ্চর্য, কাউকে বিশেষ কিছু জানতে না দিয়ে হঠাৎ মিস্ লা-ক্রিভিকে বিয়ে করে ফেলল টিম লিনকিনওয়াটার! কিন্তু বিয়ে করেও সে কারখানাতেই বসবাস করতে থাকল আগের মত; এবং ব্যবসার মুনাফায় একটা বখরা নিতে বাধ্য হয়েও আফিসের টুল সে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী হল না।

কালক্রমে চিয়ারিব্‌ল ব্রাদার্স চার্লস আর নেড—দুই সদানন্দ মহাপ্রাণ স্বর্গে গেলেন; আর তাঁদের কারবারের নাম হল নিকল্‌বি এণ্ড চিয়ারিব্‌ল কোম্পানি। নিকোলাস আর ফ্রাঙ্ক—ওরা সমান সমান অংশীদার।

নিকোলাস নিজের গ্রামের বাড়িটা কিনে নিল আবার, কেটও একটা নতুন বাড়ি তৈরি করল ভাইয়ের বাড়ির কাছে। ওইখানেই একখানা ঘর তৈরী হল নিউম্যান নগ্‌সের জন্যেও। সে সেখানে থাকে আর নিকোলাস আর কেটের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করে। ছেলেমেয়েরা রোজই ফুল নিয়ে গিয়ে স্মাইকের কবরে দিয়ে আসে, আর নিজেরা বলাবলি করে—"জানো? ইনি ছিলেন আমাদেরই আপন জন, আমাদেরই বংশের ছেলে!"

শেষ